







# সুপ্ৰময়ী নাটক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

“ঋতুর্গোপধতে ভাবং ততোতষ্ঠানি পশ্যতি।

ভতঃ সপত্নান্ ভয়তি সম্বলস্ত বিনশ্যতি ॥”

দম্ভসংহিতা।

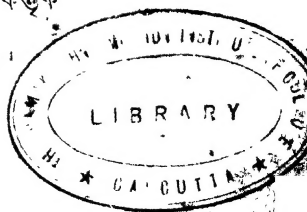
কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮।





## উৎসর্গ-পত্র ।



কবি-কুল-রত্ন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী

সুহৃদ্বরের হস্তে আমার স্বপ্নময়ীকে

সমর্পণ করিলাম ।





## নাটকীয় পাত্রগণ ।

---

কৃষ্ণরাম রায়	...	...	বর্দ্ধমানের ভূপতি ।
আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশ	...		বর্দ্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত ।
বর্দ্ধমান রাজাব স্ত্রী ।	...	...	...
শুভসিংহ	...	..	চিতোয়া ও বর্দ্ধার তালুকদার ।
শূরজ মল্	...	...	শুভসিংহের অহুচর ।
জগৎ রায়	...	...	কৃষ্ণরামের পুত্র ।
স্বপ্নময়ী	...	...	কৃষ্ণরামের ছহিতা ।
রহিম খাঁ	...	...	আফগান সর্দার ।
জেহেনা	...	...	রহিম খাঁর স্ত্রী ।
সুগতি	...	...	জগৎ রায়ের স্ত্রী ।
বাগ্দিগণ—রক্ষকগণ—ইতর লোক—নৃত্যকী প্রভৃতি ।			

---

ওরঞ্জীবের রাজত্ব-কাল । ঐতিহাসিক মূল-ঘটনা—

শুভসিংহের বিদ্রোহ ।

---





# সুপ্নময়ী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

( শুভসিংহের বাটী। )

শুভসিংহ ও সূরজ মল।

শুভসিংহ। দেখ সূরজ, প্রতারণা করা আমার স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কি করে বল দেখি আমি এখন ছদ্মবেশ ধারণ করে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দি ?

সূরজ। মহাশয়, আপনি তো অন্য উপায়ও দেখেছেন, তাতে কি কিছু করতে পারলেন ?

শুভ। তা সত্য—শীত নাই—গ্রীষ্ম নাই—দিন নাই—রাত্রি

নাই—আমি লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়েছি, আরংজীবের অত্যাচারের কথা অল্প ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা ক'রেছি; কিন্তু কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করতে পারলেম না, কিছুতেই তাদের পান্নাণ-হৃদয় বিগলিত হ'ল না, সেই সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতনা হ'ল না ।

স্বরজ । সেই জঘন্য তো আপনাকে বল্চি অশ্রু উপায় পরিত্যাগ ক'রে এখন এই উপায় অবলম্বন করুন । দেখবেন এতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন ।

শুভ । কিন্তু প্রতারণা কি ক'রে করব ?—আমি প্রতারণা করব ? চির জীবন যা আমি স্বর্ণা ক'রে এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না, সেই জঘন্য প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ করব—আমার চির জীবনের সঙ্গী করব ?—তা কি ক'রে হবে স্বরজ ?—আমি দেশের জন্ত—মাতৃভূমির জন্ত—ধর্মের জন্য—আর সকল ক্লেশ সকল অযথা—কেই আলিঙ্গন করি, কিন্তু—কিন্তু—দেবতার ভাণ ক'রে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ কি জঘন্য—কি জঘন্য—

স্বরজ । সে কথা সত্যি—প্রতারণাটা যে বড় ভাল কাজ তা আমি বল্চি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর কোন উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত কখন কখন হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়—তা না করলে চলে কৈ ?—তীর্থস্থানে

পৌছতে গেলে কখন কখন পঙ্কিল পথ দিয়েও চলতে হয়—তা বলে এখন কি করবেন—এ যদি না করতে পারেন তবে আর কেন—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করুন—যেমন অল্প দশ জনে জড়পিও পাষাণের স্তায় সকল অত্যাচারই সহ ক'রে আছে—তেমনি আসুন আমরাও সহ ক'রে থাকি। তাদেরই বা অপরাধ কি?—তারা দেশের চেয়ে প্রাণকে বেশি ভাল বাসে—তাই তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে পার্চেন না—আপনি অত্যাচারের চেয়ে প্রতারণাকে বেশি স্থগণ করেন—আপনিও দেশের জন্যে এই স্থগণকে অতিক্রম করতে পার্চেন না। শুধু তাদের দোষ কি?—সকলেই এই রকম ক'রে থাকে। যার ঘাতে বেশি কষ্ট—সে সে-কষ্ট দেশের জন্য স্বীকার করতে চায় না। আসল কথাই এই। না হ'লে, মুখে জারিজুরি করতে তো সকলেই পারে।

শুভ। (কিয়ৎকাল চিন্তার পর) —আচ্ছা হ্রজ, আমি দেশের স্ত্রী ত্যাগ করব।

হ্রজ। এখন তবে আমার মৎলবটা শুনুন—প্রথমত দেবতার ণ ক'রে কতকগুল লোককে হস্তগত করতে হবে, তার পর সেই ণাকদের নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজের কোষাগার লুণ্ঠ করতে হবে—সম্রাট ণরাজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে গেলে বিলম্ব অর্থের ণবশ্যক, এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হ'লে যুদ্ধের আয়োজন অনায়াসেই তে পারবে।

শুভ। বর্দ্ধমান রাজের কোষাগার লুণ্ঠ?—দস্যবৃত্তি? তার

চেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলি না কেন, তিনি একজন হিন্দুরাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্যে সাহায্য করবেন না ?—যদি না করেন তখন আমরা প্রকাশ্য-রূপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব ।

হরজ । মহাশয় বলেন কি—ও কথা মনেও আনবেন না । তা হ'লে সমস্ত কার্যই বিফল হয়ে যাবে । বর্দ্ধমান-রাজ যদি এর বিদ্রুপস্বর্গও জানতে পারেন তা হ'লে তিনি এখনি সম্রাটের প্রতি-নিধিকে সংবাদ দেবেন । বর্দ্ধমান-রাজ সম্রাটের অভ্যন্তরীণ বিনীত অল্পগত দাস তাকি আপনি জানেন না ?—এখন আমাদের সঙ্কল্পের কেবল মাত্র অঙ্গুর দেখা গিয়েছে, এখন একটু গোপন ভাবে কাজ না করলে সে অঙ্গুর কখনই কলে পরিণত হবে না ।

শুভ । হাঁ তা সত্য কিন্তু প্রতারণা ছদ্মবেশ—

হরজ । মহাশয় আবার সেই কথা ? আপনার দ্বারা এ কাজ তবে হ'বে না—এত অল্পতেই আপনার সঙ্কোচ—এত অল্পতেই আশ্ব-মানি—জীলোকের দ্বায় অমন কোমল-প্রকৃতির দ্বারা অমন কঠোর কাজ কখনই সাধন হ'তে পারে না । অল্প লোক থাকতে দেবতার ভেঁচে বেঁচে কেন যে আপনার উপরেই এই কঠিন কার্যের ভার দিচ্ছেন তা বুঝতে পারিনি । আজ জান্লেম দেবতাদেরও কখন কখন ভ্রম হয় । আপনার দ্বারা কোন কাজ হবে না—মার্ক থেকে আমরা হাস্যাস্পদ হব । হাঁ যদি কোন নীচ কাজের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্ত এসব করতে হত—হাঁ তা হ'লে সঙ্কোচ হতে

পার্ত—আত্মগ্নানি হতে পার্ত—কিন্তু এমন মহৎ কাজ—দেশের  
জন্ত—মাতৃভূমির জন্ত—ধর্মের জন্ত—এতেও আবার সঙ্কোচ?—  
এতেও আবার আত্মগ্নানি? না—আমি আর এতে নেই—আমি  
মশায় বিদায় হলেম। (গমনোদ্যত।)

শুভ। না না না হ্রজ যেও না, তাই হ'বে। এখন কি করতে  
হবে বলো।

হ্রজ। আর কিছই করতে হবে না—আপনাকে দেবতার মত  
সাজতে হবে—কপালে একটা কৃত্রিম চোক বসাতে হবে—সেটা  
খুব জলতে থাকবে—আমি ওলন্দাজদের কারখানায় কাজ করতুম—  
অনেক রকম দ্রব্যের গুণাগুণ জানি—সে সব আমি সাজিয়ে দেব,  
তার জন্ত কোন চিন্তা নাই—আর আমি আপনার ভক্ত সাজব।

শুভ। তার চেয়ে তুমি দেবতা সাজো না কেন—আমি তোমার  
ভক্ত সাজব।

হ্রজ। তা হ'লে মনে ক'চ্ছেন বুঝি প্রতারণার বোকা আপনার  
কাঁধ থেকে অনেকটা নেবে যাবে—কিন্তু তা নয় বরং উঠো।  
আপনি তো মৌন হয়ে বসে থাকবেন, লোক ভোলাবার জন্ত  
আমারি নানা কথা কইতে হবে। তা ছাড়া আপনার ছায় দিব্যশ্রী  
পুরুষেরই দেবতা সাজা প্রয়োজন। না হ'লে ভক্তির উদয় হবে কেন?

শুভ। আচ্ছা তবে তাই। তার পর কি করতে হবে বল।

হ্রজ। আমি কতকগুলি ভাল ভাল অশ্ব জানি—তাতে  
অনেক ছুরারোগ্য রোগ আরাম হয়—সেই সকল ঔষধে কারও কারও

রোগ আরাম হ'লেই আপনার নাম খুব রাষ্ট্র হবে—দেশ বিদেশ থেকে লোক এসে আপনার পূজা করবে, আপনার আজ্ঞাবহ সেবক হবে, তখন তাদের যা বলবেন তারা তাই করবে। সেই সব লোকজন নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজার কোষাগার লুণ্ঠ করতে হবে।—কোষাগার লুণ্ঠ করে ধর্ম সঞ্চয় হ'লে তার পর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন। আপাততঃ বর্দ্ধমান রাজার কোষাগার লুণ্ঠ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ। বুঝ্লেম। কিন্তু রাজকোষ লুণ্ঠ করা তো সহজ নয়; রাজবাটীর ধনরত্ন খুব প্রচ্ছন্ন স্থানে প্রোথিত থাকে, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেই তো তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

স্বরাজ। সে কথা সত্যি—বিশেষতঃ বর্দ্ধমানের রাজার ধনরত্ন যেখানে থাকে শুনেছি সে অতি গুপ্ত স্থান—একটা স্তূপ পথে পাতালপুরীর ভায় এক স্থানে যেতে হয়—তার পথ গোলোকধাঁধার মত অতি জটিল—শুনেছি সে পথ আর কেউ জানে না, কেবল বর্দ্ধমান-রাজার দূহিতা সেই পথের সন্ধান জানে। তাকে হস্তগত করা দরকার।

শুভ। বর্দ্ধমানের রাজকুমারীকে হস্তগত করতে হবে! তাও কি কখন সম্ভব?—এ তোমার অত্যন্ত অসম্ভব করণা।

স্বরাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তার উপায় ক্রমে হবে। রহিম খাঁ নামে একজন আফগান সর্দারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, সে বর্দ্ধমান-রাজকুমার জগৎরায়ের মোদাছেব—তার কাছ

থেকে রাজবাটীর অনেক সংবাদ আমি পাই—শুনেছি রাজকুমারী  
বাতিকগ্রস্তা—রাজবাটী থেকে বেরিয়ে পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে  
যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায়—তাকে হস্তগত করা তাই মনে  
হ'চ্ছে নিতান্ত অসম্ভব নয়। রহিম খাঁ আমাদের দলভুক্ত হতে  
• চায়—সে আমাদের সহায় থাকলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হ'তে  
পারে।

শুভ। রহিম খাঁ ?—একজন মুসলমান ?—সে আমাদের দলভুক্ত  
হবে ?—তুমি বল কি সুরজ ?

সুরজ। সে বিষয়ে কোন ভয় নেই। মুসলমান বটে—কিন্তু তার  
স্বার্থ আছে—তার স্বার্থ হ'চ্ছে মোগল রাজত্ব ধ্বংস ক'রে তার  
স্থানে পার্শ্ব সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে—আর সে অবশেষে সমস্ত  
ভারতবর্ষের সম্রাট হয়।

শুভ। তুমি কি বলতে চাও তার দ্বারা কাজ সিদ্ধ ক'রে নিয়ে  
তার পর তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে—কাজের সময় তাকে বন্ধু বলে  
স্বীকার ক'রে তার পর কাজ সমাধা করে তাকে বিদায় করে  
দেওয়া ?

সুরজ। আবার আপনার সেই সব সন্দেহ ? এই মাত্র আপনি  
বলেন এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করবার জন্য সদস্য কোন উপায় অব-  
লম্বন কর্তে আপনি সন্তুষ্টি হবেন না—আবার সেই কথা ?—  
রহিমের কাছ থেকে আর কোন প্রত্যাশা নেই, তার কাছ থেকে  
রাজবাটীর অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে।



শুভ । আচ্ছা—আচ্ছা । তবে তাই ।

সুরজ । এই সময় রহিম খাঁর আসবার কথা ছিল, এখনও যে আসচে না ?—

শুভ । রহিম খাঁ ?—

সুরজ । হাঁ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলেছিল ।—এই যে সে আসচে ।

(রহিম খাঁর প্রবেশ ।)

সুরজ । বন্ধেগি খাঁ সাহেব ।

রহিম । বন্ধেগি, বন্ধেগি । মেজাজ সরিফ ?—

সুরজ । আপনার আশীর্বাদে একরকম ভাল আছি । (শুভ সিংহের প্রতি) ইনি আমাদের খাঁ সাহেব, বড় ভাল লোক, উনি পরচর্চায় থাকেন না—কারও নিন্দাবাদ করেন না—কেবল আপনার ধর্ম নিয়েই আছেন—

রহিম । আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না বটে কিন্তু আপনার আমি সমস্তই জানি । আপনার প্রপিতামহ রঘুনাথ সিং প্রথমে বাঙ্গালা দেশে এসে বাস স্থাপন করেন, তার পর তাঁর পুত্র আপনার পিতামহ কানাই সিং চিতোরার তালুক ক্রয় করেন—তাঁর দেয়ায় চিতোরা তালুক বিক্রি হয়ে যায়—বর্দার ফতে সিং ক্রয় করে—তার পর সে ম'রে গেলে তার ছেলে বীর সিংহের কাছ থেকে আপনার পিতা দুর্লভ সিং আবার ঐ মহল ক্রয় ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন ।

স্বর। আঃ ! এ যে চোদ্দ পুরুষের শ্রদ্ধ করিতে বসল !

শুভ। মহাশয়, আমার পিতার নাম তো তুল্লভ সিং নয়, তাঁর নাম দুর্জয় সিং ।

রহিম। আপনি তবে জানেন না, তাঁর আসল নাম দুর্জয় সিং ছিল বটে কিন্তু লোকে তাঁকে তুল্লভ সিং বলে ডাকত ।

শুভ। তা হবে ।

স্বর। আপনার দেখছি কিছুই অজ্ঞাত নেই—এত খবর আপনি কোথা থেকে পান আমি ভেবে পাচ্চিনে, একি সাধারণ ক্ষমতার কৰ্ম ?

রহিম। (সম্ভট হইয়া ঈশ্বৰ হাস্য সহকারে) এমন কি জানি, তবে কি না বেঁচে থাকলেই কিছু কিছু জানতে পারা যায় ।

স্বর। রাজবাটীর সংবাদ কি মশায় ?

রহিম। রাজবাটী ?—কোন্ রাজবাটী ?—ওঃ ! আমাদের বর্দ্ধমানের জমিদারের বাড়ি ? আপনারা বুঝি রাজবাটী বলেন ?—ও ! আঃ সে কথা বোলো না—জমিদার কৃষ্ণরাম আমাকে অনেক ক'রে বোলে পাঠায় যে জগতের কিছু সহবৎ শিক্ষা হচ্ছে না—সে যদি তোমার সঙ্গে কিছু কাল থাকে তো সে আদব কায়দা অনেক শিখতে পারে—তা ভদ্রলোকের ছেলে বোয়ে যায়—মনে করলুম যদি কিছু কাল তার সঙ্গে থাকি তো তার অনেক উপকার হয় । পরোপকারের চেয়ে কি আর ধর্ম আছে ?—পরের উপকার করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত । না হ'লে, আমার পাঠান রাজবংশে জন্ম, জমিদারের সঙ্গে কি আমি একত্র বসতে পারি ?

স্বর। (শুভসিংহের প্রতি) আমি তো আপনাকে বলেছিলুম উনি কেবল পরোপকার নিয়েই আছেন। এমন সৎ লোক মশায় আর দেখা যায় না।

রহিম। আপনি জমিদারের বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন?—জগৎ কিছু লোক মন্দ নয়—তবে কি না একেবারে বোয়ে যাচ্ছিল ভাগ্যিন্ আমি ছিলাম তাই চরিত্রটা শুধরে এসেছে—জমিদার কৃষ্ণরামের কথা আর বোলো না—সেটা নিতান্ত নিকরোধ, পাগল বল্লেও হয়—আর তার একটা মেয়ে আছে—সেটা পাগ্লির মত কোণায় যে বেড়িয়ে বেড়ায় তার ঠিক নেই—লোকে বলে পাগ্লি—কিন্তু আমি জানি সে কি উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—

স্বর। তার চরিত্র সম্বন্ধে কি কিছু গোল আছে না কি?

রহিম। সে কথায় কাজ কি?—আমি পরচর্চা করতে ভাল বাসিনে। তবে তোমরা নিতান্তই খবর শুন্তে চাইলে তাই হুই একটা কথা বল্লুম।—বর্দ্ধমান জমিদারের আরম্ভ কোথা থেকে হ'ল জান?—

স্বর। না খাঁ সাহেব। (স্বগত) এইবার বুঝি আবার কুলটি আওড়ায়।

রহিম। আবু রায় জ্ঞাতিতে কর্পূর ক্ত্রিয়, বর্দ্ধমান জমিদার বংশের আদি। পঞ্জাব থেকে বাঙ্গালা দেশে এসে বর্দ্ধমানে সে বসবাস করে—১০৬৮ আমাদের মুসলমান অব্দে, চাকলা-বর্দ্ধমানের ফৌজ দারের অধীনে বর্দ্ধমান সহরের অন্তর্ভুক্ত পেকাবি বাগানের চৌধুরী

ও কোতোয়াল পদে সে নিযুক্ত হয়—তার ছেলে বাবু রায়; সে বর্দ্ধমান পরগণা ও আর তিনটে পরগণার মালিক—তার ছেলে ঘনে-  
শ্যাম রায়, তার ছেলে কৃষ্ণরাম রায় ।

হুর । ( স্বগত ) আর তো পারা যায় না—আসল কাথায় আসা  
শ্যাক—( প্রকাশ্যে ) আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তা তো ঠিক  
আছে ?—

রহিম । তোমাকে যখন একবার কথা দিয়েছি তখন কি আর  
নড়চড় হ'তে পারে ?—“মরদ্ কি বাৎ হাঁতিকা দাঁত”—আমার ওতে  
কিছুই স্বার্থ নেই—তবে আওরংজীব হিন্দুদের উপর যে রকম অত্যা-  
চার ক'চ্ছে তা দেখে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হয়েছে—তোমাদের  
উপকারের জন্তই আমি এই কার্যে ত্রুতী হ'য়েছি ।

হুর । বাস্তবিক খাঁ সাহেবের মত এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী  
লোক আমি কোথাও দেখি নি । বাঃ বাঃ ! খাঁ সাহেব—আপনার  
তলোয়ারটি তো অতি চমৎকার দেখছি—অনেক অনেক তলোয়ার  
দেখিছি বটে কিন্তু এমন তলোয়ার আমি কখনও দেখি নি ! বাঃ  
চমৎকার !—

রহিম । ( একটু মুচ্চকি হাসিয়া ) কত মূল্য আন্দাজ কর্ দিকি ।

হুর । আমার তো বোধ হয় দশ হাজার টাকার কম নয় ।

রহিম । ( হাস্য করিয়া ) দশ টাকায় আমি কিনিচি ।

হুর । বল কি খাঁ সাহেব—এত স্বস্তা ?—এষে মাটির দর !

রহিম । আমার বাড়িতে যে তলোয়ার আছে তার দাম দশ

হাজার কি—ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়।—তবে এটা খুব সম্ভাব্য  
পেলুম বলে কিনলুম।—এই তলোয়ারে আমি ৫০০, লোক এক রোথে  
কেটেছি!

স্বর। সেও বোধ হয় পরোপকারের জন্ত ?

রহিম। পরোপকারের জন্ত বৈ কি—একজন লোকের বাড়িতে—  
৫০০, ডাকাৎ পড়েছিল—আমি একলা ৫০০, লোককে টুকরো টুকরো  
করে কেটে সেই ভদ্রলোকের উপকার করি। \*

স্বর। ( স্বগত ) যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও  
যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়। ( প্রকাশ্যে ) ওঃ! ঈশ সাহেবের  
কি সাহস!

রহিম। আমাদের তোমাদের সেনাপতি কর না—দেখবে আওরং-  
জেবকে সপ্তাহের মধ্যে সিংহাসন-চ্যুত করব। “কেয়া বাড়ি বাৎ  
হায়” ( গুপ্ত মোচড়ায়ন )

স্বর। আগে ঈশ সাহেব এই লুঠের কাজটা তো উদ্ধার হোক  
তার পর—

রহিম। আচ্ছা আর একদিন এসে তবে তা স্থির করব। আজ  
চল্লেম, বন্ধেগি!

শুভ। }  
স্বর। } বন্ধেগি।

সুরজ। রাম বাঁচলেন!

রহিম। বেশ এদের বুঝিয়ে দিয়েছি—হিন্দুদের বোঝাতে

কতক ক্ষণ ?—এই বিদ্রোহে যদি মোগল রাজস্ব যায়, তখন এই  
ভৃগভোজী হিন্দুদের জয় করতে কতক ক্ষণ ?

( রহিম খাঁর প্রস্থান । )

শুভ । সুরজ—আমি তবে সমস্ত উদ্যোগ করি গে ।

সুর । হাঁ আপনি অগ্রসর হোন । ( স্বগত ) রহিম খাঁ মনে করচে  
সে বড় খেলা খেল্চে—জানেনা তার চেয়েও একজন বড় খেলো-  
য়াড় আছে !

( সুরজের প্রস্থান । )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

—

রাজসভা ।

রাজা কৃষ্ণরাম, আনন্দরাম ও

কতিপয় পণ্ডিত ।

রাজা । নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

“সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাস্থ্যারামস্য যৎ সুখং

কুতন্তং কামলোভেন ধাবতোহর্থেষ্ময়া দিশঃ”

যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, চেষ্টাহীন, এবং আশ্বানন্দ সন্তোগে রত তাঁহার  
যে সুখ, যাহারা অভীষ্ট লোভে ধনোপার্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে  
ধাবিত হয় তাদের সে সুখ কোথায় ?

আনন্দ । মহারাজ শুধু অর্থের উপার্জনে কেন, রক্ষণেও ক্লেশ ।  
পঞ্চদশীকর্তা লিখেছেন—

“অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে—

নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং বিগর্হান্ ক্লেশকারিণঃ”—

বল্চেনঃ—অর্থের অর্জনে ক্লেশ, পরিরক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ,  
ব্যয়ে দুঃখ—এমন যে ক্লেশকারী অর্থ তাকে বিক্

একজন পণ্ডিত । তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—ওর মধ্যে একটা কথা আছে—অর্থের ব্যয় মাত্রেই যে দুঃখ শাস্ত্রের একরূপ অভিপ্রায় নহে—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সংপাত্রে দান করলে স্তুতিও আছে—দানাত্ম পরতরং নহি—

• আনন্দ । সে কথা সত্য । তবে কি না, বশিষ্ঠ দেব বলেছেন—

“নচ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যাম্ কোষাদ্ভ্রুথারিণঃ

ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্নহস্তোপবৃংহিতং”

মহা চিন্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না ।

একজন পণ্ডিত । তবে কি আপনি বলেন—মহারাজ এই সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বাসনা পরিত্যাগ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন । গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্য্য পরিত্যাগ কখন সম্ভবপর নয় । নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোন্নপি

তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা

আশ্রমাপসদাহেতে খলুশ্রমবিড়ম্বকাঃ ।

গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতপরিত্যাগ তপস্বীর গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা ।



আনন্দ । তর্কালঙ্কার খুড়ো থামো, সে সব জানা আছে। ভগবান শিব বলেছেন—

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা

গৃহস্থোনিয়তং কুর্য্যাম্মৈব তিষ্ঠেন্নিকাদ্যমঃ ।

কোন শাস্ত্র আমার জানা নেই যে তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো। তুমি তো হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের সন্তান—তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আমি কি না জানি।

তর্ক । তত্ত্ববাগীশ মহাশয় রাগবেন না—শাস্ত্র বিষয়ে বাক্যা-  
লাপ হচ্ছে, এতে ক্রোধের কোন কারণ নেই !

আনন্দ । ক্রোধের কোন কারণ নেই ? আমার কথাটা শেষ না করতে করতেই তুমি কি না আর একটা কথা নিয়ে এলে !  
ক্রোধের কোন কারণ নেই ?

রাজা । তোমরা থাম, মিথ্যা কলহে কোন ফল নেই—আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি । ঋষিবর অগস্ত্য বলেছেন—

সকল পণ্ডিত । থামুন থামুন, মহারাজ বলছেন—আহা মহা-  
রাজের কথা অমৃত-সমান—আহা অমন পণ্ডিত কি আর ভূভারতে  
আছে—শাস্ত্র-জ্ঞানে স্বয়ং রাজর্ষি জনক ।

রাজা । উভাত্যামেব পক্ষাত্যাং যথা ধে পক্ষিণাং গতিঃ ।

তথৈব জ্ঞান কর্ম্মাত্যাং জায়তে পরমং পদং ॥

কেবলাৎ কৰ্ম্মণো জ্ঞানায়হি মোক্ষোহভিজায়তে

কিন্তু তাভ্যাং ভবেমোক্ষঃ সাধনশ্রুতয়ং বিদুঃ ।

হে স্মৃতীক্ষ! যে রূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশ-পথে বিচরণ করে সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এই উভয়কে অবলম্বন করে ক্রমে ভগবানের পরম পদ লাভ করতে সমর্থ হয়, অতএব—

• মন্ত্রীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! সমূহ বিপদ উপস্থিত !

রাজা । স—মু—হ—বিপদ—আচ্ছা বেশ—কি কথা বলছিলেন?  
হ্যাঁ—অতএব—অতএব কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা—

মন্ত্রী । মহারাজ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত ।

রাজা । আঃ থামনা মন্ত্রী, বিদ্রোহ পরে হ'বে—কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা কৰ্ম্ম সাধন—

মন্ত্রী । মহারাজ বিদ্রোহ হ'বে কি—হয়েছে—

রাজা । কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা কৰ্ম্ম সাধন দ্বারা বিদ্রোহ, ওঁ বিষ্ণু—মুক্তি—হয় না—জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়ই মুক্তির সাধন—কিন্তু ঘাই হোক গোড়ায় যে কথা উপস্থাপিত হয়েছিল তার এতে মীমাংসা হ'ল না—সেটা হচ্ছে এই—( চিন্তা )—

মন্ত্রী । এই পণ্ডিতগণ মিলে মহারাজের বিষয়-বুদ্ধি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে—রাতদিনই শাস্ত্রালোচনা—এদিকে যে রাজ্য

ছারখার হ'য়ে যায় সে দিকে দৃষ্টি নাই—যে রকম অত্মমনস্ক—এখন রাজকার্য্যে মনোযোগ করান তো আমার কৰ্ম্ম নয়—যাই রাজকুমার জগৎরায়কে ডেকে দি ।

( মন্ত্রীর প্রশ্নান । )

রাজা । কথা হচ্ছিল—ধন ঐশ্বর্য্যে মনুষ্য স্থখী না তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মনুষ্য স্থখী হয়—পঞ্চদশীকর্তা শ্রীমন্ডারতী তীর্থ মুনি পরিভৃষ্ট ভূপতির স্থখের সহিত আশ্রিত ব্যক্তির স্থখের তুলনা করে এইরূপ বলেছেন,

যুবা রূপী চ বিদ্যাবাসীরোগো দৃঢ়চিত্তবান ।

সৈন্যোপেতঃ সৰ্ব্বপৃথীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥

সৰ্বৈৰ্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্ন স্তৃপ্ত ভূমিপঃ

যমানন্দমবাপ্নোতি ত্রাণবিচ্ছ তমশ্নুতে ।

ভূপতি যুবা রূপবান, বিদ্বান, নীরোগ, বুদ্ধিমান ও বহু সৈন্য বিশিষ্ট হয়ে, বিত্তপূর্ণ সমাগরা পৃথিবী শাসন পূৰ্ব্বক যে আনন্দ উপভোগ করে তত্ত্বজ্ঞানী সতত—

জগতরায়ের প্রবেশ ।

জগৎ । মহারাজ সৰ্ব্বনাশ হয়েছে ।

মহারাজ । তত্ত্বজ্ঞানী সতত তা উপভোগ করেন ।

জগৎ । তত্ত্ববাগীশ মহাশয় আপনার দলবল নিয়ে এখনি প্রস্থান করুন—নচেৎ ( তত্ত্ববারিতে হস্ত প্রদান ) এখন শাস্ত্রালোচনার সময় নয়, এখন কার্যের সময় উপস্থিত—

( পণ্ডিতগণের দ্রুত প্রস্থান । )

মহারাজ । কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? ব্যাপারটা কি ?—  
তত্ত্ববাগীশ তুমি যাও কোথায় ?—আরে তর্কালঙ্কার তুমি কোথায়—  
দবাই গেলে ?—একটু শাস্ত্রালোচনা করা যাচ্ছিল—

জগৎ । মহাবাজ বেয়াদবি মাপ করবেন এই কি শাস্ত্রালোচনার সময় ? এমন বিপদ উপস্থিত—

রাজা । ( চমকিত হইয়া )—কি বললে ? বিপদ উপস্থিত ? কি বিপদ ?

জগৎ । আজ্ঞা বিদ্রোহ ।

রাজা । বিদ্রোহ ! ( উঠিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে ) কি সর্বনাশ !  
বিদ্রোহ ! আগে আমাকে কেউ বলেনি কেন ?—কেন বলে নি ?  
( উচ্চৈঃস্বরে ) মন্ত্রী !—মন্ত্রী !—রক্ষকগণ ! কে আচিস্ ওখানে—কি  
শাস্ত্রাচার্য—মন্ত্রী সময়ে আমাকে কোন কথা বলে না—আমি কি  
জ্যেষ্ঠের কেউ নই ?—মন্ত্রী ! রক্ষকগণ !

রক্ষক । আজ্ঞা মহারাজ ।

জগৎ । মহারাজ আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনিচি—

( জগতের প্রস্থান । )

মন্ত্রীর প্রবেশ ।

রাজা । মন্ত্রী ।

মন্ত্রী । মহারাজ ।

রাজা । রাজ্যে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত—আমি কোন সংবাদ পেলুম না ? এ কি রকম তোমার কার্যের রীতি ?

মন্ত্রী । মহারাজ ! সে কি কথা ? এই কিছু ক্ষণ পূর্বে আমি মহারাজকে এসে সংবাদ দিলেম—মহারাজ শাস্ত্রে এত দূর মগ্ন ছিলেন যে আমার কথা বোধ হয় একেবারেই অবধান হয় নি—তখন জ্ঞান ও কৰ্ম নিয়ে কি আলোচনা হচ্ছিল—

রাজা । হাঁ বটে বটে, তুমি এসেছিলে বটে, কিন্তু বিদ্রোহের কথা কি কিছু হয়েছিল ? আচ্ছা আচ্ছা তোমার কোন দোষ নেই—আচ্ছা বেশ বেশ—ভাল, কি হয়েছে বল দেখি ?—কি সর্বনাশ ! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া) দেখ মন্ত্রী যদি কখন তোমাদের উপর কঠোর হই, তো কিছু মনে করো না । আমার মতির স্থির নাই । মহিষীর পরলোক প্রাপ্তির পর সংসারে আর আমার আস্থা নেই—এখন শাস্ত্রালোচনা করেই আমি বেঁচে আছি । আমার তো এই দশা, আমি মনে করেছিলুম জগৎ আমার মুখ উজ্জল করবে, আমার বংশের নাম রাখবে—কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হয়েছি—তত্ত্ববাগীশের কাছে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবার জন্ত এত করে তাকে বল্লুম—কিন্তু সে তাতে কিছুমাত্র মনোযোগী হয় না—কেবল শীকার—কেবল কুস্তি—কেমন একরকম

গোঁয়ার হ'য়ে পড়েছে—তারপর আমার মেয়েটি—তাকে যে আমি কি ভাল বাসি তা তুমি জান না—সংসারে যদি কিছু আমার মমতা থাকে তো সে স্বপ্নময়ীর উপর—ইচ্ছে করে তাকে আমি অষ্টপ্রহর বৃকে ক'রে রেখে দি—তাকে দেখতে পেলে আমার শাস্ত্র পর্যন্ত ভুলে যাই—কিন্তু তাকে আমি প্রায় দেখতে পাই নে—যদি বা দেখা হয়—দশবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তার একটা উত্তর দেয়—রাত দিন অন্ত-মনস্ক হ'য়ে থাকে, আপনি আপনি কি হাত নাড়ে—শূন্যের সঙ্গে কি কথা কয়—কি ভাবে—কি দেখে কিছুই বুঝতে পারি নে—আবার এক এক সময়ে দেলকোষা বনে একলা চলে যায়—প্রায়ই সেই খানে থাকে—কি করে বলতে পারি নে—কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না—কেমন এক রকম বুনো হয়ে গেছে। বিবাহের বয়স হ'য়েছে—কতবার বিবাহের দিন স্থির হ'য়েছে—সমস্ত উদ্যোগ হ'য়েছে—বিবাহের দিন সে যে কোথায় পালায় কেউ তার সন্ধান পায় না—তুমি তো সব জান মজি—এই সব নানা কারণে সংসারের উপর আমার অত্যন্ত ধিক্কার হ'য়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ আমি সব জানি—আপনি আমার প্রতি যতই কঠোর হোন না কেন আমি তাতে কিছুই মনে করি নে—মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা। যুবরাজের সখ্যে আপনি নিরাশ হবেন না। তাঁর যুবা বয়স—এই সময়—শারীরিক ক্ষুর্তি ও উদ্যমের সময়—শীকার ও ব্যায়াম চর্চায় উপকার বই অপকার নাই—রাজ্যের ভার দ্বন্ধে পড়লেই আপনি হতেই ক্রমে

21.639

THE JAMAL P. SENI FOUNDATION  
INSTITUTE OF CULTURE  
LIBRARY

ক্রমে নীতিজ্ঞান জন্মাবে, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও বিশেষ ক্ষতি—

রাজা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও ক্ষতি নাই—তুমি বল্চ মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। না মহারাজ তা নয়—আপাতত ক্ষতি হ'লেও ক্রমে তা সংশোধন হ'তে পারে—ক্রমে শাস্ত্রে মতি হ'তে পারে—এখনও তেঁা বেশি বয়স হয় নাই। কিন্তু মহারাজ রাজকুমারী স্বপ্নময়ীকে একটু শাসন করা চাই—এত বড় মেয়ে হ'ল, কোন আঁত্র নেই—অন্তঃপুৰ হ'তে স্বচ্ছন্দে কোথায় চলে যায়—রাজবংশে এরূপ ঘটনা তো কখন শুনিনি।

রাজা। থাক্ থাক্ মন্ত্রী ও সব কথা থাক্—ও সব কথা থাক্—বিদ্রোহের ব্যাপারটা কি বল দিকি ?—তুমি যখন রয়েছ তখন আমার আর কিছুই ভয় নেই, ও রকম কত বিদ্রোহ হ'য়ে গেছে, আবার তোমার কৌশলে সমস্ত নিবৃত্তি হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ক্ষুদ্র প্রজা-বিদ্রোহ নহে।—চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহ সম্রাট আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

মহা। সম্রাটের বিরুদ্ধে ? ক্ষুদ্র একজন তালুকদার দুর্দান্ত-প্রতাপ সম্রাট আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে ?—কি হাস্যকর ব্যাপার ! তা হ'লে নিশ্চিত হ'য়ে এখন আমি শাস্ত্রালোচনা করতে পারি।

মন্ত্রী। না মহারাজ বড় লিচ্ছিত্ত হবার বিষয় নয়। শুভসিংহ শুন্চি সমস্ত প্রজাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে দিচ্ছে—কিন্তু সে যে কোথায় আছে তার কোন সন্ধান পাচ্চিনে—সম্রাটের

বিক্রমে যুদ্ধ করতে হ'লে অনেক অর্থের আবশ্যক, সেই জন্য মহারাজের কোষাগার লুণ্ঠ ক'রে সেই অর্থে সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন তারা করবে এইরূপ জনরব ।

মন্ত্রী । কি মন্ত্রী ! আমার কোষাগার লুণ্ঠ হবে ? সहर কোতোয়ালকে এখনি ডাক—আমার সেনাপতিকে ডাক—সবাইকে সতর্ক ক'রে দাও—সৈন্য সামন্ত সজ্জিত রাখো । দেখ যেন আয়োজনের কোন ত্রুটি না হয় । .

মন্ত্রী । মহারাজ এ সব আয়োজনে অনেক অর্থের আবশ্যক—কোষাগার প্রায় শূন্য—মহারাজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যেরূপ অকাতরে মুক্ত হস্তে দান করেন তাতে——

রাজা । মন্ত্রী, তুমি যে অবধি কোষাগারের অপ্রতুলতা জানিয়েছ সেই অবধি তো আমি আর কাউকে দান করি নি ।

মন্ত্রী । মহারাজ বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন, তার পরেও মহেশ তর্কালঙ্কারকে দান করেছেন ।

রাজা । আঃ সে দশহাজার টাকা বৈতো নয় । আর তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে । পিতার শ্রাদ্ধ, বল কি !—না দিলে ব্রাহ্মণের যে মান রক্ষা হয় না ।

মন্ত্রী । তার পর মহারাজ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে—

রাজা । আঃ সে কিছুই না—সে তো পাঁচ হাজার টাকা, আর তার যে রকম দায় উপস্থিত হয়েছিল, তুমি শুনলে তুমিও কখন না দিয়ে থাকতে পারতেন না ।



মন্ত্রী। আর হরিনাথ ন্যায়রত্নকে—

রাজা। থাক্ থাক্ সে সব কথার আর কাজ নেই—আচ্ছা মজি এতো তোমারই দোষ, তোমাকে বারবার আমি বলিছি যে হাজার আমি হুকুম দি, আমার হুকুম তামিল করবে না—কোষাগারের অবস্থা বুকে তোমরা টাকা দেবে। তা তোমরা তো কিছুতেই করবে না। এখন কি ক’রে এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয় বল দেখি ?

মন্ত্রী। মহারাজ আর কি বল্বে সে আমারই দোষ বটে। মহারাজ সে সময় যে রকম তস্থি করেন তাতে ক্ষুদ্র দাসেরা কি না দিয়ে বাঁচতে পারে ?

রাজা। যাক্ যাক্ সে কথা যাক্, এখন সমস্ত আয়োজন কর গে যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

( মন্ত্রীর প্রস্থান। )

রাজা। আঃ সংসারের কি অত্যাচার ! একটু কাকে কি দান করেছে তা নিয়েও এত কথা। আর পারা যায় না। যাই একটু শাস্ত্রালোচনা করি গে।

( রাজার প্রস্থান। )



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।



গ্রাম্যপথ ।

কতকগুলি ইতর লোক ।

১। তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই ?

২। ঠাকুরের কাছে ।

১। আমিও ভাই সেই খানে যাচ্ছি ।

৩। আমরাও সেই খানে যাচ্ছি ।

১। আহা ভাই সাক্ষাৎ ভগবান্ । কি চেহারা, দেখলে মোহিত হয়ে যেতে হয় ।

২। আর দেখেচ ভাই, ছুটো চোখ যেন আগুনের মত অলে ।  
আর কপালের একটা চোখ থেকে যেন আগুনের শিখ বেরোয় । এ নিশ্চয় কঙ্কী অবতার ।

অন্ত । সত্যি না কি ?—সত্যি না কি ?

২। সত্যি না তো কি ! সে দিনকার একটা তামাসা তবে বলি শোনো ।

সকলে । ( আগ্রহ সহকারে তাকে ঘিরিয়া ) কি ভাই হয়েছিল ?  
কি ভাই হয়েছিল ?

একজন। অত ভীড় কচ্চ কেন? কথাটাই শুনে দেও  
না হে—

আর একজন। তুমি একটু সর না।

আর একজন। তোমার কি কেনা জায়গা না কি?—আমি সর্ব  
কেন? বল না দাদা কি তামাসাটা হয়েছিল।

২। একটা ভাই ফিরিঙ্গি এসে ঠাকুরকে কি একটা ঠাটা করলে,  
ওরা তো ভাই ঠাকুর দেবতা মানে না, মনে করেছে বুঝি ও  
যে-সে ঠাকুর কিন্তু ঠাকুর না রাম না গঙ্গা কিছু না বোলে কেবল  
একবার তার মুখের পানে কট্ কট্ করে তাকালে, তা তোমায় বলব  
কি ভাই, অমনি তার মুখটা দাও দাও করে জ্বলে উঠল—ফিরিঙ্গিটা  
বাপ বাপ করে দে ছুট্—(সকলের হাস্য)—

১। ব্যাটা তো বড় জঙ্গ হয়েছে।

২। বড় চালাকি করতে এসেছিলেন।

১। তোমরা যে-কজন ছিলে, ধরে খুব ঠুকে দিলে না কেন?

২। ঠাকুরই যখন তাকে মারলেন তখন আর আমরা মেরে কি  
করব।

১। তা বটেই তো। কথায় বলে “মুখে আগুন,” যখন মুখই পুড়ে  
গেল তখন আর বাকি রইল কি? মুখে আগুন। (সকলের হাস্য)

৩। তুমি ভাই দেখলে, দপ্ দপ্ করে মুখটা জ্বলে গেল?

২। দপ্ দপ্ করে বৈ কি—আমার পিসি সেখানে ছিল, একটু  
পরেই আমাকে বলল।

আর একজন। তা ওর পিসি কি আর মিথ্যা কথা কইবে ?  
তার দরকার কি ?

২। না ভাই আমি বড় কারও কথায় বিশ্বাস করি নে—পিসি  
কি, আমার বাপের কথাতেও বিশ্বাস হয় না—তবে ভাই মিথ্যা  
কথা বলতে নেই, আমার পিসি আমাকে দূর থেকে দেখালে,  
দেখলুম বটে মুখের চার দিক্ থেকে ধোঁ বেরোচ্ছে—আর এক-এক  
বার আঙুন দপ্ দপ্ করে জলে উঠছে।

১। তা তো হবেই, পিসি কি আর মিথ্যা কথা কবার লোক,  
কথায় বলে “বাপের বোন্ পিসি, ভাত কাপড় দে পুঁষি”।

৩। হ্যারে, রেধো কেমন আছে ?

৪। রেধোর গোদ ভাল হয়ে গেছে, দিব্যি ভাল হয়ে  
গেছে, যে দিন ভাল হ'ল, তার মা তাকে কোলে করে ধেই  
ধেই ক'রে নেত্তো, আঃ সে দেখেকে, মাগির যে আনন্দ—  
বুঝলে ?

৫। তা কেন রাখালের মার চোখে ছানি পড়ে ছিল, কিছু  
দেখতে পেতো না—এখন বেশ দেখতে পায়—

১। আহা ! ঠাকুরের কি মাহাতি !

২। আমি দেখেই চিনেছিলেম, লোকে বলে মোহন্ত মোহন্ত,  
আমি বল্লুম—মোহন্তের বাবাও এ-সকল কাজ করতে পারে না—  
এ স্বয়ং ভগবান।

১। আমিও ভাই চিনিছিলুম—

২। হাঁ এখন তো সবাই চিনেছে—গোড়ার চিনেছিল কে ?  
তোমা তো সবাই বলিছিলি মোহন্ত ।

২। এসো ডাই আর, দেরি না—একটু পাঁ চালিয়ে নেওয়া  
যাক্—ঠাকুরের ভোপের সময় হ'য়ে এল ।

২। হ্যাঁ ভাই চল—কিন্তু ঠাকুরকে একজায়গা তো পাওয়া যায়  
না—আজ এখানে—কাল ওখানে—আবার খুঁজে নিতে হবে ।

( সকলের প্রস্থান । )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

প্রান্তরবর্তী বৃক্ষাচ্ছাদিত দীর্ঘিকার ঘাট—

ঘাটের চাতালে ব্যাঘ্র-চর্ম—সম্মুখে

ধূপ ধূনা, পুরোহিত বেশে

সূরজ মল ।

একজন ইতর লোকের প্রবেশ ।

১ জন । আর ইদিকে আর—ইদিকে আর—এই খানে ঠাকুরের  
আজ আসন পড়েছে রে—কপ্ ক'রে আর—কপ্ ক'রে আর ।

অন্য ৫। ৭ জন ইতর লোকের প্রবেশ ।

একজন স্ত্রী । ( হ্রস্বকে দেখিয়া )—আহা বাবার কি রূপ—  
আর একজন । আরে মর মাগি—উনি তো পুরুত ঠাকুর—বাবা  
এখনও আসেন নি ।

• স্ত্রী । পুরুত ঠাকুর—আঃ তা বেশ, পুরুত ঠাকুরটিও দিকিয়া—  
একজন । উনি কি কম লোক—উনি একজন সিদ্ধ পুরুষ—  
আর একজন । উনি দয়ার সাগর ।  
আর একজন । উনি আমাদের হ'য়ে বাবার কাছে কত বলেন ।  
একজন । বাবা কখন আসবেন ঠাকুর ?  
হ্রস্ব । কখন আসবেন আমি কি ক'রে বলব—সকলই প্রভুর  
ইচ্ছা—আজ নাও আসতে পারেন ।

সকলে । আজ আসবেন না ?—আজ আসবেন না ?—আমরা  
যে ঠাকুর অনেক দূর থেকে এসেছি—

হ্রস্ব । তোমাদের যদি ভক্তি অটল থাকে, তা হ'লে দেখা দিতেও  
পারেন ।

সকলে । আমাদের ভক্তি নেই ? আমরা দিব্যোত্তির তাঁকে  
ডাক্চি ( উচ্চৈঃস্বরে ) প্রভুগো আমাদের একবার দেখা দাও বাবা—  
একজন । অনেক কষ্ট ক'রে আমরা এসেছি বাবা ।

আর একজন । আমরা বড় কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের উদ্ধার  
কর বাবা ।

একজন । মহাপ্রভুর জয়—বল্ বাবার জয়—

সকলে মিলিয়া । ( অঙ্গুলি বুঁরাইয়া ) মহাপ্রভুর জয় !—বাবার জয় ।— ২১৬৩৭

একজন । ঠাকুর তুমি না বোলে হবে না—তুমি একবার বাবাকে ডাকো ।

স্বর । আচ্ছা ( দণ্ডায়মান হইয়া )

সকলে । এইবার ঠাকুর ডাক্‌চেন্—বেঁচে থাক ঠাকুর—বেঁচে থাক ঠাকুর—তুমি কান্দালের মা বাপ, তুমি দয়ায় সাগর ।

স্বর । ( ঘোড় হস্তে গম্ভীর স্বরে ) প্রভো ! পতিতপাবন ভক্ত-বৎসল—তোমার ভক্তদের কাছে একবার প্রকাশ হও—ওরা তোমার দর্শন লাভের জন্য অনেক দূর থেকে এসেছে—ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—প্রভো তোমার জয় হোক !

সকলে মিলিয়া । প্রভুর জয় হোক ! মহাপ্রভুর জয় হোক !

লতাপাতা ষোপঝাঁপের মধ্য হইতে ছদ্মবেশী

শুভসিংহের প্রবেশ ও আসনে ধ্যানের

ভাবে উপবেশন ।

সকলে । ( ঐ এসেছেন ঐ এসেছেন । ( স্বরজ্ঞ ও সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত )

জীলোকষয় । ( সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত ) প্রভো—বাবা—(ক্রন্দন) আমি যে বড় দুঃখী ।

শুভ । (স্বগত) কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা!—কি প্রতারণা!—  
আমি দেবতা?—ওদের বলি—ওদের স্পষ্টাক্ষরে বলি আমি  
দেবতা নই—একজন অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম সামান্য মহুষ্য,  
একজন নীচ অতি জঘন্য প্রবঞ্চক প্রতারক!—কিন্তু আমার  
সঙ্কল্প—আমার সঙ্কল্প—না না না—এখনও না—হাঁ আমি  
দেবতা ।

সূর । (উঠিয়া) তোমাদের কার কি প্রার্থনা আছে এই ব্যালা  
বল ।

একজন । বাবা মোর প্যাট্ ফাঁপে, কিছু খাতি পারি না, অন্ন  
প্যাটে পাক পায় না—

আর একজন । মোর পেট্‌গার বড় জ্বালা ধর'য়া, এই খাঞ তো  
এই খাঞ, পেট্‌গায় মোর কি পোকাঁ ঢুক'য়াছে ।

আর একজন । ও ঠিক কথা কইচে, বাপ্পের বেটা ঠাস্তে  
ঠাস্তে খুম—দশসের ময়দা খাও'রাইলেও হেলেক না—বাপ্পের বেটা  
হেলেক না ।

আর একজন । মুঁ তো জগড়নাথ দড়শন পাঞ আসি'ছি—  
আওর কোন আশ নাই ।

একজন । বাবা আমি বড় দুকে আছি—আমার দুকের কথা  
কারে কব—আমি সে দিন পরমা উপসী একটি মেয়াকে বেয়া ক'রে  
ঘরকে আনেছিলাম, সে কাল থেকে কোয়ানে চলি গেছে তার তজ্জাস  
পাচ্চি না ।



একজন স্ত্রী । ( ঘোমটার ভিতর হইতে সলজ্জ ভাবে এক পাশে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদু স্বরে ) বাবা—বাবা—

একজন । বাছা একটু চেষ্টায়ে বল না ।

স্ত্রীলোক । আমার—আমার—( আর একজনকে ) আমার হয়ে ছোটো কথা বল না গা—

একজন । আরে মর মাগি—তোর মনের কথা আমি কি করে বলব !

স্ত্রী । ( ঘোমটার মধ্যে থেকে ) মধুর বাপ আমাকে দেখতে পারে না—আমাকে ছুর ছাই করে—কে তাকে গুণ করেছে বাবা ( কন্দন )

শুভ । ( স্বগত ) আর পারা যায় না, এই ব্যালা ওঠা যাক—না আর একটু থাকি—যদি এখনও আসে, রোজই তো আসে, আজ কি আসবে না ? ঐ যে মনে করবা মাত্রই—আঃ !

আলুলায়িত কেশা স্বপ্নময়ী মালা হস্তে গম্ভীর ভাবে

কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধীর পদক্ষেপে

শুভসিংহের নিকট গমন ও প্রণাম ।

একজন । আ মরি মরি ! একে ? কি রূপ !

সকলে । আহা আহা যেন ভগবতী—

আর একজন স্ত্রীলোক । আ মর ছুঁড়ি এত বড় আশ্চর্য্য বাবার কোল ঘেসে যাচ্ছে দেখো না—

হর। নানা ও কথা বলতে নেই, খুব ভক্ত বলেই অত সাহস ।  
 আর একজন । মাগীর যেমন কথার ত্রি, প্রভুর কাছে যাবে না  
 তো কার কাছে যাবে ।

শুভ । ( স্বগত ) একবার জিজ্ঞাসা করি—( প্রকাশ্যে ) ভগ্নে ।—  
 ( স্বগত ) না না না না—( পুনর্বার ধ্যানের ভাব ধারণ )

( স্বপ্নময়ী মালাটি শুভসিংহের পদতলে রাখিয়া কোন  
 কথা না কহিয়া বেরূপ ভাবে আসিয়াছিল সেই  
 রূপ ভাবে কোন দিকে দৃকপাৎ না করিয়া  
 ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান । )

এক জন । বাবা কি কথা কইতে যাচ্ছিলেন—বাবা কি কথা  
 কচ্ছিলেন—

অনেকে । সত্যি না কি, সত্যি না কি—আমরা শুনব—আমরা  
 শুনব—বাবার মুখে কখন কথা শুনি নি ।

হর । তোরা পাগল হয়েছিস্ না কি—প্রভু কি কথা কন ?

এক জন । ওর যেমন কথার ত্রি—ও আবার কথা শুনতে পেলো ।

সেই লোক । হ্যাঁগা একটা কথা কি কইলেন যে—

১। হর পাগল ।

২। হর মুখ ।

৩। ভূমি যাওতো বাপু এখান থেকে, বাবা কথা কইলেন, ও  
 শুনতে পেলো, আমরা কেউ শুনতে পেলো না ।

৪। ঘা-কতক ওকে দিয়ে দেও না হে ।

৫। আরে তোমরা অত সোর কচ্চ ক্যান্ ? বাবার শ্রীমূর্তি ধান্ হু দণ্ড ধরি নয়ন ভরি দ্যাছ না, শশরীরে স্বর্গে যাবা—(সকলে চুপ করিয়া ঘোড়হস্তে নিরীক্ষণ) আহা আহা !

শুভ। আঃ কি যন্ত্রণা—কত দেশ দেশান্তর হতে কত কষ্ট করে এই সকল নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্য লোকেরা এসেছে—আমি কি না স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণা কচ্ছি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে ? আর সহ হয় না—আমি ওদের প্রকাশ করে বলি—কিন্তু না, না, না—মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা' যথার্থ ছিলাম, তা' তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভ-সিংহ নই, আমি আর এক জন। মা, তোমার শত কোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে ? আমি আপনার অবমাননা ক'রে তোমাকে অবমাননার হাত হ'তে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন ক'রে তোমাকে যদি হীনতা হতে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি কেন তা' না করব ? কিন্তু সেই ললনা, সেই আলুলায়িত-কেশা, উষার স্নায় শুভ্রবসনা পবিত্রমূর্তি ললনা তাকেও ছলনা ? কি ! ছলনা ?—ছলনা আবার কিসের ?—আমি কি দেবতা নই ? আমাতে কি দেবতার অংশ নেই ?—কে না দেবতা ? এ যদি প্রতারণা হয়, সে প্রতারণা দেবতার—সোহং ব্রহ্ম—সোহং ব্রহ্ম—আমি কি দেবতা নই ?

(শুভসিংহের প্রস্থান।)

সকলে । প্রভু চলে গেলেন আমাদের কি করে গেলেন ?—  
আমাদের দশা কি হবে ?

স্বর । সব হবে তোমরা স্থির হও । তোমাদের হাতে ও-সব কি ?  
সকলে । বাবাকে প্রণামী দেবার জন্ত কিছু কিছু এনেছিলাম ।

স্বর । আচ্ছা এইখানে দিয়ে যাও ।

১ । আমার ক্ষেতে নছুন বেগুন হয়েছিল, তাই চারটি দেবতার  
জন্ত এনেছি ।

২ । আমার ঘানিতে টাটকা যে তেল হয়েছিল তাই একটু এনেছি ।

৩ । আমার গরুর বাছুর হয়েছে, তার প্রথম দোয়া হুণ টুকু  
বাবার জন্তে এনেছি ।

স্বর । তোমাদের যার যে মনস্কামনা ছিল সব পূর্ণ হবে—দেব-  
তার এই আশীর্বাদি এক একটি ফুল নিয়ে বাড়ি যাও ( ফুল প্রদান  
ও তাহাদিগের গ্রহণ ও প্রণাম । )

সকলে । বাবার জয় হোক—বাবার জয় হোক !

সকলের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।



### প্রথম গর্তাঙ্ক ।



অরণ্য ।

( স্বপ্নময়ীর প্রবেশ । )

স্বপ্ন । এই বেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময় ।  
আজ রাতে মালা গুলি গাঁথে রেখে দেব,  
কাল প্রাতে তাঁব পায়ে দিব উপহার ।  
কেন তাঁরে ফুল দিই ? কেন যে, কে জানে ?  
প্রথম যখন তাঁরে দেখিলাম আমি,  
আপনি গেলাম কাছে, করিছ প্রণাম,  
অঁচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে,  
কেন দিছ ভাবিতেছি—কেন যে, কে জানে ।  
না জানি কি আছে গুণ প্রভাতের মুখে,  
যা দেখি আপনি লতা ফুল ফুটাইয়া  
অরুণ-চরণে তার দেয় ভারে ভারে ।  
যাই তবে, ফুল গুলি, তুলি এই বেলা ।  
কোথা লো গোলাপ সখি, তুই কোথা গেলি ?

এই যে, হেথায় তুই আছিস লুকায়,  
বল দেখি, সখি মোর, হল কিলো তোর—  
আজো তুই ফুটিবে নে ? মেলিবি নে আঁধি ?

( গোলাপের প্রতি । )

( গান । )

পিলু—খেমটা ।

বল, গোলাপ মোরে বল,  
তুই ফুটিবি সখি কবে ?  
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ  
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,  
বায়ু, ফেলিছে মুহুশাস,  
পাখি, গাহিছে মধু রবে,  
তুই ফুটিবি, সখি, কবে ?  
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,  
সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,  
কাছে, ফুল বালা সারি সারি,  
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা

মুখানি দেখিতে চায় ।

বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে,  
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,

## অশ্রুযম্মী নাটক ।

কচি কিশলয় গুলি  
 রয়েছে নয়ন তুলি,  
 তোরে অধাইছে মিলি নবে,  
 ভুই ফুটিবি সখি কবে ?

( কল্পনায় অশ্রুযম্মীর নেপথ্য হইতে গোলাপের

প্রত্যুত্তর শ্রবণ । )

গৌরী ।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,  
 সখি, আমারে জাগায়োনা ।  
 আমার সাধের পাখী  
 যারে, নয়নে নয়নে রাখি  
 তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর  
 আমার, স্বপন ভাঙ্গায়োনা,  
 কাল, ফুটিবে রবির হাসি  
 ফাল, ফুটিবে তিমির রাশি  
 কাল, আসিবে আমার পাখী  
 ধীরে, বসিবে আমার পাশ  
 ধীরে, গাহিবে সুখের গান  
 ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,

ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ান খুলিয়া  
 হাসিব স্নেহের হাস !  
 আমার কপোল ভোরে  
 শিশির পড়িবে ঝরে  
 নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি  
 মরমে রহিব মরে ।  
 মতাহারি স্বপনে আজি  
 মুদিয়া রয়েছি আঁখি,  
 কখন আসিবে প্রাতে  
 আমার সাধের পাখি,  
 কখন জাগাবে মোরে  
 আমার নামটি ডাকি !

স্বপ্ন । থাক্ সখি থাক্ তবে স্বপনে মগন  
 ভাঙ্গাব না আমি তোর সাধের স্বপন ।

( পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অরণ্যের অন্য দিকে গমন

ও মালতী-লতাকে দেখিয়া । )

( মালতীর প্রতি গান )

গোড় সারং—কাওয়ালি ।

অঁধার শাখা উজ্জল করি,  
 হরিত পাতা ঘোমটা পরি,



বিজ্ঞন বনে, মালতী বালা,

আহিস্ কেন ফুটিয়া ?

শোনাতে তোরে মনের ব্যথা

শুনিত্তে তোর মনের কথা

পাগল হয়ে মধুপ কভু

আসে না হেথা ছুটিয়া ।

মলয় তব প্রণয় আশে

ভ্রমে না হেথা আকুল স্বামে

পায় না চাঁদ দেখিতে তোর

সরমে মাখা মুখানি !

শিয়রে তোর বসিয়া থাকি

মধুর স্বরে বনের পাখী

লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস

ষায় না তোরে বাখানি !

( নেপথ্য হইতে স্বপ্নময়ীর কণ্ঠনায় প্রত্যুত্তর শ্রবণ । )

গোড় সারং—কাওয়ালি ।

হৃদয় মোর কোমল অভি

সহিতে নারে রবির জ্যোতি

লাগিলে আলো সরমে ভয়ে

মরিয়া যায় মরমে,

জন্মর মোর বসিলে পাশে  
তরাসে অঁখি মুদিয়া আসে,  
সুতলে বোরে পড়িতে চাহি

আকুল হয়ে সরমে ।

কোমল দেহে লাগিলে বার  
পাপুড়ি মোর খসিয়া যায়  
পাত্তার মাঝে ঢাকিয়া দেহ

রয়েছি তাই লুকায়ে ।

অঁখিধার বনে রূপের হাসি  
চালিব সদা স্মরতি রাশি  
অঁখিধার এই বনের কোলে

মরিব শেষে শুকায়ে ।

স্বপ্ন ।—এইবার মালাগুলি গাঁথি বসে বসে ।

ওই বুঝি শুকতারা উঠিছে ফুটিয়া !

তিনি কে ? দেবতা তিনি ? স্বর্গের দেবতা ?

তাই বুঝি তাঁর তরে ফুল তুলি আমি ?

তাই কি প্রণাম করি ? তাই মালা গাঁথি ?

এই ত হয়েছে মালা, কাল দেব যবে,

একবার মোরপানে চাহিবেন শুধু !

যদি তিনি নাম ধরে ডাকেন আমার !

যদি তিনি কাছে তাঁর বসিতে বলেন !

পারি কি বসিতে কাছে ? না না ভয় করে !

তঁারে শুধু মালা দেব, করিব প্রণাম—

না না না, কাছেতে তঁার বসিব কেমনে ?

কেন বা নাঁ যাব কাছে, কেন না বসিব ?

যখন কুমুম গুলি দিই তঁারে আমি,

এমনি কোমল ভাবে চান মুখ পানে,

তখন দেবতা বলে মনে হয় না ত !

কোমল মমতাময় সে আঁখি দেখিয়া,

মনে হয়, কাছে যেন বসিতেও পারি !

মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি—

সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই—

হয়ত মাহুষ তিনি—নহেন দেবতা !

নহিলে কেন বা মোর হেন সাধ যায় ?

মাহুষ বটেন তিনি স্বর্গের মাহুষ,—

দেখিনি মাহুষ হেন দেবতার মত,

জানিনে দেবতা হেন মাহুষের মত ।

ললাটে বিকাশে তঁার স্বর্গের জ্যোতি,

নয়নে নিবসে তঁার মর্ত্যের মমতা ।

যাই তবে—কোথা তিনি আছেন না জানি ।

( স্বপ্নময়ীর প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

রাজপ্রাসাদ ।

রাজা কুমারাম ।

রাজা । ( স্বগত ) আচ্ছা তত্ত্ববাগীশ মহাশয় এ কয়দিন কেন আস্চেন না—জগৎ সে দিন তাঁকে যে-রকম অপমান করেছিল, বোধ হয় তারই জন্যে তিনি ভারি ক্ষুধ হয়েছেন—জগতের স্বভাব ভারি খারাপ হয়ে গেছে—কার প্রতি কি রকম ব্যবহার কর্তে হয়—সে জ্ঞান যদি তার কিছু মাত্র থাকে—কেবল গোঁয়ারতুমি । তার জন্যে আমাকে বড় লজ্জিত হতে হয়েছে—এখন তিনি এলে কি করে তাঁকে আবার প্রসন্ন করব ভেবে পাচ্চিনে । কত দিন শাস্ত্রালোচনা হয় নি ।—এই যে আস্চেন—আমি যা মনে করেছি—লেম তাই, মুখ ভারি বিষম দখছি ।

( আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশের প্রবেশ । )

রাজা ।—প্রণাম তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ।—

তত্ত্ব ।—মহারাজের কল্যাণ হোক ।

রাজা ।—তত্ত্ববাগীশ মহাশয় মার্জনা করবেন—জগতের সে দিন

কার ব্যবহারে আমি বড়ই লজ্জিত হয়েছি, সে ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, আপনি কিছু মনে করবেন না ।

তব্ব । ( স্বগত ) আমার তো ও-কথা মনে হয় নি । ( প্রকাশ্যে । ) বলেন কি মহারাজ, আমি কালীবর ন্যায়রত্নের পুত্র—নিধিরাম বিদ্যাভূষণের প্রপৌত্র—আমাকে কি না আস্থান করে অপমান ?—আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত—আমাকে অপমান করাও বা—মহারাজকে অপমান করাও তা—সে একই কথা ।

কৃষ্ণরাম । ( স্বগত ) তাইতো কথাটা তো সত্যি । তবে তো জগৎ আমাকেই অপমান করেছে—( প্রকাশ্যে উঠেঃস্বরে মহাক্রুদ্ধ হইয়া । ) কে আছি ওখানে ?—রক্ষক—মন্ত্রী—রক্ষক—কেও ?—এদিকে আর—শীজ আর—জগৎ ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে—তার সমুচিত শাসন করতে হবে—এখনি তাকে ডেকে নিয়ে আর ।—( রক্ষকের প্রবেশ । ) এখনি জগৎকে ডেকে নিয়ে আর, ডেকে নিয়ে আর বল্চি ।

রক্ষক । যে আজ্ঞা মহারাজ । ( রক্ষকের প্রস্থান । )

রাজা । জগৎ ভারি অবাধ্য হয়েছে—তাকে বিলক্ষণ ভৎসনা করতে হবে—তধবাগীশ মহাশয়ের অপমান ! আমার অপমান !—

( জগৎরায়ের প্রবেশ । )

জগৎ ।—মহারাজ ডাকছিলেন ?

রাজা । ( জগৎরায়ের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যাকুল ভাবে )  
তোমার মুখ অমন শুকনো দেখছি কেন ?—হুঁমি—হুঁমি—

তোমার—তোমার—ডারি—অন্যায় না হোক—কাজটা তেমন ভাল হয় নি—তুমি কি ইচ্ছে ক'রে—সে দিন তথ্যবাগীশ মহাশয়ের অপমান করেছিলে ?

জগৎ ।—মহারাজ !—অপমান করা আমার অভিপ্রায় ছিল না—তবে কি না, সে সময় ধেরূপ নিপদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—সে রকম না করলে দেখ্লেম মহারাজের মনোযোগ করাবার আর উপায় নাই—তাই—

রাজা । ও ! তাই—আমিও তাই মনে করেছিলুম—বুঝেছ তথ্যবাগীশ মহাশয় ? জগতের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু জগৎ তোমার কাজটাও বড় ভাল হয় নি—বুঝেছ ?—আমি বলচিনে তোমার অভিপ্রায় খারাপ ছিল—কিন্তু কাজটাও তেমন ভাল হয় নি—বুঝেছ ?

জগৎ । আজ্ঞা হাঁ ।

রাজা । আচ্ছা—আচ্ছা—যাও—বুঝেছ—আর ও রকম কখন কোরো না ।

( জগতের প্রস্থান । )

রাজা । বুঝলেন, ওর কোন অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—এখনও যে আপনাকে বিমর্ষ দেখ্ছি ?—আপনার এখনও কি—বলুন না ।

আনন্দ । মহারাজ—আমি মনে করেছিলুম রাজবাটীতে আর আসব না—কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ না এলেই বা চলে কৈ ।—বিশেষতঃ

বে রকম দায় উপস্থিত—এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারলে আমি অপমান পর্য্যন্ত ভুলে যেতে পারি—এমন দায় আমার কখন উপস্থিত হয় নি ।

রাজা । কি দায় ?—বলুন বলুন—এখনি বলুন—কত টাকা চাই ?—এখনি আমি দিচ্ছি—আপনাকে বিমর্ষ দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়—জগতের কথা আর কিছু মনে করবেন না—বুঝলেন ?—এখনি আমি দিচ্ছি ।—কত টাকা চাই ?—

আনন্দ । মহারাজ আমার কন্যা দায় উপস্থিত । শাস্ত্রে আছে “পিত্রোহুঃস্য নাস্ত্যন্তো”—পিতার হুঃখের আর অন্ত নাই ।—আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত—দশ হাজার টাকার কমে আর কার্য্য নির্বাহ হয় না ।—

রাজা । দশ হাজার টাকা মাত্র ? अच्छা এখনি আমি বলে দিচ্ছি—কে আছি, মন্ত্রীকে এখনি ডাক ।—

( রক্ষকের প্রবেশ । )

রক্ষ । বে আজ্ঞা মহারাজ ।

( রক্ষকের প্রস্থান । )

রাজা । বুঝলেন তব্বাগীশ মহাশয়, জগতের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—আপনি আর কিছু মনে করবেন না ।—

আনন্দ । রাম ! আমি তার কথায় কিছু মনে করি ?—সে ছেলে মাছব—অপগণ্ড বালক, একটা কাজ না বুঝে স্নেহ করেছে, তার কথা

চিরকাল মনে রাখতে হবে ?—শাস্ত্রে আছে “অমৃতং বালতামিতং”—

( মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী । (স্বগত) এই যে বাগীশ এসেছেন—তবেই হয়েছে, ওকে দেখলে আমার রক্ত জল হয়ে যায় । —( প্রকাশ্যে ) আজ্ঞা মহারাজ ! রাজা । দেখ মন্ত্রী—এঁকে—আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে—বুঝেছ ?—

মন্ত্রী । ( স্বগত ) অনেক কাল বুঝেছি । রাজা । আমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে—বেশী না—দশ হাজার—বুঝেছ ?

মন্ত্রী । ( মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ) আজ্ঞা—আজ্ঞা—মহারাজ—

রাজা । না তুমি যা ভাব্ছ তা নয় মন্ত্রী—এ দে রকম নয়—বুঝেছ ? এ স্বতন্ত্র ব্যাপার—এ না হলে একেবারে চলবে না—এ টাকা দিতেই হবে ।—তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব এখন—বুঝেছ ?—

মন্ত্রী । আজ্ঞা—অত টাকা কোথা থেকে এখন—

রাজা । কোথা থেকে কি ?—যে খান থেকে হয়—যে রকম ক’রে হয় দিতেই হবে ।—যাও মন্ত্রী—এখনি দেওয়া চাই ।—

মন্ত্রী । মহারাজ—



রাজা। না না ও সব আমি কিছু গুণ্ডে চাই নে—যেখান থেকে পাও তুমি নিয়ে এস — বলকি মজ্জি এতবড় রাজ্যের মজ্জী, তুমি দশ হাজার টাকা আর দিতে পার না ?

মজ্জী। মহারাজ— এখন যে রকম চারি দিকে বিপদ উপস্থিত— আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা ভগবান জানেন—বিশেষত রাজ-কুমারী স্বপ্নময়ী—

রাজা। ওঃ! তুমি তাকে শাসন করবার কথা বলচ?—তার অন্য চিন্তা কি?—এখনি আমি তাকে খুব ধম্কে দিচ্ছি — তার অন্য ভেবো না মজ্জি—তৎবাগীশ মহাশয়কে ততক্ষণ টাকাটা দেওগে। আমি এখনি শাসন করে দিচ্ছি—কে আচিস্ শীঘ্র স্বপ্নময়ীকে ডেকে নিয়ে আয়।

( রক্ষকের প্রবেশ । )

রাজা। স্বপ্নময়ীকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়—তিলার্জ বিলম্ব করিস্ নে—( রক্ষকের প্রস্থান ) ঠিক কথা বলেছ মজ্জি—স্বপ্নময়ীকে শাসন করা ভারি আবশ্যিক—আমাদের স্বাভাবিকপরিবারে এরূপ ঘটনা তো কখন গুনিনি—এ কি রকম তার ব্যবহার?—এ কি রকম রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার? কৈ? কোথায় সে?

( স্বপ্নময়ীর প্রবেশ । )

রাজা। স্বপ্নময়ি—মা!—তোমাকে দেখতে পাইনে কেন মা?—তুমি কোথায় যাও বল দেখি?

স্বপ্ন। পিতা—আমি দেলুকোষা বনে বেড়াতে যাই—সে খানে একলাটি বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে—সে এমন ভাল কি বল্‌ব—এক দিন সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব—তুমিও একবার গেলে আর সেখান থেকে আসতে চাবে না—যাবে পিতা এখন যাবে ?—

রাজা। না মা এখন না—আচ্ছা এক দিন (মঞ্জীর দিকে চাহিয়া) কিন্তু কিন্তু না—স্বপ্নময়ী—একলা যাওয়াটা বড়—বড়—ভাল নয়—বুঝেছ ?—(স্বপ্নময়ীকে একটু বিমর্ষ দেখিয়া) —আমি তা বল্‌চি নে—আমি তা বল্‌চিনে—আসলে যে কিছু দোষ আছে তা নয়—তবে সামাজিক প্রথা—বুঝেছ ?—আচ্ছা এগন যাও মা—বুঝেছ ?

( স্বপ্নময়ীর প্রস্থানোদ্যম । )

আনন্দ। দেখ মা, আমাদের শাস্ত্রে আছে—“বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে । পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥”

মঞ্জী। রাজকুমারি—আমি এ সরকারের পুরাতন ভৃত্য—আমিও তোমাকে কন্যার মত দেখি—কিন্তু এ বড় লজ্জার কথা—এত বড় মেয়ে হয়ে—

স্বপ্ন। আমি পিতার কথা শুনতে এসে ছিলাম, আর কারও নয় ।

(কোন দিকে দূকপাৎ না করিয়া ধীর পদক্ষেপে সদর্পে  
প্রস্থানোদ্যম ও জগৎরায়ের প্রবেশ ।)

জগৎ । শোন বলি স্বপ্ন (যাইতে যাইতে স্বপ্নময়ীর পুনর্বার  
দণ্ডায়মান) তুমি আপনার ইচ্ছায় যেখানে সেখানে চলে যাবে—  
কারও কথা গ্রাহ্য করবে না ? দেখ দিখি তোমার জন্য আমাদের  
কি লজ্জা পেতে হচ্ছে—চারি দিকে নিম্নে ঝুটেছে—শত্রুরা আমা-  
দের উপহাস কচ্ছে—আমাদের পূর্ব পুরুষের নাম কলঙ্কিত হচ্ছে—  
জীলোকে অন্তঃপুরের বাহিরে যায়—এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে ?  
আমাদের বাড়িতে যা কখন হয় নি—তুই তা করলি—তোর জন্যে—  
(স্বপ্নময়ীর সজল নয়ন)

রাজা । থামো থামো জগৎ—হয়েছে হয়েছে—অত বেশি না ।—

জগৎ । মহারাজ আমি কি এমন বেশি কথা বলিছি ?—আমি  
যা বল্চি তা কি ঠিক নয় ?

রাজা । আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে—ক্ষান্ত হও ।—(স্বপ্নময়ী স্বীয়  
অঞ্চল দিয়া অশ্রু মোচন) ক্ষান্ত হও । যাও মা—তুমি যাও—দেখ  
দিকি ছেলে মানুষকে মিছিমিছি—মস্ত্রি আমি ওকে বেশ বুঝিয়ে  
বলেছি—দেখো—আর কোন রকম অনিয়ম হবে না ।—মস্ত্রি আর  
তো তোমার কোন ভাবনার কারণ নেই—এখন আর আমি কোন  
ওজর শুন্তে চাইনে—এখনি টাকাটা দেওগে—দিতেই হবে—যে  
রকম করেই হোক—যান তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, মস্ত্রীর সঙ্গে যান—

মন্ত্রী। আসুন আসুন—

তব্ব। মন্ত্রী মহাশয়—আপনি রাজার অত্যন্ত হিতৈষী—  
রাজার অর্থ গেলে আমিও হৃদয়ে বড় ব্যথা পাই—কিন্তু যে রকম দায়  
উপস্থিত—গরিব ব্রাহ্মণ—আর কোথায় যাই বল—

( মন্ত্রীর সঙ্গে তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান । )

রাজা। ( স্বগত ) দেখি মন্ত্রী টাকাটা দেয় কি না—যদি না  
দেয় তো আমার-একটা অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়ে নিদেন এই টাকাটা  
সংগ্রহ করতে হবে। ( প্রকাশ্যে )—যাও মা তুমি যাও—দেখ দিকি  
ছেলে মাল্লষকে কাঁদিয়ে দিলে।

( রাজার প্রস্থান । )

জগৎ। ( স্বগত ) আহা কাঁদচে—( প্রকাশ্যে ) আয়, স্বপ্ন—  
আমার সঙ্গে আয়, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব এখন—  
লক্ষীটি।—

স্বপ্ন। আমি দেখতে চাইনে দাদা—

( স্বপ্নময়ীর প্রস্থান । )

( পরে জগৎরায়ের প্রস্থান । )



## তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।



রাজবাটীর বহিরুদ্যান ।

জগৎরায় ও রহিম খাঁ !

জগৎ । দেখ রহিম—রোজ রোজ শীকার ভাল লাগে না—  
বড় পুরোনো হয়ে গেছে—আর একটা কিছু মৎলব ঠাওরাও । কি  
করা যায় বল দিকি ? একটা কিছু আমার উদ্ভেজনা চাই—আমি  
চুপ চাপ করে বসে থাকতে পারিনে ।

রহিম । কি বলেন কুমার ?—উদ্ভেজনা ? (দ্বিগুণ হাস্য)

জগৎ । কেন—হাস্চ যে ?—আচ্ছা একটা কি বিদ্রোহের  
গুজব শুনেছিলেম—সেটা কি সত্যি ?—আ ! তা হলে যুদ্ধ করে  
বাঁচি—তা হলে সম্রাট আরংজীবের কাছে আমার বীরত্বের  
একবার পরিচয় দি—রহিম বিদ্রোহের কথা কি তুমি কিছু শোন  
নি ?

রহিম । কুমার ও সব কথা শোনেন কেন ?—ও একটা মিথ্যা  
গুজব মাত্র ।

জগৎ । মিথ্যা গুজব ?—আমাকে মজী নিজে বলে—আর তুমি  
বল্চ মিথ্যা গুজব ?

রহিম । মন্ত্রী !—( দ্বিযৎ হাসিয়া ) আমি তার কি না জানি—

জগৎ । কেন কেন ?—মন্ত্রী কি খারাপ লোক নাকি ?

রহিম । ওর বংশের আদি কে জানেন ?—ওর প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল ছাত্র বিক্রি কর্তো—সে কিছু টাকা করে যায়—সেই টাকা নিয়ে তার ছেলে বংশীলাল ঘিয়ের একটা দোকান খোলে—সে ঘিয়েতে অনেক রকম ভেল মিশিয়ে দু'নো দামে বিক্রী করে বেশ টাকা করে যায়—সেই টাকায়—তার ছেলে ছুহুলাল জহরতের কারবার খোলে—সে মহারাজের কাছে জহরৎ বিক্রী কর্তে আস্ত—একবার একটা পোকুরাজের আংটি হীরের আংটি বলে বিক্রী করে—

জগৎ । ও সব কথা আমি শুন্তে চাইনে—বিদ্রোহটা সত্যি হবে কি না বল না—নিশ্চয়ই হবে—না হলে মন্ত্রী কেন ও কথা বলে ?

রহিম । কেন বলে ?—নিজের মৎলব্ হাসিল—তার বংশের সমস্ত ইতিহাস টা যদি শোনে তা হলে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্তে হয় না ।

জগৎ । নানা—আমি ও-সব ইতিহাস শুন্তে চাইনে ।—তবে বিদ্রোহটা কি হবে না ?

রহিম । না তার কোন সম্ভাবনা নেই । ( কুমারের মন্তকে একটা পালক ছিল তাহা তুলিয়া দেওন )

জগৎ । কি রহিম ?—

রহিম । একটা পালক ।

জগৎ । বলনা রহিম একটা কাজ বলনা—যাহোক একটা কিছু আমার উত্তেজনা চাই ।

রহিম । উত্তেজনা ? ( ঈষৎ হাস্য । )

জগৎ । ও-কথা বল্লেই তুমি হাস কেন রহিম ?

রহিম । না, ওতে যে কোন দোষ আছে আমি তা বল্চি নে । আপনার যে বয়েস, এই সময়ে যদি আমোদ আহ্লাদ না করবেন—তবে আর কোন্ সময়ে করবেন ?—আমি হাসছিলুম এই জন্তে—আপনি যে উত্তেজনার কথা বল্চেন—সে আর রোজ রোজ নতুন কোথায় পাওয়া যাবে ?—শীকার—আর যুদ্ধ—শীকারে তো আপনার অক্লিষ্ট ধরেছে—তার পর যুদ্ধ—যুদ্ধের তো এখন কোন সন্ধানই দেখছি নে—তবে—আর এক উপায় আছে—সে কিন্তু আপনার—

জগৎ । কি বলনা—যাহোক এখন আমার একটা পেলে হয়—কি বলনা—সে কি রকম ?—

রহিম । সে উত্তেজনার জন্তে বাহিরের উপর নির্ভর করতে হয় না—অন্তরে গেলে আপনা হইতেই আনন্দের উদ্ভব হয় ।—

জগৎ । সত্যি না কি ?—তবে তো বড় ভাল—আগে আমাকে এর সন্ধান দাওনি কেন ?—কি—বল রহিম—আমাকে সন্ধানটা বলে দাও ।

রহিম । সে এক রকম অমৃত বিশেষ—উদরে একটু খানি গেলেই মেজাজ একেবারে খোস হয়ে যায়—ছনিয়া বেহেশ্তের

মত দেখায়—আর চারি দিকে খুবসুরত্ৱ হরিরা এসে নৃত্য করে।

শুভান্ আল্লা—কেয়া কহেনা!

জগৎ। কি! বেহেস্তের মত দেখায়—বেহেস্ত কি রহিম?—

রহিম। আমাদের ভাষায় স্বর্গকে বেহেস্ত বলে!

জগৎ। স্বর্গের মত দেখায়?—সে কি!—কি সে জিনিস?—  
আমাকে এনে দাওনা।—সে কি খেতে হয়?—তোমার কাছে কি  
আছে?

রহিম। সে পান করতে হয়—

জগৎ। মদ না তো?—দেখো রহিম—মদ খাওয়া আমাদের  
ধর্ম্মে নিষেধ।

রহিম।—মদ কি কুমার?—মদ তো ছোট লোকেরা খায়—এ  
হচ্চে সরাবে-সিরাজ—আমাদের দেশের বড় লোকেরাই পান করে  
থাকে।

রহিম। আসুন এইখানে বসা যাক্।

( উভয়ের উপবেশন। জেব্ হইতে একটি মিসি

বাহির করিয়া )

একটুখানি পান করুন দিকি,—

জগৎ। কিছু তো খারাপ হবে না?

রহিম। তার জন্যে আমি দায়ী।

জগৎ। ( একটু খানি পান করিয়া ) উঃ রহিম—এষে আশুন—



রহিম । এখন আশুন, সবুর করুন ক্রমে গুণ হয়ে দাঁড়াবে—  
আর একটু খান—আর একটু—আর একটু—

জগৎ । (ক্রমশঃ নেশার উদ্বেগ) —আ !—আ !—চমৎকার—  
জিনিস—রহিম—তুমি এমন জিনিস কোথায় পেলে ?—রহিম তুমিই  
আমার ষথার্থ বন্ধু ।

রহিম । কুমার, আপনি আপনার অভাব যত না বুঝতে পারেন  
তার চেয়ে আমি আপনার অভাব বেশি বুঝতে পারি—আমি বুঝি-  
ছিলুম যে শীকার কুস্তিতে আপনার অকুচি ধরেছে—আর একটা  
কিছু চাই—আমি তা বুঝে আশু থাকতে এই শিশিটি আমার  
সঙ্গে করে এনেছিলুম ।—

জগৎ । (কিঞ্চিৎ তরল ভাবে) রহিম—তোমার চমৎকার বুদ্ধি,  
আমার অভাব তুমি কি করে বুঝলে ? বাঃ চমৎকার !—চমৎকার !  
রহিম এইবার সত্যি স্বর্গ দেখছি—সব ঘুরচে—সব ঘুরচে—  
কৈ রহিম তুমি বলেছিলে স্বর্গে হরি নৃত্য করবেন—কৈ  
এখনও তো দর্শন পেলেম না ?

রহিম । কুমার হরি না আমি বলেছিলেম হরি-আমাদের  
ভাষায় অপ্সরাকে হরি বলে, আসুন আমার সঙ্গে হরিও আপ-  
নাকে দেখিয়ে আনছি আসুন ।

জগৎ । না না অপ্সরা আমি চাই নে, আমার  
স্বমত্বিই আমার হরি—আমার বেহেস্ত—আমার স্বর্গ—

(জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান)

রহিম। জগৎরায়ের মত বীর পুরুষ বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। জগৎরায়কে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারি তা হলে আর আমাদের সঙ্গে কে পারে? শুভসিংহের দল ক্রমেই পুষ্টি হয়ে উঠছে। হিন্দু বেটাদের সঙ্গে এখন যোগ দি, তার পর আমার মতলব সিদ্ধ করব। শুধু কি মদে কার্য্য হবে? না আর একটা চাই—প্রমদা। মদিরা, আর প্রমদা একত্র হলে আর ভাবনাকি, তা হলে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি। মদটা তো ধরিয়েছি, এখন প্রমদা—প্রমদাকে, এখন ধরাই কি করে? জগৎরায় যে রকম স্ত্রৈণ তাতে বড় সন্দেহ হয়। যা হোক্ চেষ্ঠার অসাধ্য কাজ নেই, একবার দেখা যাক্—কত কাজ এই বয়সে করলুম, আর এই তুচ্ছ কাজটা করতে পারব না?—কেয়া বাড়ি বাৎ হয়।

( রহিমের প্রস্থান। )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

রাজ-প্রাসাদ ।

রাজা ও তত্ত্ববাগীশ ।

রাজা। তত্ত্ববাগীশ তুমি ঠিক বলেছ, কন্যা দায় বড় দায়—  
“পিত্রোহঃস্য নাস্ত্যন্তো,”—বিশেষত “কন্যাপিতৃৎ খলু নাম কষ্টং।”

স্বপ্নময়ীর বিবাহের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা আর কি বলব—আমি শাস্ত্রালোচনাতেও এখন আর মনোযোগ দিতে পারি না—মাঝে মাঝে সেই ভাবনা জেগে ওঠে—বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হল ।

তত্ত্ব । না মহারাজ, রাজকুমারীকে কিছুতেই আর অবিবাহিতা রাখা যায় না—মহারাজের বড় ঘর বলে কোন কথা হচ্ছে না—আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের ঘর হলে এত দিন পতিত হতে হতো, কেন না—শাস্ত্রে আছে—“ত্রিশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং—ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাষ্টা ধর্ম্মে সীদতি সত্ত্বর ।”

রাজা । কিন্তু শাস্ত্রেতে একথাও বলেন যে যোগ্য পাত্র না পেলে কন্যাকে বরং চিবকাল অনুচ্চা রাখবে তথাপি অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করবে না । “কামমামরণং তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যার্তুমতাপি নচৈবৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ।” আমি এই বচনটি স্মরণ করে কতকটা আশ্বস্ত আছি—কিন্তু যাই হোক আর রাখা যায় না ।

তত্ত্ব । মহারাজ বিবাহ দিয়ে ফেলুন না কেন—আমার দৃষ্টানে একটা পাত্র আছে ।

রাজা । পাত্র আছে ?—যোগ্য পাত্র তো ?—

তত্ত্ব । আজ্ঞা শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে—ষড়দর্শন তার কর্তৃস্থ—

রাজা । সত্যি না কি ?—একথা তবে আগে বলনি কেন ?—এখনি পাত্রটিকে নিয়ে এসো—এখনি—এখনি—এমন যোগ্যপাত্র আর

কোথায় পাব—রাত দিন তার সঙ্গে ব্রহ্মবিচার করা যাবে—আমার  
কি সৌভাগ্য—বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—তুমি এক দিন আধ দিন  
না এলেও চলে যেতে পারবে—

তত্ত্ব । আজ্ঞা হাঁ—কিন্তু—

রাজা । আর কিছু বলতে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে—ষড়দর্শন  
কণ্ঠস্থ?—তবে আর কিছু চাই নে—আমি এক কথায় সব বুঝে  
নিিয়েছি।—বিবাহের দিন স্থির করে ফেলো—কাল হলে হয় না?

তত্ত্ব । আজ্ঞা মহারাজ—পাঁজি দেখে একটা দিন স্থির করা  
যাবে, একটু বিলম্ব হবে ।

রাজা । পাঁজি চাই?—এই নেও না । (পাঁজিকা অন্বেষণ ।)  
পাঁজিটা কোথায় গেল? আঁ?—এই যে এই খানে ছিল । আঃ  
কি সর্বনাশ! কোথায় গেল? কে নিলে? কে আছিল?—  
(উঠিয়া)—আমার পুঁথি টুথি কে যে কোথায় নিয়ে যায় তার  
ঠিকানা নেই—রক্ষক! রক্ষক আঃ—

(রক্ষকের প্রবেশ ।)

রক্ষক । আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা । আমার পাঁজিটা কোথায়?

রক্ষক । মহারাজ, আমি তো জানিনে ।

রাজা । তবে কে নিলে? তবে বোধ হয় মজ্জী নিয়েছে ।  
মজ্জি, মজ্জি, ডাক্ মজ্জীকে ।

( মন্ত্রী প্রবেশ । )

মন্ত্রী । মহারাজ কুমার জগৎরায়কে কোথাও খুঁজে পেলুম না ।

রাজা । সে কথা হচ্ছে না আমার পাঁজি কোথা ? তুমি আমার যে পাঁজিটা এইমাত্র এইখান থেকে নিয়ে গেছ সেই পাঁজিটা এনে দাও ।

মন্ত্রী । মহারাজ আমি এখান থেকে পাঁজি নিয়ে যাই নি ।

রাজা । জ্যাঁ তুমিও নাও নি ? তবে কি হল ?—তবে কি হল ?—  
এই যে, এই যে, পেয়েছি—এই খানেই ছিল আঃ—আমি সারা দেশ  
খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথচ এই খানেই রয়েছে । তত্ত্ববাগীশ দিনটা  
দেখ ( তত্ত্ববাগীশের পঞ্জিকা দর্শন ) দেখ মন্ত্রী স্বপ্নময়ীর বিবাহ দিতে  
হবে ।

মন্ত্রী । আজ্ঞা মহারাজ তা হলে বড় ভাল হয়—কন্যার যতই  
বয়স হোক না কেন, বিবাহ যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন তার  
যেন বালিকা-স্বভাব ঘোচে না, কিন্তু একটি ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যার  
বিবাহ দিলেই তৎক্ষণাৎ তারও কেমন একটা গাভীর্য এসে পড়ে ।  
আমার বেশ বোধ হয় বিবাহ দিলেই রাজকুমারীর চঞ্চলতা চলে  
যাবে । পাত্রটি কে মহারাজ ?

রাজা । এই আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয় স্থির করেছেন—তার  
শাস্ত্রে খুব ব্যুৎপত্তি আছে—তার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ ।

তত্ত্ব। মন্ত্রী মহাশয় আপনি তাকে জানেন, তার কথা আপনার কাছে এক দিন বলেছিলেম—আমাদের ফতেলাল ।

মন্ত্রী। ও ! ফতেলাল ? হাঁ শাস্ত্রে তার খুব দখল আছে বটে কিন্তু—

রাজা। তুমিও বল্চ মন্ত্রী শাস্ত্রে তার খুব ব্যুৎপত্তি আছে ? তবে আর কথাই নেই—শীঘ্র দিনটা দেখে ফেলো ।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ যেমন তার গুণ তেমনি যদি রূপ থাকতো তা হলে কোন ভাবনা ছিল না ।

রাজা। রূপ আবার কি ? রূপ নিয়ে কি হবে ?—রূপ তো নশ্বর বস্তু—শাস্ত্রে আছে—“বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং”—আচ্ছা তার বাহু আকারের একটু বর্ণনা কর দিকি—

মন্ত্রী। মহারাজ—আর যাই হোক, তার দাঁত বড় উঁচু—

রাজা। দাঁত উঁচু ?—সে তো বুদ্ধিমানেরই লক্ষণ । শাস্ত্রে আছে কদাচিৎ দন্তরোঁ মূৰ্খঃ—

মন্ত্রী। আর মাথায় এর মধ্যেই টাক্ পড়েছে ।

রাজা। টাক্ আছে ?—টাক্ আছে ?—বল কি মন্ত্রী !—  
তা হলে তো আরও ভাল—টাক্ আবার বিজ্ঞতার লক্ষণ—এ বড় ভাল হয়েছে—ঠিক হয়েছে—আমার মনের মত পাত্রটি হয়েছে—  
যে পাণ্ডিত্যের কথা শুন্‌লুম—তার বাহু লক্ষণও তদনুরূপ—তাকে আর দেখতেও হবে না, একেবারে বিবাহের দিনে তাকে নিয়ে এসো । তত্ত্ববাগীশ মহাশয় দিন স্থির হল ?

তব্ব। আজ্ঞা হাঁ, ১৫ই দিনটা ভাল ।

রাজা। মজ্জি তবে সেই দিন স্থির, রইল—তুমি সমস্ত উদ্যোগ করে রেখো ।

মজ্জী। বে আজ্ঞা মহারাজ ।

( সকলের প্রস্থান । )

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

শুভসিংহের বাটী ।

শুভসিংহ ও সুরজমল ।

সুরজ। মূলা দেবার সময় তার মুখে যে রকম ভাব দেখতে পাই—তাতে শুধু ভক্তির ভাব মনে হয় না—একটু যেন প্রেমেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়।—এমন অবসর ছাড়বেন না। আপনি যদি তাকে এখন একবার বলেন যে তাকে আপনি ভাল বাসেন, দেখবেন তা হলে তাকে অনায়াসে আপনি হস্তগত করতে পারবেন।—তাকে একবার হস্তগত করতে পারলেই রাজবাটীর অন্ধি-সন্ধি সমস্তই তার কাছ থেকে কথায় কথায় বের করে নিতে পারবেন।

শুভ। দেখ সুরজ আমি তোমার অনেক কথা শুনিছি—কিন্তু

এ রকম হীন নীচ পরামর্শ আমাকে আর দিও না। সেই বিখ্যস্তা কুমারীকে ভালবাসা, দেখিয়ে ছিলনা ক'রে তার কাছ থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধান গুলি জেনে নেবো? তোমার এ কথা বলতে লজ্জা হল না? প্রথমতঃ মালা দেবার সময় তার ভালবাসার লক্ষণ কিসে ভুমি দেখতে পেলো? আর যদিও সে ভালবেসে থাকে, তা হলে কি এই রকম ক'রে সেই বিখ্যস্তা সরলার কাছ থেকে, ছিলনা ক'রে কথা বের ক'রে নিতে হবে? আমি যে তার কাছে দেবতার ভূন কচ্ছি এর জগ্গেই যা আমার কষ্ট হয়।

হরজ। আমি মনে করেছিলুম শুধু তারই মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, আপনারও মনে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে তা আমি জানতেন না। আমি মনে করেছিলুম তাকেই আপনি ফাঁদে ফেলেছেন, সে যে আপনাকে ফাঁদে ফেলেছে তা আমি জানতেন না।

শুভ। দেখ হরজ তুমি ও-রূপ অনধিকার চর্চা ক'রো না— আমার হৃদয়ের সমস্ত নিভৃত কক্ষ তোমার কাছে অনাবৃত করি নি, হৃদয়ের যে অংশ তোমার কাছে উন্মুক্ত করেছি সেই অংশ সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য তাই তুমি বলতে পার, আমার যে সঙ্কল্পে তুমি যোগ দিয়েছ সেই সঙ্কল্প বিষয়ে তুমি যা ইচ্ছা পরামর্শ দিতে পার কিন্তু কাকে আমি ভালবাসি, কাকে আমি ভালবাসি নে-সে-সুখ বিষয়ে কথা কবার তোমার কোন অধিকার নেই।

হরজ। যদি আমাদের সঙ্কল্পের সঙ্গে ও-কথার কোন যোগ না থাকতো তা হলে ও বিষয়ে কোন কথা কবার আমার অধিকার



ছিল না আমি স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়, এই প্রেমে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নয় সমস্ত বিফল হতে পারে। হয় আপনি তার দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারেন, নয় সে আপনার কাজের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আপনি বলছেন এর সঙ্গে আপনার সঙ্কল্পের কোন যোগ নাই ?

শুভ। দেখে হ্রজ, যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর দেশে নিবদ্ধ—যার শাখা প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত—প্রাণের রক্ত দিয়ে আমি যাকে এত দিন পোষণ ও বর্দ্ধন করে এসেছি—সে সঙ্কল্প হতে আমাকে কেউ কখন বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তবে যদি কোন লতা সেই তরুকে বেঠন ও আলিঙ্গন করে তা হলে কি ক্ষতি ?—শোন হ্রজ—আমি কি উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছি তা শোন—আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলব যে দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ—মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী। এ কথা বুঝিয়ে বললে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সেই পবিত্র-মূর্ত্তি দেবী প্রতিম বালা আমাদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দেবেন—তখন তাঁকে কোন কথা বলতেও হবে না—সেই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যখন যে উপায় অবলম্বন করতে হবে তখন তিনি আপনাকে হতেই তাতে যোগ দেবেন।

হ্রজ। সে কিন্তু বড় সন্দেহের বিষয়—একে জীলোক—তাতে পিতার বিরুদ্ধে—এ কখন হয় ?—দেশ, মাতৃভূমি, এই সকল অশ-

রীরী মহান ভাব কি কোন জীলোক কখন মনে ধারণা করতে পারে ? বলেন কি মহাশয় ?

শুভ । সুরজ তুমি তবে এখনো লোক চিন্তে পার নি । জীলোক হলে কি হয়—তার মুখে যে একটা অসাধারণ উৎসাহের ভাব আমি দেখেছি তা সচরাচর জীলোকের মধ্যে দেখা যায় না । সুরজ তুমি নিশ্চিত থাকো । এতে আমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না । বরং আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে ।

সুরজ । আচ্ছা মহাশয় তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন কিন্তু অতি সাবধানে অগ্রসর হবেন ।

শুভ । সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থেকে ।

( উভয়ের প্রস্থান । )

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।

---

# তৃতীয় অঙ্ক ।



## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



অরণ্য ।

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ ।

স্বপ্নময়ী । ( স্বগত ) যাই তবে যাই, তাঁরে মালা দিয়ে আসি ।

সত্য কি দেবতা তিনি ? লোকে তাই বলে !

দেবতার রুদ্র ভাব দেখিনি ত তাঁর,

তা হলে যে কাছে যেতে মরিতাম ভয়ে !

তবে কি মাহুষ তিনি ? আহা যদি হন !

যদি হন, যদি হন, তা হলে—তা হলে !

কিন্তু সকলেই তাঁরে বলে যে দেবতা ।

আহা কে করিবে যোর সংশয় মোচন !

তুই লো গোলাপ সখি, তুই কি জানিস্ ?

দেখতা কাহারে বলে পারিস্ বলিতে ?

( নেপথ্যে কণ্ঠনায় গান শ্রবণ । )

সিদ্ধু কির্কিট ।

হাসি কেন নাই ও নয়নে !

অমিতেছ মলিন আননে !

## তৃতীয় অঙ্ক ।

৬৭

দেখ সখি আঁখি তুলি

ফুল গুলি ফুটেছে কাননে ।

তোমাতে মলিন দেখি, ফুলেরা কাদিছে সখি

সুধাইছে বন-লতা, কত কথা আকুল বচনে ।

এস সখি এস হেথা, একটি কহগো কথা

বল সখি কার লাগি, পাইয়াছ মনব্যথা,

বল সখি মন তাঁর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

স্বপ্নময়ী । ( গান । )

ঝাঁঝিট ।

কমা কর মোরে সখি সুধায়ো না আর

মরমে লুকানো থাক মরমের ভার ।

যে গোপন কথা লখি

সতত লুকায়ৈ রাখি,

দেবতা-কাহিনী সম পূজি অনিবার ।

সে কথা কাহারো কানে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে,

লুকান' থাক তা সখি হৃদয়ে আমার ।

পূজা করি,—সুধায়োনা পূজা করি কারে,

সে-নাম কেমনে বল প্রকাশি' তোমাতে ।

আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,

সে নাম যে নহে শোণ্য এই রসনার ।

কুত্র ওই বন-ফুল পৃথিবী-কাননে  
 আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে ।  
 দিন দিন পূজা করি, গুণায় পড়ে সে ঝরি  
 আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার ।

স্বপ্ন ? ( স্বগত ) দেবতা না হন যদি বাঁচি তাহা হ'লে !

যত দিন যায়, আর যত দেখি তাঁরে,  
 ততই মাহুষ বলে মনে হয় কেন ?  
 দেবেরে মাহুষ বলে ভ্রম হয় কভু ?  
 কখন না—আমি তাঁরে পেরেছি চিনিতে ।  
 না জানি দেবতাদের দেখিতে কেমন !  
 হেথাকার বন-দেব যদি দেখা দেন,  
 দেখি তবে তাঁর মুখ তাঁর মত কি না,  
 একবার ডেকে দেখি বনদেবতারে  
 ডাকিলে হয়ত তিনি আসিবেন কাছে ।

( গান । )

রাগিণী প্রভাতী ।

এস গো এস বন-দেবতা  
 তোমারে আমি ডাকি,  
 জটোর পরে বাঁধিয়া লতা  
 বাকলে দেহ ঢাকি ।

তাপস তুমি দিবস রাতি  
 নীরবে আছ বসি,  
 মাথার পরে উঠিছে তারা  
 উঠিছে রবি শশি ।  
 বহিয়া ছটা বরষা-ধারা  
 পড়িছে ঝরি ঝরি,  
 গীতের বায়ু করিছে হাহা  
 তোমারে ঘিরি ঘিরি ।  
 নামায়ে মাথা আঁধার আসি  
 চরণে নমিতেছে,  
 তোমার কাছে শিখিয়া জপ  
 নীরবে অপিতেছে ।  
 একটি তারা মারিছে উঁকি  
 আঁধার ভুরু-পর,  
 দ্বিটার মাঝে হারান্নে যায়  
 প্রভাত রবি-কর !  
 ঝড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল  
 ফুটিছে পড়িতেছে,  
 পাখার মেঘ, কতনা ভাব  
 ভাবিছে গড়িতেছে ।  
 মিলিয়া ছায়া, মিলিয়া আলো

## স্বপ্নময়ী নাটক ।

খেলিছে লুকাচুরি,  
 আলয় খুঁজে বনের বায়ু  
 ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি !  
 তোমার তপ ভাঙাতে চাহে  
 ঝটিকা পাগলিনী  
 গরজি ঘন ছুটিয়া আসে  
 প্রলয়-রব জিনি,  
 ক্রকুটি করি চপলা হানে  
 ধরি অশনি চাপ,  
 আগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা  
 তাহারে দাও শাপ !  
 এসহে এস বন-দেবতা,  
 অতিথি আমি তব  
 আমার যত প্রাণের আশা  
 তোমার কাছে কব ।  
 নমিব তব চরণে দেব  
 বসিব পদ-তলে  
 সাহস পেয়ে বনঝালায়  
 আসিবে দলে দলে ।

( বন-দেবতা বেশে শুভ সিংহের আবির্ভাব । )

স্বপ্ন । ( স্বগত ) একি !—বন-দেবতা !—তিনি ?—এখানে ?—

তিনি বনদেবতা !—তিনি তবে সত্যি দেবতা ?—দেবতাই তো—  
প্রণাম করি—আর অত কাছে না—মালাটা দেব ?—কাছে যাব ?—  
না এই থানে—

( কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রণাম ও ভূমিতে মালা স্থাপন । )

শুভ । ( স্বগত ) একি !—আজ এরকম কেন ?—অত দূর থেকে  
প্রণাম ?—বোধ হয় তুমি ও বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে—আমি  
বলি আমি বন-দেবতা নই—আমি বলি আমি মাহুৰ হুর্কল মাহুৰ—  
মাহুৰের সুখ-আশা, মাহুৰের ভালবাসা, মাহুৰের হুর্কল হৃদয় নিয়ে  
আমি জন্মেছি—আমি বলি আমি মাহুৰ তুমিই দেবতা—তুমিই আমার  
হৃদয়ের দেবতা—কিন্তু না—আমার সঙ্কল্প, আমার সেই মহান  
সঙ্কল্প—আমার সেই চির জীবনের সঙ্কল্প তা হলে বিফল হবে—না  
কখনই না—দেবদেব মহাদেব ! এত দিন যদি তোমার বলে আমার  
হৃদয়কে বলীয়ান করে এসেছ, আজ দেব এই হুর্কল মুহূর্তে আমাকে  
পরিত্যাগ করো না ।—আমার অন্তরে আবির্ভূত হও—দেব-ভাবে  
আমার হৃদয়কে পূর্ণ কর—( প্রকাশ্যে )

কুমারী গুনিয়া ভব হৃদয়েব বাণী

আজ আসিলাম আমি তোমার সকাশে ।

চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ আকাশের পানে

সমস্ত দেশের এই মাথার উপরে

ঘোর নিশীথিনী ভীম পক্ষ বিস্তারিয়া



মহা অভিষাপ এক করিছে পোষণ !  
 অন্ধকারে চন্দ্র সূর্য্য গিয়েছে হারানো ।  
 ঘন ঘোর জলদের ভ্রুকুটির তলে  
 নীরবে নয়ন মুদি কাঁপিছে ভারত !  
 আজি এই ঘনীভূত নিশীথের মাঝে  
 স্তব্ধ জগতের মাঝে একাকী দাঁড়ায়ে  
 দেবতা কি কথা কহে শোন্ স্বপ্নময়ী—

স্বপ্ন । বল প্রভু শীঘ্র বল শুনিব সে কথা ।

শুভ । কে তব জননী তাহা জান কি কুমারী ?

স্বপ্ন । আমার জননী নাই, আমি মাতৃহীনা ।

শুভ । জননী তোমার আছে কহিছ তোমারে !

স্বপ্ন । জননী আমার আছে ?—কোথায় ? কোথায় ?

কোথা দেব কোথা তিনি ? দেখাওনা তাঁকে ।

শুভ । কে তোমারে বক্ষে কোরে করেছে পোষণ ?

কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?

কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?

ধন ধান্য রঙ্গে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?

কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে

পাখীদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া

শুভ্রতম শাস্ত্রতম উবার আলোকে

ধীরে ধীরে স্নম তোর দেন ভাস্কাইয়া ?

কে তোরে আইলে রাজি বুকে তুলে নিয়ে  
নিদ্রাবে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লি গান ?  
জ্যোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া  
অনিমেষ তারকার স্নেহ নেত্র মেলি  
ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে ?  
এমন পাখীর গান, উষার আলোক,  
এমন উজ্জ্বল তারা, বিমল জ্যোছনা,  
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায় ?  
কে তোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?  
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান ?  
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ ?  
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ি ?

স্বপ্নময়ী । না প্রভু জানি নে ।

ସ୍ତ ।

তিনি তোঁর জন্মভূমি ।

স্বপ্ন। আমাদের জন্মভূমি? তিনিই জননী!

শুভ । হাঁ তব জন্মনী সেই তোর জন্মভূমি ।

সেই মাতা, স্নেহময়ী জননী তোঁদের

দেখ দেখ আজি তাঁর একি ছুরদশা,

বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস

দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপানি

সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল ।

বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি  
দেখ চেয়ে দেখ তাঁর করে অপমান,  
দেখ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত !

স্বপ্ন। অপমান ! পদাঘাত ! সে কি কথা প্রভু ?

শুভ। অপমান নয় ? দেব-মন্দির সকল  
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে স্নেহ পদাঘাতে,  
বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ—  
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—  
অপমান নয় ? অপমান বলে কারে ?

স্বপ্ন। থাম দেব—থাম দেব—বুক ফেটে যায় ।  
গো-হত্যা ! ধর্মলোপ ! অপমান নয় ?  
প্রতিকার কিসে হবে শীঘ্র বল প্রভু ।

শুভ। শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে  
পাষণ নয়নে কিরে অশ্রুজল নাই ?  
ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে কিরে রক্তবিন্দু নাই ?  
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই ?  
যাহাঁর প্রসাদে আজি লভিয়া জনম  
হয়েছিস বশিষ্ঠের অর্জুনের বোন  
তাঁর অপমানে আজ মরিতে নারিবি ?

স্বপ্ন। মরিব মরিব দেব এখনি মরিব ।

শুভ। নপিরি দেশের কার্য্যে কুমারী জীবন

অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে ।

সকলে জীবন পায় মরিবার তরে

তুই বাঁচিবার তরে পাইবি মরণ ।

সেই তোর জননীর স্তবিমল যশ

সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ

তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে

যদি বা সৈ ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়

তবু সে, মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের ।

ভাই বল বন্ধু বল, পুত্র পিতা বল

মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার ।

স্বপ্ন । ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে

ভাই হোক পিতা হোক, শত্রু সে দেশের ।

নেপথ্যে । ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে

ভাই হোক পিতা হোক শত্রু সে দেশের ।

স্বপ্ন । ভাই হোক পিতা হোক শত্রু সে আমার ।

শুভ । তবে শোন স্বপ্নময়ি শোন মোর কথা,

জান কে সে শত্রু তব ?

স্বপ্ন ।

না দেব জানি না ।

শুভ । সে শত্রু তোমার পিতা

স্বপ্ন ।

পিতা ?—পিতা মোর ?—

শুভ । সে শত্রু তোমার পিতা, যবনে যে জন

আপনার প্রভু বলে করেছে বরণ ।

মায়ের কোমল হস্তে শৃঙ্খল আঁটিতে,

যে জন মোগল সাথে করিয়াছে যোগ,

মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান,

তাদের যে হাসি মুখে করে সমাদর

সে জন তোমার পিতা, শত্রু সে তোমার ।

স্বপ্ন । পিতা শত্রু ? পিতা ?—প্রভু দেবতা কি তুমি ?

পিতা যাঁরে ভক্তি করি সেই পিতা শত্রু ?

শুভ । হাঁ স্বপ্ন নিশ্চয় ইহা দেবতার বাণী ।

নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মর্ত্য মানবের,

দেবতা দেখিতে পান কে আশ্রয় কে পর,

কে পিতা কে পিতা নয়, কে মিত্র কে অরি ।

স্বপ্ন । তুমি কি বলিছ দেব, পিতা শত্রু মোর ?

একি সত্য শুনিতেছি, একি স্বপ্ন নয় ?

শুভ । দেশের অরাতি যদি শত্রু হয় তোর,

তবে তোর পিতা শত্রু कहিলাম তোরে ।

আজ এই মহাব্রত কররে গ্রহণ

উর্ধ্ব কণ্ঠে উচ্চারণ কর এই কথা ;

“অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা ।”

স্বপ্ন । অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা ।

শুভ । ওই শোন্ ওই শেখ ওই তোর গান্

( নেপথ্যে চারিদিক হইতে গান )

বাহার ।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখ-গান গাহিয়ে

নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে ছনয়নে ।

পাষণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে,

জলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়,

নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভভেদী বজ্র নির্ঘোষে,

ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ।

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোরকেহ নাই,

ভূমি পিতা, ভূমি মাতা, ভূমি মোর সকলি ।

তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব,

তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব

সকল দুঃখ সহিব স্নেহে তোমারি মুখ চাহিয়ে ।

( স্বপ্নময়ীর এই গানে যোগ )

শুভ । ভবিষ্যৎ আমি ওই পেতেছি দেখিতে,

তোর এ দুর্কল হাতে ভারতের পাশ

একেবারে শত ভাগে ছিন্ন হয়ে যাবে ।

তুই রে কুমারী তোর নাইক সন্তান

সমস্ত ভারতবাসী মা বলিবে তোরে,

সমস্ত ভারতবাসী হইবে সন্তান ।

তবে আয় এই বেলা, বিলম্ব কিসের,

জননীরে ত্যজিস্নে বিপদের দিনে ।

তোর মুখে দেখিতেছি উষার কিরণ

নিশীথেরে না বিনাশি যাস্নে চলিয়া ।

স্বপ্নময়ী তোর পিতা শত্রু ভারতের—

স্বপ্ন । আবার বলিছ প্রভু শত্রু মোর পিতা ?

শুভ । হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,

দিন দেখি ধন রত্ন স্বদেশের তরে,

রণভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ

তবে তো জানিব মিত্র দেশের, নতুবা

স্বপ্নময়ী তোর পিতা শত্রু ভারতের,

স্বপ্নময়ী তোর পিতা শত্রু দেবতার,

স্বপ্নময়ী তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর ।

( অন্তর্ধান । )

স্বপ্ন । ( স্বগত ) একি হল ! একি হল ! কোথায় ?—সকলি কি  
স্বপ্ন ?—পিতা আমার শত্রু ?—দেবতার মন্দির সকল যারা চূর্ণ কচ্ছে,  
প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা কচ্ছে—মায়ের এত অপমান কচ্ছে—সেই  
মোগলদের সঙ্গে পিতার বন্ধুত্ব ?—একি কখন হতে পারে ?—তিনি  
কি দেশের জন্য, তিনি কি মায়ের জন্ত তাঁর ধন রত্ন সর্বস্ব দিতে

পারেন না ?—তাঁর প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন না ? যাই তাঁর কাছে ।

( “ দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে ”

এই গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় গভাক্ষ ।

রহিম খাঁর বাটী ।

রহিম খাঁ ।

রহিম । ( স্বগত ) মদ তো ধরিয়েছি—এখন প্রমদা—কিন্তু তার স্ত্রীকে সে যে রকম ভাল বাসে তাতে বড় সন্দেহ হয় । কিন্তু জেহেনাকে একবার যদি দেখাতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হবে—আমার স্ত্রীর এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে তাকে দেখলেই কেমন লোকের মাথা ঘুরে যায়, আমারই অষ্ট প্রহর ঘুবে তো অন্যের । কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হবে না তো ? আমার নিজের মাথা নিজে ঝাচ্ছি নে তো ?—না, তার কোন ভয় নেই । আমাকে সে যে রকম ভাল বাসে, আমাকে একটুখানি না দেখতে পেলে যে রকম ছট ফট করে—না



তার কোন ভয় নেই—একবার জী থেকে জগত্তের মনটা একটু ছিনিয়ে আনতে পারলে আর ভাবনা কি—তখন আমার ইচ্ছে মত তাকে হাবু-ডুবু খাওয়াতে পারব। আর জগৎকে যদি এই রকম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারি—তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য উদ্ধার হবে। এই যে জেহেনার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি এই ব্যালা—

( তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শয়ন ও অসুখের ভাণ । )

আ!—উঃ!—বাবা!—গেলুম!—

( জেহেনার প্রবেশ । )

জেহেনা। ( স্বগত ) অমন তর কচ্চে কেন ? ও বুঝিছি।—  
আমাকে দেখলেই রোগে ধরে—বুড় বয়সে কত সাধই যায়—  
( প্রকাশ্যে ) ও মা ! কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ? ( রহিমের  
মস্তকের নিকট উপবেশন ) অমন কচ্চ কেন রহিম ?

রহিম। ( অতি কাতর ও মৃদুস্বরে ) এসেছ ?—

জেহেনা। আমি তোমাকে দেখবার জন্যে দৌড়ে এসেছি—  
কি হয়েছে রহিম ? অসুখ কচ্চে ?

রহিম। ( অতি মৃদু স্বরে ) মাথা ধরেছে, চোখ চাইতে পাচ্ছি  
নে।

জেহেনা। আহা হা, মাথা ধরেছে ? আমার কেন ধরল না ?

আহা এই টিপে দিচ্ছি (মাথা টিপিতে টিপিতে)—আমি কত মনে করতে করতে আস্চি তোমার হাসি মুখ দেখব, না শেষে কি না এই—(ক্রন্দন)

রহিম । উঃ—আঃ—বাবারে—বাবারে—গেলুগ !—

জেহেনা । রহিম—আমার বুক ফেটে গেল—আর পারিনে—  
এখনি একজন হাকিমকে ডেকে আনি ।

রহিম । হাকিম ? না জেহেনা—অনেকটা ভাল হয়ে এসেছে—  
আমি উঠে বস্চি ।

জেহেনা । না তুমি শোও, আমি হাকিমকে এখনি ডেকে  
আনি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে ।

রহিম । না জেহেনা—তোমার হাতের কোমল স্পর্শে আমার  
সব সেরে গেছে, আর কিছু নেই । এস এখন একটু গল্প করি ।

জেহেনা । হাঁ রহিম একটু গল্প কর—তোমার গল্প শুনে আমার  
বড় ভাল লাগে—দেখ আমি অনেক লোকের গল্প শুনেছি কিন্তু—  
(লজ্জার ভাণ) না না কিছু নয় ।—না না আমি তা বল্চিনে—তা  
বল্চিনে ।

রহিম । না না বল না জেহেনা—বল না, আমার মাথা  
খাও ।

জেহেনা । না না না আমার লজ্জা করে—

রহিম । লজ্জা কি—আমার কাছে লজ্জা কি ?

জেহেনা । এই বল্—ছি—লু—ম—অনেকের গল্প শুনেছি কিন্তু

এমন মিষ্টি—রসিকতা—( লজ্জার হাসি হাসিয়া ) নানা নানা বল্‌ব  
না—( মুখে অঞ্চল প্রদান )

রহিম। আমার গল্প শুনতে ভাল লাগে, এই বল্‌চ'—তুমি  
আমার গেজেল—তুমি আমার জানি ( আদর করত ) দেখ  
জেহেনা—এবার চালের দরটা খুব কমে গেছে। কমবে না কেন?  
দশ হাজার মন এখানে মজুদ ছিল।

জেহেনা। দশ হাজার মন? এত?

রহিম। তার মধ্যে বাকুড়ো থেকে পাঁচ হাজার মন আমদানি  
হয়—আর বীরভূম থেকে পাঁচ হাজার মন। এই দশ হাজারের  
মধ্যে সরু চাল ছিল তিন হাজার আর মোটা চাল ছিল সাত  
হাজার মন—এই যে তিন হাজার মন সরু চাল ছিল আমি মনে  
করেছিলুম কিছু ধরে রাখি—আর খুব সস্তায় পাচ্ছিলুম নাকি—

জেহেনা। ( স্বগত ) এ অদহ! ( প্রকাশ্যে ) তা কিনলে না  
কেন?

রহিম। গদাধর পাল আমাকে অনেক অহরোধ করলে—  
বল্লে—কেনো না খাঁ সাহেব—এমন সস্তা আর হবে না। আমি মনে  
করলেম খাঁ সাহেব ধাপ্পা বাজিতে ভোলেন না। আমি আর বুঝি  
তোমার মৎলব?—তার আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম যে তার  
চালের বস্তা জলে ডুবেছিল, সেই চাল আমাকে গতাবার চেষ্টা।  
তা আমি ভাবলুম বেচারা কষ্টে পড়েছে—ওর উপকারের জন্যে  
নয় কিছু নি—কিন্তু সে ভয়ানক চড়া দাম বলতে লাগল—আমি

বল্লুম—বটে ?—আমি কি তোমার মালের খবর জানিনে ?—তুমি জলে-ডোবা বস্তা আমাকে বিক্রী করতে এসেছ ? ১০ই তারিখে রাত্রির ছপুরের সময় বাজু ঘাটের পাঁচ রসি তফাতে তোমার নৌকা ডুবি হয়—আর কেউ জানে না বটে কিন্তু আমি জানি—সে তো একেবারে অবাক—সে বলে—আপনি অমনি নিয়ে যান—আমি এক পয়সাও চাই নে। আমি বল্লুম—( হাসিয়া ) তোমার নৌকাও ডুবি হয়—তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও—তোমাদের শিব টের না পেতে পারে কিন্তু রহিম খাঁ তোমাদের শিবের বাবা। তাঁর কাছে কিছুই ছাপা থাকে না।

জেহে। রহিম খাঁ শিবের বাবা !—হি—হি—হি—হি—এমন কথাও কখন শুনিনি—হি—হি—হি—হি—রহিম আর হাসিও না—আমার পাজরা ব্যথা কচ্ছে—শিবের বাবা ! হি—হি—হি—তোমার কথা শুনে এমন হাসি পায়। তোমার রহিম কি বুদ্ধি—সব অমনি পেয়ে গেলে ?

রহিম। আমার কাছে চালাকি করতে এসেছিল—কিন্তু অমনি আমি নিলুম না—মনে কল্লুম গরিব বেচারী, তাই প্রতি বস্তায় দুই দুই পয়সা ধরে দিলুম। তার পর যখন এখান থেকে দিল্লিতে চাল রপ্তানি হল—দশ হাজারের মধ্যে কানপুরে গিয়েছিল কত ছুলে যাকি—

জেহেনা। ( স্বগত ) আর তো পারি নে—আমদানিতেই রক্ষা নেই আবার রপ্তানি ! ( প্রকাশ্যে ) হি—হি—হি—হি—ঐ কথাটা

ক্রমাগত মনে পড়ছে—হি—হি—হি—শিবের বাবা—না রহিম তোমার  
গল্প আর শোনা হবে না—তুমি বড় লোককে হাসিয়ে হাসিয়ে  
মার—না আর হাসব না (গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) রহিম তোমার  
কিন্তু এ ভারি অত্যা—

রহিম। অন্যান্য—সে কি ?

জেহেন। তুমি যে এত পরের উপকার করে মর, ব্যামো হ'লে  
তোমাকে একবার কেউ দেখতেও আসে না—অথচ পরের জন্যেই খুঁরে  
খুঁরে তোমার মাথা ধরে—এই রকম উপকার না করলেই কি নয় ?

রহিম। কি জান জেহেন—কেমন একটা আমার স্বভাব হয়ে  
পড়েছে—পরের উপকার না ক'রে আমি থাকতে পারি নে—এই  
দেখ না কেন, জগতের চরিত্র ভাল করবার জন্তে আমি কত চেষ্টা  
কচ্ছি—সে কি একবার ভুলেও আমার কাছে আসে ?—তার স্ত্রীকে  
গান শেখাবার জন্তে তোমাকে যে আমি অনায়াসে একজন পরের  
বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম—সে কেবল জগৎকে ভাল বাসি বলে।—  
এমন কি, জগৎ যদি তোমাকে কখন দেখেও ফ্যালে তাতে আমার  
কোন আপত্তি নেই। না হলে—তুমি তো আমার ভাব জ্ঞান—  
যে স্ত্রী পরপুরুষের ছায়া মাড়ায় তাকে আমার ইচ্ছে হয় তখন  
টুকুরো টুকুরো করে কেটে ফেলি। তার স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে  
শেখাও তো জেহেন ?

জেহেন। রহিম তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি, আমার সেখানে  
যেতে ভাল লাগে না—আমার ইচ্ছে করে তোমার কাছে আমি

অষ্ট প্রহর থাকি—তোমার সব মজার গল্প শুনি—তোমার গল্প শুনে  
আমার এমন ভাল লাগে !—

রহিম । কি করবে বল—দিন কতক কষ্ট সহ ক'রে থাকো—  
পরের উপকারের জন্ত কি না করা যায় ?—আচ্ছা, জগৎ কি উঁকি  
ঝুঁকি মারে ?

জেহেনা । তা বল্চি রহিম—সে হবে না—পুরুষ মানুষ এলে  
আমি তখনি পালাব—মেয়ে মানুষের সঙ্গেই যা আমার কথা কইতে  
লজ্জা করে—

রহিম । না তা আমি বল্চি নে—বল্চি যদি দূর থেকে উঁকি  
মারে, তা হলে কি করবে বল ?—নইলে জগৎ আমার স্ত্রীসঙ্গে  
বোসে কথা কবে—এত বড় স্পর্ধা—তা হলে তখনি আমি তাকে  
টুকুরো টুকুরো করে কেটে ফেলব না ?—রহিম থা বড় সহজ লোক  
নয় !—জেহেন আমি চল্লম ।

জেহেন । (সোহাগের স্বরে) আবার কখন আসবে ?—তুমি  
গেলে আমি কি করে থাকব ?

রহিম । আমি এলেম বলে । (প্রস্থান ।)

জেহেন । তুমি গেলেই বাঁচি—আঃ আমদানি রপ্তানিতে  
জালাতন করেছে । আমিও এই ব্যালা সখির বাড়িতে যাই ।

(প্রস্থান ।)

## তৃতীয় গর্তাঙ্ক।



রাজবাটী।

উদ্যান।

রাজা! (স্বগত) ঐই দিনটা বড় ভাল হয়েছে, সেই দিন  
আবার সম্রাট্ আরঞ্জীবের জন্মদিন। দিনের ব্যালা দরবার হবে—  
রাত্রে শুভ বিবাহ। সেদিন কি আনন্দের দিন! জামাইটি আমার  
ঠিক মনের মত হয়েছে। ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, এর চেয়ে আর কি হতে  
পারে? (নেপথ্যে গান।—“দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান  
গাইয়ে”) ও কে ও?—স্বপ্নময়ী যে!—কি গান গাচ্ছে?—  
“দেশে দেশে ভ্রমি তব গুণ গান গাইয়ে”—কার গুণ গান  
না জানি গাচ্ছে।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। ওই যে পিতা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি উনি জননীকে  
ভাল বাসেন কি না।

রাজা। মা! তুমি কার গুণ গাইচ মা?

স্বপ্ন। পিতা—জননীর হৃৎগান ।

রাজা। তোর জননীর গুণ গান ?—আহা ! এখনও তাকে ভুলিস্  
নি ? বাস্তবিক তোর জননীর গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না—  
হা ! ( দীর্ঘ নিঃশ্বাস )

স্বপ্ন। পিতা—আমি মার কথা বল্চি নে—ইনি আমারও জননী,  
তোমারও জননী, আমার মায়েরও জননী ।

রাজা। সকলের জননী ?—ও ! জগৎজননী দেবী ভগবতীর  
কথা বল্চ ?—আ ! তাঁর গুণ বর্ণনা কে করতে পারে ?—পতিত-  
পাবনী সনাতনী কলুষনাশিনী আহা—মা তোমার এত অল্প বয়সে  
ধর্ম্মে মতি দেখে বড় আশ্চর্য্য হল ।

স্বপ্ন। পিতা, আমি দেবী ভগবতীর কথা বল্চি নে। ইনি  
জননী জন্মভূমি ।

রাজা। জননী জন্মভূমি ?—তুমি বাহা একথা জান্লে কি  
ক'রে ?—শাজ্জে আছে বটে—“ জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরী-  
য়নী । ”

স্বপ্ন। কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ ?

কে মোরে অচল রেহে বক্ষে ধরে আছে ?

কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?

ধন ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?

কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?

কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান ?



কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ ?

কে তিনি আমার মাতা ?—তিনি জন্মভূমি ।

রাজা । ( বিস্মিত ভাবে ) এ সব কোথা থেকে তুই শিখলি ?—  
অ'্যা ?—আহা বড় চমৎকার কথা গুলি !—তোমার যে এত জ্ঞান হয়েছে  
তা আমি জান্‌তেম না—সবাই তোকে পাগলি বলে উড়িয়ে দেয়—  
এতো ওড়বার কথা নয়—আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনি—তব্বাগীশ  
মহাশয়কে ডেকে আনি—তারা এই কথা গুলি একবার শুদ্ধক—  
শাস্ত্রেতেও এমন কথা শুনিনি—কে আচিস্ ওরে !—মন্ত্রীকে ডাক্  
তো—আহা আহা চমৎকার—এই যে মন্ত্রী এসেছে । ”

( মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী । মহারাজ !

রাজা । মন্ত্রী ! স্বপ্নময়ীর এমনতর জ্ঞান জন্মেছে আমি তা জান্-  
তেম না—চমৎকার সব কথা বল্‌চে—এমন কথা আমি শাস্ত্রেও  
শুনিনি—শাস্ত্রে বলেছেন বটে জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরী-  
য়সী—কিন্তু সে এ রকম না—মন্ত্রী তুমি একবার শোন—মা সেই  
কথাগুলি আবার একবার বল তো ।

স্বপ্ন । হাঁ সেই জননী মম মোর জন্মভূমি,

সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের

দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি ছুরদশা,

বাম হস্তে ছিল ষাঁর কমলার বাস

দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি

সেই ছুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল ।

রাজা । আহা ! শুনলে মন্ত্রী, চমৎকার কথা না ?—এ সব শিখলে কোথা থেকে তাই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আর কিছু না ।—আবার “শৃঙ্খল” কথাটা কেমন ওখানে বশিয়েছে দেখেছ ?—শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন ।—শাস্ত্রে আছে “বন্ধোহি বাসনাবন্ধোমোক্ষঃ স্যাৎবাসনাক্ষয়ঃ” “বাসনা দ্বারা যে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ ।” শাস্ত্রে আরও বলেছেন, “দে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্মমেতি চ ।” মগ অর্থাৎ “আমার” এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ—তবে দেশের বন্ধন কি ?—না—আমার দেশ, আমার দেশ এই যে জ্ঞান—অতএব “আমার দেশ আমার দেশ”—এই যে ভ্রম—এই যে বন্ধন—যখন ঘুচবে তখনি দেশ মুক্ত হবে ।—বাঃ চমৎকার । “সেই ছুই হস্তে পড়েছে শৃঙ্খল !” কি চমৎকার !—শুধু দেশ কেন—“ভোগেচ্ছানাত্রকো বন্ধঃ”—ভোগেচ্ছা নাত্রই বন্ধন ।

মন্ত্রী । মহারাজ !—কথা গুল আমার বড় ভাল ঠেক্চে না ।—আপনি যে অর্থ কচ্ছেন বোধ হয় ওর অর্থ তা নয় ।

রাজা । তুমি বল কি মন্ত্রী—আমি যা অর্থ কচ্ছি তা ঠিক হচ্চে না ?—আমার চেয়ে তুমি শাস্ত্র বেশি জান ?—হাহাহাহা—শাস্ত্র বিষয়ে তুমি কথা কইতে এসো না—কি ক’রে অর্থ-সংগ্রহ হবে, কি করে প্রজাশাসন হবে সে সব বিষয় তুমি জানো বটে—কিন্তু এ সব তোমার অনধিকার চর্চা ।

মন্ত্রী । আজ্ঞা মহারাজ—

স্বপ্ন । “ বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি  
দেখ চেয়ে দেখ তাঁর করে অপমান  
দেখ ওই মায়েরে করিছে পদাঘাত ”

রাজা । সে কি কথা ?—মোগল ?—দেশের সঙ্গে মোগলের  
সম্বন্ধ কি ? অপমান !—পদাঘাত !—সে কি ?

মন্ত্রী । মহারাজ—এ বিদ্রোহ ! এ বিদ্রোহ !—ও কথা শুন্বেন  
না—এখনি সর্বনাশ হবে !—এখনি সর্বনাশ হবে—কি ভয়ানক !

রাজা ।—অঁা ?—কি !—বিদ্রোহ !—না মন্ত্রী তুমি বুচ্চ না—  
মা, তুমি আগে যে কথাগুলি বল্ছিলে সে তো বেশ—এখন কি  
বল্চ ?—পদাঘাত !—অপমান !—

স্বপ্ন । “ অপমান নয় ?—দেব-মন্দির সকল  
চূর্ণ-চূর্ণ করিতেছে স্লেচ্ছ-পদাঘাতে,  
বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ,  
গো হত্যা নির্ভয়ে কবে রাজপথ মাঝে,  
অপমান নয় ?—অপমান বলে কারে ? ”

রাজা । মন্ত্রী ?—মন্ত্রী !—একি !—একি কথা বলে ?—না না  
না—এ কি !—এসব কি ? এষে বিদ্রোহ বিদ্রোহ ঠেক্চে—এ কে  
শেখালে ?—মা তুমি যাও, এ সব কথা মুখে এনো না—ও ভাল কথা  
নয়—মন্ত্রী,—একি ? অঁা ?

মন্ত্রী । মহারাজ আমি তো বলেই ছিলাম—

রাজা । তাই তো—তাই তো ।—

স্বপ্ন । সেই মোর জননীর স্নবিমল যশ—

সে যশে<sup>১</sup> যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ

তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে,

যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়,

তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের ।

ভাই বল বন্ধু বল পুত্র পিতা বল

মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার ।

রাজা । এ কি কথা ! এ কি কথা !—থামো স্বপ্নময়ি—

আর না—আর না—

মন্ত্রী । রাজকুমারী ও কথা আর মুখে এনো না—কি সর্বনাশ  
কর'চ তা কি তুমি জানো না ?—কে এই সকল কথা শুনে ফেলবে—  
কি সর্বনাশ !

রাজা । তাইতো একি !—মন্ত্রী !—তুমি এখন যাও মা—ও সব  
কথা থবদার মুখে এনো না—যাও—

স্বপ্ন । ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই কাপুরুষে,

ভাই হোক, পিতা হোক শত্রু সে দেশের ।

( স্বপ্নের সবেগে প্রস্থান । )

রাজা । এ কি ব্যাপার ? মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । ব্যাপার আর কি মহারাজ, এ বিদ্রোহ—আপনি তো  
শাসন করবেন না—সম্রাট টের পোলে বলুন দেখি কি সর্বনাশ হবে ?

রাজা। তাই তো—তাই তো।—মন্ত্রী এখনি তুমি ওকে শাসন করে দেও—আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলুম। বুঝেছ মন্ত্রী বুঝেছ?—কি সৰ্ব্বনাশ, বোধ হয় বিবাহ দিলেই সব সেরে যাবে। না মন্ত্রী?—

মন্ত্রী। মহারাজ বিবাহটা যত শীঘ্র দেওয়া হয় ততই ভাল— কিন্তু আপনি যদি কোন আপত্তি না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজা। আপত্তি কি?—কোন আপত্তি নেই, যা তোমার ইচ্ছে কর না।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত রাজকুমারীকে একটা ঘরে বদ্ধ করে রাখতে হবে—রাজকুমারী একজন সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করে আমি শুনেছি—সেই সন্ন্যাসীকে শীঘ্র গেরেফতার করতে হবে।

রাজা। এখনি এখনি এখনি—কে সে? শীঘ্র তাকে গেরেফতার করগে—তবে দেখ মন্ত্রী স্বপ্নকে ধরে রেখো কিন্তু যেন কষ্ট না পায়—বুঝেছ—বুঝেছ মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মহারাজ তা আমাকে আর বলতে হবে না (স্বগত) রাজকুমারীকে আটকে রাখা বড় সহজ নয়, রীতিমত কারাগৃহে বদ্ধ করে না রাখলে চলবে না।

রাজা। এস তবে এখন যাওয়া যাক্।

( উভয়ের প্রস্থান। )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।



রাজবাটীর অন্তঃপুর ।

( সুমতির প্রবেশ । )

সুমতি । ( স্বগত ) আহা জেহেনা বড় ভাল লোক, এমন লোক আমি কখন দেখিনি—মুসলমানদের ভিতর এমন ভাল লোক আছে আমি তা জানতাম না—আমাকে সে কি ভয়ানক ভাল বাসে । এখনও আস্চে না কেন ? তার তো আসবার সময় হয়েছে । ওই বুঝি আস্চে—

( জেহেনার প্রবেশ । )

সুমতি । এস জেহেনা ।

জেহে । আমার সহি—আমার সহি—আমার প্রাণের সহি !

( জেহেনা দৌড়িয়া আসিয়া সুমতিকে

আলিঙ্গন ও চুম্বন । )

সুমতি । আজ এত দেরি করলে কেন ? আমি তোমার দন্তে কতক্ষণ-যে বসে আছি ।

জ়েহেনা। বল্চি ভাই—আগে তোমাকে চুম খেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নিই। (ঘন ঘন চুম্বন।) দেরি হল কেন জিজ্ঞাসা কর্চ ? না ভাই সে আর জিজ্ঞাসা কর না। (হঠাৎ বিষম ভাব ধারণ)

স্মৃতি। কেন অমন বিষম হয়ে পড়্লে জ়েহেনা ? বল না কি হয়েছে ?—

জ়েহেনা। আমার যা অদৃষ্টে আছে তা আমি ভোগ কর্চি, তা বলে তোমাকে কেন ভাই একটুও কষ্ট দিতে যাব।

স্মৃতি। আমাকে বল্বে না ?—বলনা জ়েহেনা।

জ়েহেনা। আমি তো ভাই তোমাকে এক দিন সব বলেছিলুম। আমার পোড়া অদৃষ্ট—আমাকে কেউ ভাল বাসে না—মা না, বাপ না, স্বামী না, কেউ না। আমি তাঁদের দোষ দিই নে। আমার কি গুণ আছে যে তাঁরা ভাল বাসবেন। আর স্বামী তো আমার দেবতা, তাঁর দোষ কি ? তাঁর গুণ আমি এক মুখে বলতে পারিনে— তাঁর মত লোক পৃথিবীতে কি আর আছে ? আহা আমার ভাই মন কেমন কচ্ছে—আর থাকা হল না—একবার ভাই তাঁকে দেখে আসি। (উখানোদ্যম।)

স্মৃতি। এর মধ্যেই যাবে ?—না তা হবে না—একটু বোসো—তুমি কি এক দণ্ডও তাঁকে না দেখে থাকতে পার না ?

জ়েহেনা। আমাকে ভাই কি একটা রোগে ধরেছে—তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই তোমার জন্তে ভাই মন ছুট্ ফুট্

করে—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই আবার তাঁর জন্তে মন ছট্‌ফট্‌ করে। এই তিনি আর তুমি—তুমি আর তিনি—এই রকম করেই আমার দিনটা ভাই কেটে যায়। মাইরি, তুমি ভাই কি একটা যাহু জানো, নইলে এত শীঘ্রি কি করে আমাকে বশ করলে ?

স্মৃতি। (লজ্জিত হইয়া) হ্যাঁ আমি আবার যাহু—(তাড়া-তাড়ি) তুমি কেন দেরি করলে তা তো বলো না জেহেনা—

জেহেনা। এখনও তোমার তা ভাই মনে আছে? আমি মনে করেছিলুম ভুলে গেছ। আমার ভাই একটু রাঁধতে, দেরি হয়ে গিয়েছিল—তাই আমার স্বামী—তাঁর কোন দোষ নেই— আমাকে খাটের খুরোতে বেঁধে রেখে দিয়ে ছিলেন।

স্মৃতি। (আশ্চর্য হইয়া) একটু রাঁধতে দেরি হয়েছিল বলে বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন?—ওমা! এ কি রকম স্বামী। তোমার উপর এত অত্যাচার করেন—আর তুমি বলচ তাঁর কোন দোষ নেই?—তোমার কি ভয়ানক স্বামিভক্তি!

জেহেনা। তা ভাই তাঁর তাতে দোষ কি? আমারই দোষ। আমার রাঁধতে দেরি না হলে তো তিনি ও-রকম করতেন না। আর অন্য স্বামী হলে চাবুক মারতো, তিনি তো স্নান কেবল চড় মেরেছিলেন।

স্মৃতি। আবার চড় মেরে ছিলেন? এই কি তোমার ভাল স্বামী জেহেনা? কি ভয়ানক!



জ্যেহেনা। না ভাই তুমি অমন করে আমার স্বামীর দোষ দিও না, তুমি ভাই আমাকে কিছু বললে আমার ভারি কষ্ট হয় (ক্রন্দনের ভান)

স্মৃতি। না আমি আর কিছু বলব না—তুমি কেঁদনা। (স্বগত) এই স্বামীকে এত ভক্তি—আমার স্বামীর ব্যবহার দেখলে জ্যেহেনা না জানি কত স্থখাতি করে। আর জ্যেহেনা যে রকম ভাল লোক তাঁব সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিতে হবে—তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন কত ভাল। (প্রকাশ্যে) আমার স্বামীও ভাই খুব ভাল লোক—তুমি তাঁকে একবার দেখবে জ্যেহেনা ?

জ্যেহেনা। ও মা, ও মা, ও মা, তা হলে লজ্জার একেবারে মবে যাব—হাজার হোক পর পুরুষ—ওমা সে কি হয়। তবে, তিনি ভাই তোমার স্বামী—সেই এক কথা, অত পর ভাবলে তোমার যদি কষ্ট হয়—তোমাকে ভাই একটুও কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে করে না—পর পুরুষ বল্লুম বলে তোমাব কি ভাই কষ্ট হল ?

স্মৃতি। তা তুমি তাঁকে অত পর ভাবলে আমার কষ্ট হবে না ?

জ্যেহেনা। নানা ভাই, আমার মনের ভাব তা ছিল না—তবে কি না, আমার অভ্যাস নেই তাই বলছিলাম।—তা তোমার জ্ঞে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি—একটু লজ্জার কষ্ট বৈতো নয়। তিনি ভাই কখন আসবেন ?

স্মৃতি। তাঁর আসবার সময় হয়েছে এখনও কেন আসছেন না তাই ভাবছি, তুমি সেই গানটা গাও না জ্যেহেনা।

জেহেনা । কোন্টা ?

সুমতি । “সাধের বকুল-ফুল হার”—

জেহেনা । তুমি তো ভাই সে গানটা শিখেছ—তুমি গাও না ভাই,  
বেশ মজা হবে এখন ।—আমি তোমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দি—আর  
তুমি গাও—আর গাইতে গাইতে তোমার প্রাণ নাথ এসে পড়বেন ।

সুমতি । হ্যাঁ—আমি বুঝি সেই জন্তে বলছিলাম ?—ও গানটা  
আমার বেশ লাগে তাই বল্চি—আচ্ছা আমি গাচ্ছি—যে খান্টা  
ঠিক না হবে আমাকে বলে দিও ।

জেহেনা । তা দেবো—আমিও তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাতে  
বসি । ( খোঁপায় ফুল পরাইতে পরাইতে ) এইবার তবে আরম্ভ কর ।

সুমতি । তুমি যে সত্যি সত্যি ফুল দিয়ে আমাকে সাজাতে  
বসলে । না জেহেনা ও কি ও ?—

জেহেনা । সত্যি সত্যি না তো কি ?—তুমি ভাই আর জালিও  
না—গাও । আ ! ভাই এই ফুলেতে এমন মানিয়েছে কি বল্বে—  
তোমার ভাই মুখের কি সুন্দর গড়ন, একটু কিছু দিলেই কেমন  
মানিয়ে যায়—

সুমতি । নিচ্ছে জেহেনা রঙ্গ কোরো না—আচ্ছা আমি গাচ্ছি ।

( গান । )

দেশ ।

দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে

সাধের বকুল ফুল হার ।

আধ-কুটো জুঁই-গুলি, যতনে আনিয়া তুলি,

দেলো দেলো ফুলময় সাজে

সাজায়ে আমারে সখি আজ ।

ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো,

এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ ।

যালো সঁহচরি এই বেলা ত্বরা করি

এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ । •

এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন ?

বুঝি বা সে ছুখিনীরে আজি ভুলে গেল,

বুঝি বা সে এল নারে ।

সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয় ।

না লো সখি না,

ওই দেখ্ দেখ্‌লো,

ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ ।

( হঠাৎ থামিয়া হাসিতে হাসিতে )

না জেহেনা আমার হচে না—তোমার মত রঙ্গ-ভঙ্গ করতে  
পাচ্ছি নে। তুমি গাও না ।

জেহেনা । আচ্ছা-গাচ্ছি (অভিনয় সহকারে রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গান)

স্মৃতি । ( হাস্য সহকারে ) তুমি ভাই কত রঙ্গই জান । উনি

বুঝি আস্‌চেন—(দূরে পদশব্দ) এই ব্যালা—এই ব্যালা—শেষ  
কলিটা ধর—

“ওই দেখ্ দেখ্ লো

ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ ।”

তা হলে বড় মজা হবে। এই ব্যালা বল—এই ব্যালা বল—এসে পড়লেন বলে ।

জেহেনা। আমি কেন ভাই বল্—তোমার প্রাণ-নাথ তুমি বল না ।

( জগৎ উঁকি মারিয়া প্রশ্নান । )

স্মৃতি। তা তুমি তোমার বল্তে দোষ কি ? ঐ যে ঐ যে ( জগতের প্রতি ) কোথায় পালাও ? এসনা ভাই । এক জন নূতন লোককে দেখে যাও না ।

( জগতের প্রবেশ ও জেহেনা ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত

জড় সড় হইয়া উপবেশন । )

জেহেনা। ও কি কর—ও কি কর ভাই ?

জগৎ। ( ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ) তুমি গান শেখ না—গান হয়ে গেলে আমি আস্বে এখন ( পিছন ফিরিয়া গমন উদ্ভূত )

স্মৃতি। না তা হবে না—এঁর সঙ্গে আলাপ কর্তে হবে । বোসো না ।

জগৎ। সে কি হয় ?—ওঁর লজ্জা করবে যে । আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর বরং । উনি যদি অনুমতি দেন তা হলে বসি ।

স্মৃতি। কি জেহেনা অনুমতি হবে ? অত লজ্জা কচ কেন ?

আমার তো কিছু লজ্জা কচ্ছে না। যদি না বল তা হলে কিন্তু ওঁর অপমান করা হবে। আচ্ছা কথা কৈতে না পার, ঘাড় নেড়ে বল। অব্যশি, হৃদিকে ঘাড় নেড়ো না। ( জেহেনার এক দিকে ঘাড় নাড়া ) হয়েছে-হয়েছে অনুমতি হয়েছে।

জগৎ। আচ্ছা তবে বসি।

সুমতি। ইনি এমন ভাল লোক তোমাকে কি আর বলব। ওঁর স্বামী ওঁর উপর এত অত্যাচার করেন তবু'উনি তাঁকে ভয়ানক ভালবাসেন, হৃদও না দেখতে পেলে একেবারে ছটু ফটু করেন।

জেহেনা ( অর্ধ-স্মৃতি স্বরে মাটির দিকে চাহিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বিষণ্ণ ভাবে ) না মহাশয় তিনি আদবে অত্যাচার করেন না—ওঁর কথা শুনবেন না।

জগৎ। আমি পূর্বেই সুমতির কাছ থেকে আপনার দুঃখের কথা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল।

জেহেনা। সে মশায় কারও দোষ নয়—আমার অদৃষ্টেরই দোষ ( সুমতির প্রতি মৃদু স্বরে ) দেখ দিকি ভাই তুমি ওসব কথা ওঁকে কেন বলে ?

সুমতি। তা'উনি জানলেনই বা, তাতে দোষ কি ?

জেহেনা। ( সুমতির কানে কানে ) দেখ ভাই—তোমার প্রাণ-নাথের ঠোঁট দুটি বড় ভাল, ঠোঁটে কি আলতা দিয়েছেন ?

সুমতি। ( উচ্চ হাস্য করিয়া ) দেখ ভাই জেহেনা বল্চে—

জেহেনা। ( সুমতির মুখ চাপিয়া ধরিয়া ) না ভাই—বোলো

না—তোমার পায়ে পড়ি ভাই বোলো না—আমি কিছু বলি নি।

স্মৃতি। তাতে দোষ কি—উনি বলছিলেন তোমার ঠোঁট দুটি বড় ভাল—মনে করেছেন ঠোঁটে আলতা দিয়েছ।

জগৎ। আলতা দিয়েছি—হা হা হা।

জেহেনা। না মশায় ওঁর কথা শুন্বেন না—নব মিছে কথা, তুমি বানিয়ে এত কথাও ভাই বলতে পার।

স্মৃতি। বানিয়ে বলিচি বৈ কি।

জগৎ। (স্মৃতির প্রতি) তুমি গান শেখ না—আমি শুনি। ওঁর গলা আমার বড় মিষ্টি লাগে।

স্মৃতি। তুমিও আমার সঙ্গে শেখো না।

জগৎ। আমি তোমার কাছ থেকে পরে শিখব, উনি আমাকে শেখাবেন কেন ?

স্মৃতি। ওঁকে শেখাবে না জেহেনা ? লজ্জা করবে ?

জেহেনা। তা কেন শেখাব না—শেখাতে আমার লজ্জা করে না।

স্মৃতি। তা ভাই তুমি শেখো না—উনি যে রকম ভাল লোক ওঁর কাছ থেকে শিখতে কোন দোষ নেই।

জগৎ। আমি একটা কাজ পেলে বাঁচি—আচ্ছা আমি কাল থেকে শিখব।

জেহেনা। আমি ভাই আজ তবে আসি—(কানে কানে)  
বড় মন কেমন কচ্ছে।

সুমতি । আচ্ছা তবে এসো—অনেক ক্ষণ ধরে রেখেছি ।

জ্যেহনা । ( স্বগত ) এক আঁচড়েই বুকে নিয়েছি—তোমাকে  
ফাঁদে ফেলতে বেশি দেরি লাগবে না ।

( জগতের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া জ্যেহনার প্রশ্নান । )

সুমতি । আমি যা বলিছিলুম, তা কি ঠিক না ? জ্যেহনা বড়  
ভাল লোক ।

জগৎ । বাস্তবিক—বড় সরেস লোক—আহা, বেচারী কি কর্তাই  
না পাচ্ছে ।

সুমতি । আমার কাছে গান টান করে তবু মনটা একটু ভাল  
হয়, না হলে বড়ই বিমর্ষ হয়ে থাকে ।

জগৎ । হাঁ আমি দেখিছি, ওর মুখে কেমন একটা মিষ্টি বিমর্ষের  
ভাব আছে ।

সুমতি । এস ভাই এখন ও-ঘরে যাওয়া যাক ।

জগৎ । চল । ( স্বগত ) জ্যেহনা আর একটু থাকলে বেশ  
হত ।

( প্রশ্নান । )



## পঞ্চম গভাক্ষ ।



রাজবাটীর উদ্যান ।

রহিমের প্রবেশ ।

রহিম । (স্বগত) জগৎকে এত করে বল্‌চি বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই তবু সে তো নিরস্ত হচ্ছে না, নবাবের কাছে নিজে যাবে বল্‌চে, নবাবের একবার চৈতন্য হলে আমাদের কাজ উদ্ধার হওয়া বড় কঠিন হবে । মদেতে মাঝে মাঝে দিব্যি বেহৌঁস হয়ে পড়ে থাকে কিন্তু আবার মজীর পরামর্শে কেমন এক একবার চেতনা হয় । আর এক টোপ তো ফেলিছি, দেগি এবার বঁড়সি লাগে কি না, তবে যদি ছিপ্‌ শুদ্ধ টেনে নিয়ে পালায় সেই ভয়—কিন্তু ছিপ্‌ আমার মুটোর মধ্যে, তা ছিঁড়ে নেওয়া বড় শক্ত ।

(মুরজের প্রবেশ ।)

মুরজ । বন্দেগি খাঁ সাহেব ।

রহিম । বন্দেগি, এখানে কি মনে করে ?

মুরজ । একটা বরাত ছিল । রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মনে করলুম খাঁ সাহেবকে একবার স্লাম দিয়ে আসি । তা ইদিক্‌কার কত দূর ?

রহিম । তার জন্যে তোমরা ভেবো না—যখন একবার তোমা-



দের কথা দিয়েছি তখন আর নড় চড় হবে না—তোমরা মনে করচ  
আমার তো কোন স্বার্থ নেই তবে কেন আমি এ কাজ করব—  
কিন্তু তা ভেব না, পরোপকার করাই আমার জীবনের ব্রত । বিশে-  
ষতঃ তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়েছে তোমাদের জন্য আমি  
প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি ।

স্বরজ । সে আপনার অলুৎহ । বাস্তবিক খাঁ সাহেব, আপনার  
মত পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি । আপনার কোন  
স্বার্থ নেই—অথচ আমাদের কেবল উপকারের জন্তেই আমাদের  
সঙ্গে যোগ দিয়াছেন । এ কি সাধারণ কথা ?—কজন লোক এ  
রকম পারে ?—কিন্তু খাঁ সাহেব একটা কথা শুনে ভারি ভয় হয়েছে ।  
রাজকুমার নাকি বিদ্রোহের সন্দেহ করে সৈন্তসংগ্রহ করছেন—  
আবার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, তা হলে তো বড়ই  
বিপদ । নবাবের সঙ্গে যেন তাঁর সাক্ষাৎ করাটা কোন মতেই না  
ঘটে—এইটো আপনার কোন রকম ক'রে করতে হচ্ছে ।

রহিম । সে আমাকে আর বলতে হবে না । তোমাদের উপ-  
কারের জন্তে আমি কি না করছি । কিন্তু এই ব্যালা তোমাকে  
একটা কথা বলে রাখি—শুভসিংটা কোন কাজের নয়—ওকে  
তোমাদের সেনাপতি ক'র না—তা হলে সব ব্যর্থ হবে । ও কি  
কখন যুদ্ধ দেখেছে ?

স্বরজ । শুভ সিং আবার যুদ্ধ করবে ?—হয়েছে । আপনি  
কি তাই মনে করেছেন না কি ? আপাতত একটা লোক খাড়া

ক'রে রেখেছি এই মাত্র, কাজের সময় আপনিই আমাদের ভরসা ।  
বাস্তবিক ধরতে গেলে আমাদের দলপতিই বলুন, কর্তাই বলুন, সেনা-  
পতিই বলুন, আপনিই আমাদের সব । আপনার ভরসাতেই এই  
কাজে প্রবৃত্ত হওয়া । নবাবের সঙ্গে যাতে রাজকুমারের সাক্ষাৎটা  
না ঘটে—

রহিম । তার জন্তে ভেবো না—আর নবাবের আমি কি না  
জানি—তার পিতামহ দেলোয়ার খাঁ ১২৬০ সালে এক জন সামান্য  
ফেরিওয়ালার কাজ করত, তার পর তার পিতামহ আলি খাঁ—সালটা  
মনে পড়চে না কি ভাল—

স্বরজ । ( স্বগত ) এই আবার চোদ্দ পুরুষের শ্রদ্ধা আরম্ভ করেছে  
( প্রকাশ্যে ) রাজকুমার এই দিকে আবুচেন আমি পালাই ।  
বন্দেগি । ( স্বরজের প্রস্থান )

রহিম । কৈ ? হাঁ তাই তো, অচ্ছা বন্দেগি ।

( জগৎরায়ের প্রবেশ । )

রহিম । কুমার, বন্দেগি বন্দেগি । ( নত ভাবে সেলাম )  
জগৎ । রহিম, আমার আর সময় নেই । শীঘ্রি হাতি ঘোড়া  
প্রস্তুত করতে বল । আমার সঙ্গে একশো পদাতিক যাবে । আর  
একশো ঘোড়-সওয়ার । নবাবকে যা সওগাদ দিতে হবে মন্ত্রী  
সব ঠিক করে রেখেছে । তুমি এই সকল উদ্যোগ শীঘ্র কর ।

রহিম । যো হকুম কুমার এখনি যাচ্ছি ।—নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ?

জগৎ । হাঁ নবাবের সঙ্গে । কেন বল দেখি ?

রহিম । না তাই হজুবকে জিজ্ঞাসা করছি—বোধ হয় রাজ্যের কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকবে নৈলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন ?

জগৎ । বিপদ নম ? যে রকম শুনতে পাচ্ছি শীঘ্রই একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে । মহারাজ বামন পণ্ডিতদের অজস্র দান করে তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য করে ফেলেছেন, 'অর্থের অভাবে দৈত্য সংগ্রহ হয়ে উঠছে না । নবাবের কাছে গিয়ে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বলে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে । নবাব সাহেব বোধ হয় এখনও কোন খবর পান নি—তাহলে কি তিনি নিদ্রিত থাকেন ?

রহিম । কুমার, বিদ্রোহের কথা যদি সত্যি হত তা হলে কি নবাব সাহেব খবর টের পেতেন না ?

জগৎ । নবাব সাহেব দূরে থাকেন তিনি টের পাবেন কি করে ? আর তাঁর যে সকল কর্ণচাপী আছেন, এবকম একটা বিদ্রোহ হলে তাদের পক্ষে তো খুব মজা—উপার্জনের বেশ উপায় হয় ।

রহিম । নবাবের কর্মচারীরা খারাপ নয় ? অত্যন্ত খারাপ । এই যে এখানকার সবার কোতোয়াল আছেন—এঁর প্রপিতামহ থস্কু খাঁ তিনি ১৩০০ সালে—

জগৎ । ও-সব কথা রেখে দেও, আমি শুনতে চাইনে, এখন যা বল্চি তাই কর ।

রহিম । যো হুকুম কুমাব—আমি এখন সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিচ্ছি—আর, একটা শিশি কি সঙ্গে দেব ? কি জানি যদি কখন ইচ্ছে হয়—

জগৎ । হাঁ হাঁ বটে বটে সেটা ভুলনা । ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, আমার এখন একটু তৃষ্ণা পাচ্ছে—আছে-কি কিছু সঙ্গে ?

রহিম । আছে বৈকি—এই যে ( জেব হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া ) আমার কাছে কিনা থাকে—হজুরের কখন কি দরকার হয় আমি আঙু থাকতে সব ঠিক করে বেখে দি ।

জগৎ । তাই তো, তুমি তো, খুব হসিয়ার দেখছি, ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল, আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছিল কি বল্ ।

রহিম । এখন কি থাকেন ? আমি বরং আগে হুকুমটা তামিল করে আসি । জরুরি কাজ, বিদ্রোহ—

জগৎ । না এখনি এখনি—শিশিটা এখনি দাও ( শিশি কাড়িয়া লইয়া পান ) হুকুম পাবে হবে । রহিম আশ্চর্য্য, তুমি কি করে আঙু থাকতে এ সব সংগ্রহ করে রাখ বল দেখি ? ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল ।

রহিম । আমার সব সংগ্রহ থাকে, কি জানি যদি কুমারের কোন জিনিস কাজে লাগে ।

জগৎ । ( নেশা-গ্রস্ত হইয়া ) রহিম রহিম তোমার জীর গলা বড় মিঠে—

রহিম । আজ্ঞা সকলেই তো তাই বলে ।

জগৎ । আমি বল্‌চি রহিম—তার আওয়াজ বড় মিঠে, আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না ?

রহিম । বিশ্বাস কচ্চি বৈ, কি কুমার—আর লোকে বলে দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয় ।

জগৎ । মন্দ নয় ? চমৎকার চমৎকার—আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না ?

রহিম । নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্ত সব উদ্যোগ করি গে ।

জগৎ । চুলোয় যাক নবাব—কাল হবে।—বড় মিষ্টি গলা—  
চমৎকার—

( জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান । )

রহিম । তবে, দেখতে পেয়েছে । বড়শি লেগেছে । এইবার তবে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াবার সময় । আর আমি কিছু ভয় করি নে । এই বড়শির মাছ বড় সাধারণ মাছ নয়—সমস্ত হিন্দুস্থানের সিংহাসন !

( রহিমের প্রস্থান । )

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।



রাজবাটীর অন্তঃপুর ।

জগন্নাথ সুমতি ।

সুমতি । ও শিশি থেকে যখনি তুমি কি খাও তখনি তোমার  
অস্থখ করে—আর ভাই খেও না—খাবে ?

জগৎ । তোমার ঐ এক কথা—আমি বুঝি নে আমার কিসে  
অস্থখ করে না করে ? ও খুব ভাল জিনিষ—ও খেলে আমার মনটা  
ভারি ভাল থাকে ।

সুমতি । কিন্তু আমি দেখিছি ও-টা খেলেই তুমি কি এক  
রকম হয়ে পড়, তোমার কথার মানে বোঝা যায় না—আর আমাকে  
মিছি মিছি বকে ।

জগৎ । মিছি মিছি বকি ? ঐ রকম বললেই তো রাগ ধরে—  
আমার কিসে অস্থখ হয় না হর তুমি তার কি বুঝবে ? দাও, শিশিটা  
এনে দাও—কোথায় রেখেছ এনে দাও ।

সুমতি । তোমার ভাই পায়ে পড়ি, আমাকে আনতে বোলো  
না—আমি বুঝিছি ও বিষ । ঐ জেহেনা আস্চে, ওর কাছ থেকে  
একটু গান টান শেখো, তা হলে মনটা ভাল হবে ।

জগৎ। ঢের হয়েছে। আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।  
তোমার কাজ না থাকে তো তুমি এখন যাও।

স্বমতি। আমি যাব?—আচ্ছা আমি যাচ্ছি—তুমি ভাল থাক-  
লেই হল (অশ্রুপাত) (স্বগত) আগে তো উনি অমন কঠোর  
ছিলেন না।

(জেহেনার প্রবেশ।)

জেহেনা। সই সই কোথায় যাচ্ছ ভাই?

স্বমতি। আমি আসছি।

(অঞ্চল দিয়া অশ্রুচমোচন করিয়া)

তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

জেহেনা। রাজকুমার আমি আজ তবে আসি। (ক্রন্দনের  
ভান)

জগৎ। সে কি জেহেনা? এর মধ্যেই যাবে কি? বোসো  
না—ও কি? কাঁদচ কেন?

জেহেনা। (উপবেশন করিয়া) না—কাঁদি নি।

জগৎ। আমার কাছে ঢাক্চ কেন জেহেনা, বলনা কি  
হয়েছে—আজ কি বাড়িতে তোমার উপর বড় অত্যাচার  
হয়েছে?

জেহেনা। না তা নয় রাজকুমার, তা আমার সওয়া অভ্যাস  
আছে কিন্তু কিন্তু—

জগৎ । কিন্তু কি জেহেনা ? আমাকে খুলে বল না ।

জেহেনা । কিন্তু আমার সখি—আমার প্রাণের সখি—আমার সঙ্গে আজ ভাল করে কথা কইলেন না—তাই—( ক্রন্দন )

জগৎ । কেঁদে না জেহেনা, আমি তাকে বলব এখন—এ ভারি অন্যায় বটে ।

জেহেনা । না রাজকুমার বোলো না—আমি জানি যাকেই আমার আপনার বলে মনে করি, তা হতেই আমি কষ্ট পাই; কারোঁরি দোষ না, সে আমার পোড়া অন্তরেরই দোষ । থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নেই ।

জগৎ । দেখ জেহেনা, তোমার বোঝবার ভুল হয়েছে । সে জন্যে যে তোমর সঙ্গে ভাল করে কথা কয় নি তা নয়, আমার একটু সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে, তা এত করে আমি তাকে সরাবের শিশিটা দিতে বল্লুম তা কিছুতেই সে দিলে না, তাই আমাদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে । অচ্ছা বল দিকি জেহেনা, এটা কি তার অন্যায় না ?

জেহেনা । আপনার সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে না কি ? তা একটু আধটু খেতে কোন দোষ নেই । আমি দেখিছি যারা সরাব খায় তাদের মন বড় প্রফুল্ল থাকে ।

জগৎ । দেখ দিকি জেহেনা, এ সে বুঝবে না । কেবল বলে অস্ব্থ করবে অস্ব্থ করবে ।

জেহেনা । বরং আমি দেখিছি যাদের অভ্যাস আছে তার



যদি সময় মত না পায় তাদের তো এমন কষ্ট হয় না—তাদের মুখ দেখলে ম'য়া করে। আমি তো তাদের না দিয়ে থাকতে পারি নে। তাই আমি আজ এসেই আপনার মুখ ভারি শুকনো দেখিছিলুম। আমার এমনি কষ্ট হচ্ছিল।

জগৎ। সত্যি বড় কষ্ট হয়।

জ়েহেনা। আহা সখি তবে এমন কল্লেন কেন? আহা বড় মুখ শুখিয়ে গেছে, কোথায় আছে বলুন, 'আমি এনে দিচ্ছি। (উত্থান)

জগৎ। না জ়েহেনা তুমি বোসো, তুমি কি করে পাবে—সে কোথায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

জ়েহেনা। আচ্ছা একবার খুঁজে দেখি। (অন্বেষণ ও কুলুঙ্গি হইতে একটা শিশি পাইয়া) পেয়েছি পেয়েছি।

জগৎ। পেয়েছ? তবে নিয়ে এস। আঃ বাঁচা গেল।

জ়েহেনা। কিন্তু রাজকুমার আমার একটু ভয় কচ্ছে—সখি বারণ করে গেছেন—আমি দিলুম—তিনি কি মনে করবেন!

জগৎ। তিনি আবার কি মনে করবেন? তার কোন ভয় নেই।

জ়েহেনা। তিনি কিছু মনে করবেন না? তিনি মনে করবেন তাঁর স্বামী—আমার কি অধিকার আছে?

জগৎ। না সে সব কিছু ডেবো না জ়েহেনা—দাও।

জ়েহেনা। আপনার কষ্ট দেখে না দিয়েও থাকতে পারি।

(শিশি জগতের হস্তে প্রদান)

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আ! বাঁচা গেল। এইবার জেহেনা তবে একটা গান হোক।

জেহেনা। (যেন জগতের কথা শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া পানের বোঁটায় চুন দিয়া একটা পানের উপর লিখন)

জগৎ। কি লিখছ জেহেনা?

জেহেনা। না—কিছু না। একটা পান খাবেন? না না না—ভুলে—আমার হাতের পান খাবেন কি করে? ঘেন্না করবে যে!

জগৎ। বল কি—তোমার পানে ঘৃণা করবে? দাও আমি খাচ্ছি।

জেহেনা। (পান প্রদান) পানে একটু চুন কম হয়েছিল—তা এই আন্ত পান একটা ওর সঙ্গে খান, তা হলে চুন লাগবে না। (প্রদান)

জগৎ। (আন্ত পান লইয়া) এ কি!—এ সব লেখা কি? তুমি এই মাত্র বুঝি লিখছিলে জেহেনা?—“জগৎ—জগৎ”—

জেহেনা। (লজ্জার ভাণ) ও মা—ও মা—ও মা—ও কি করেছি—কোন পানটা দিতে কোন পানটা দিয়েছি—ও আমার লেখা না—ও হিজি বিজি কে লিখেছে।

জগৎ। তা হোক দিব্যি হাতের লেখা। আর পানটি এমন চমৎকার সাজা হয়েছে কি বলব। এইবার তবে একটা গান হোক—

জেহেনা। (জগতের মুখের পানে গদ গদ ভাবে এক দৃষ্টে চাহিয়া)

জগৎ । কি দেখছ জেহেনা ?—ঠোঁট লাল হয়েছে কি নাঁতাই  
দেখ্চ ?—তোমার পানে আর লাল হবে না ?

জেহেনা । না না কিছু না—এই আমি গাচ্ছি—

( গান । )

রাগিণী মিশ্র ।

না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার

যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার

এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মন হারা হই

তবুও পলক নাহি নয়নে আমার ।

( স্মৃতির প্রবেশ । )

জগৎ । ( স্বগত ) আ ! এখনি কেন ? ( প্রকাশ্যে ) বেশ হচ্ছিল  
বেশ হচ্ছিল—থামলে কেন জেহেনা ?

জেহেনা । সখি আজ তবে আমি আসি—কেন বুকেছ ?  
( কানে কানে ) বড় মন কেমন কর্চে ।

স্মৃতি । আচ্ছা ভাই তবে আজ এসো । ( জেহেনার প্রস্থান । )

জগৎ । দিনকে দিন তুমি কি রকম হয়ে যাচ্ছ বল দেখি ?—  
একজন ভদ্র লোকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কেবল দেখা করতে আসে,  
এত পরিশ্রম করে তোমাকে গান শেখায়—তার আর কোন স্বার্থ  
নেই, কেবল তোমাকে ভাল বাসে বলে আসে—আর তুমি কি না  
তার সঙ্গে একবার ভাল করে কথাও কও না ?

সুমতি । আজ ভাই আমার মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কিছুতেই ভাল করে কথা কইতে পারলুম না—আবার যে দিন আসবে সে দিন ভাল করে কথা কব ।

জগৎ । ঐ রকম করে তুমি তার প্রতি ব্যবহার করলে কি আর সে আসবে ? কোন্ ভদ্রলোক এরকম সহ্য করতে পারে ?

সুমতি । আচ্ছা ভাই তিনি এলে আমি তাঁর পায়ে ধরে মাগ চাব । আমি বলছি আমার অন্যায় হয়েছে ।

জগৎ । শুধু অন্যায় হয়েছে, ভারি অন্যায় হয়েছে । দিনকে দিন তোমার স্বভাবটা কেমন কঠোর হয়ে পড়ছে । আমি এত করে সে শিশিটা চাইলুম, তুমি কিছুতেই দিলে না । জেহেনা এক জন নতুন লোক, আমার কষ্ট দেখে তারও পর্যাস্ত মায়ী হল, আর তোমার কিছুই হল না । ভাগ্যিস জেহেনা ছিল তাই—নানা ত্রুটি নয়—সে কথা বলছি নে—আমি আপনাই—

সুমতি । কি ! জেহেনা তোমাকে শিশিটা এনে দিয়েছে না কি ?—ভাই, তোমার কিসে ভাল হয় আমার চেয়ে কি জেহেনা ভাল জানে ?

জগৎ । না না তা নয়—জেহেনা কিছু এনে দেয় নি—তোমার চেয়ে কি করে ভাল জানবে ?—না না তা বলছি নে,—এস, আমার কাছে এস, এইখানে বোসো । এতক্ষণ কেন আস নি ?

সুমতি । ( ক্রন্দন ) ভাই—ভাই—আমি আসবো, মাত্রই তোমার মুখ কেন এমন এক রকম হয়ে গেল—আমি তোমার কাছে এলে কি

সুখী হও ? আমি অত শীঘ্র না এলেই ভাল হত—বেশ গান শিখছিলে—সুখে—

জগৎ। কাঁদচ কেন ? এস এস আমার কাছে এস—তুমি মনে করচ তোমাকে আমি ভাল বাসি নে ? তুমি কি পাগল হয়েছ ? এস এস আমার পাগলিনী আমার—এখনও কাঁদচ ? ছি কেঁদ না। এস চোখ পুছিয়ে দি (কুমাল দিয়া অশ্রু মোচন) ও হো ভাল কথা—নবাবের ওখানে যেতে হবে যে, এই ব্যালা তার উদ্যোগ করি গে। (তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

স্মৃতি। দেখি শিশিটার কিছু আছে কি না—কি সর্বনাশ, সমস্তটাই খেয়েছেন দেখছি, আচ্ছা জেহেনা কি ক'রে অমন বিষ এনে দিলে ? ওর গুণ কি জেহেনা জানে না ? তাই অতাই কি জেহেনার কাছে তিনি অষ্ট প্রহর থাকতে ভাল বাসেন ? জেহেনা চলে গেলে তাই কি তিনি চার দিক শূন্য দেখেন ? বুকেছি—সব বুকেছি। আমার কপাল ভেঙ্গেচে।

(আপন মনে গান)

রাগিণী পিলু।

বুকেছি বুকেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়।

ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?

ও শুধু বাড়ায় ব্যাথা, সে সব পুরাণো কথা

মনে ক'রে দেয় শুধু ভাঙে এ স্বপ্ন।

প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার  
 আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর  
 প্রেম যদি ভুলে থাকে সত্য করে বল না কো  
 করিব না মুহূর্তেরও তরে তিরস্কার ।  
 তখনি তো বলেছিছু ক্ষুদ্র আমি নারী  
 তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী ।  
 আরও কীরে ভাল বেসে স্থখী যদি হও শেষে  
 তাই ভাল বেসো নাথ, না করি বারণ ।  
 মনে ক'রে মোর কথা, মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা  
 পুরাণে প্রণয় কথা কোরো না স্মরণ ।

( অঞ্চলদিয়া অশ্রু মোচন করিতে  
 করিতে প্রস্থান । )

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।

## চতুর্থ অঙ্ক ।



### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



রাজবাটীর উদ্যান ।

রাজা । বল কি মন্ত্রী !

মন্ত্রী । আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ভারি আশ্চর্য্য, রাজকুমারী এবার কি ক'রে সে পালালেন তা কিছুই ভেবে পাই নে—রক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলুম, রক্ষকেরা বল্লে যে একজন দেবতা এসে হুজুর রাস্তিরে দ্বার খুল্তে বলেন—তারা ভয়ে দ্বার খুলে দিলে ।

একজন রক্ষক । সত্যি দেবতা বটে, তাঁর তিনটে চোক আছে, কপালের চোকটা দপ্ দপ্ করে জলে । হজুর আমি তো তাঁকে দেখে মুচ্ছেঁ গিয়েছিলুম ।

রাজা । স্বপ্নময়ী তো একজন দেবতার কথা সারাদিন বলে । কে সে দেবতা না জানি—কিছুই তো বুঝ্তে পাচ্চিনে ।

মন্ত্রী । যেমন এক দিকে শুভসিংহ বিদ্রোহী হয়েছে, তেমনি শুনেছি একজন সম্রাসীও দেবতার ভান ক'রে চারি দিকে বেড়াচ্ছে—আর লোকের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজন ক'রে দিচ্ছে ।

রাজা। সত্যি না কি ?

একজন রক্ষক। মহারাজ সে সন্ন্যাসী নয়, সে দেবতা—জাগ্রৎ  
দেবতা।

মন্ত্রী। চূপ্ কর্ বেয়াদব।—তা মহারাজ, তাকে ধরবার জন্যে  
আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মন্ত্রী তবে এখন বিবাহের কি হবে ? এমন যোগ্য পাত্র  
ঠিক হয়ে গেল—দিন'পর্যন্ত স্থির হল, বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হচ্ছে,  
এই সময় স্বপ্নময়ী পালালো।

মন্ত্রী। মহারাজ রাজকুমারীর আশা পরিত্যাগ করুন, তাকে  
ধরে রাখবার কোন উপায় নেই। আপনার অজ্ঞাতসারে একটা  
সুদৃঢ় কারাগারে তাকে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম, সেখান থেকে  
যখন—

রাজা। কি ! কারাগার ?—মন্ত্রী তার তো কোন কষ্ট হয় নি ?

মন্ত্রী। রাজকুমারীকে আমি কষ্ট দেব আপনার বিশ্বাস হয় ?  
তার কোন কষ্ট হয় নি।

রাজা। অমন্ কারাগার থেকে পালিয়ে গেল ?—তবে আর  
কোন আশা নেই। তবে এখন কি করি মন্ত্রী ?—আমার এই বুদ্ধ  
বয়স্বে এত দূর যাত্রণা আমার অদৃষ্টে ছিল ?—তবে এখন আর বিবা-  
হের উদ্যোগ ক'রে কি হবে ?—এমন যোগ্য পাত্র পেয়েছিলাম—  
বল কি, মন্ত্রী—ষড়দর্শন তার কণ্ঠস্থ—আর কি তেমন হবে—  
লোকে বলে টাক্—দাঁত উঁচু—কিন্তু তাতে কি এসে যায় ?



মন্ত্রী। আমি তবে মহারাজ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ স্থগিত করে রাগি।

রাজা। কাজেই। কিন্তু দেখো মন্ত্রী পাত্রটি এখনও যেন হাত ছাড়া না হয়।

মন্ত্রী। না মহারাজ তার জন্ত চিন্তা নেই।

( যন্ত্রীর প্রস্থান। )

( নেপথ্য গান—“দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাইয়ে।” )

রাজা। ( স্বগত ) ঐ-সেই গান—নিশ্চয় সে আস্তে। এমন আশ্চর্য্য মেয়েও দেখিনি—আপনার ইচ্ছে মত কখন যায়—কখন আসে কিছুই ঠিকানা নেই—ওকে ধরে রাখা অসম্ভব—১৫ ই দিনটা বড় ভাল—সে দিন আবার সন্ধ্যার জন্ম দিন—সে দিন যদি ঠিক সময়ে আসে তা হলে কোন আড়ম্বর না করে তৎক্ষণাৎ-বিবাহটা দিয়ে ফেলে হয়—আঃ তা হলে বাঁচা যায়—১৫ ই তারিখে ঠিক সময়ে যাতে আসে তাই বুঝিয়ে বলে দেগি—বিবাহের কথা বলব না, তা হলে নাও আসতে পারে।

( স্বপ্নময়ীর প্রবেশ। )

স্বপ্ন। ( স্বগত ) পিতার কি দোষ ?—জননীর কথা আমার কাছ থেকে শুনে প্রথমে তো তিনি ভারি খুসি হয়েছিলেন, তার পর মন্ত্রী তাঁকে কি বুঝিয়ে দিলে—আবার তাঁর মত ফিরে গেল। আর

একবার তাঁকে বুঝিয়ে বলি (প্রকাশ্যে) পিতা, জননীর জুতো তোমার সমস্ত ধন রত্ন দিলে না ? - দেওনা পিতা ।

রাজা । তুই কি পাগল হয়েচিস্ স্বপ্নময়ী—কে তোকে এ সব কথা শেখালে ?

স্বপ্ন । কেউ না পিতা, স্বয়ং দেবতা ।

রাজা । সে কোন্ দেবতা বল্ দেখি ?

স্বপ্ন । তিনি পিতা সব জায়গাতেই আছেন ।

রাজা । তুই তাকে দেখেছিস্ ?

স্বপ্ন । বল কি পিতা, আমি আবাব তাঁকে দেখিনি ?—আমি বোজ তাঁকে ফুল দিয়ে পূজা কবি ।

রাজা । তাঁর মন্দির কোথায় ?

স্বপ্ন । কোথাও মন্দির নেই—আজ এখানে, কাল সেখানে, সর্বত্রই তিনি আছেন । তুমি আমার কথা বিশ্বাস কচ্ছ না পিতা ? যদি তিনি দেবতা না হবেন তবে কি ক'রে আমাকে অমন কঠিন কারাগার থেকে অনায়াসে উদ্ধার করলেন ?

স্বপ্ন । বোধ হয় কোন ছুষ্ঠ লোক তোকে ছলনা কচ্ছে, তার কথার ভুলিস্ নে মা, তা হলে বিপদে পড়বি ।

রাজা । পিতা অমন কথা বোলো না তিনি অন্তর্ধানী—এখনি জানতে পারবেন—কি ক'রে বসে পিতা—তোনার একটুও ভয় হল না ? একেই তো তিনি বলেন তুমি দেশের শত্রু—যদি আবার জানতে পারেন তুমি তাঁকে মান না—তা হলে ভয়ানক

হবে। তিনি রাগলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি পিতা, আর ও কথা বোলো না। তোমার সমস্ত ধন রত্ন আমাকে দেও, তাঁর কাছে আমি নিয়ে যাই—তা হলে তিনি আর তোমাকে শত্রু মনে করবেন না—তিনি আমাকে এক দিন যে কথা বলেছিলেন তা এখনও যেন পৃষ্ঠ শুন্তে পাচ্ছি।

“ হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,  
দিন দেখি ধন রত্ন স্বদেশের তরে,  
রণ ভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ,  
তবে তো জানিব মিত্র দেশের—নতুবা  
স্বপ্নময়ি তোব পিতা শত্রু ভারতের,  
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার,  
স্বপ্নময়ি তোব পিতা স্বয়ং শত্রু তোব ”

রাজা। দেখ স্বপ্ন হয় তুই পাগল হয়েচিস্ নয় তোকে কে ছলনা কচ্ছে। আমি তোর শত্রু এই কথা তোকে বুঝিয়ে দিয়েছে ?

স্বপ্ন। আমি সত্যি বলছি, এর একটা কথাও মিথ্যা নয় পিতা, এই ব্যালা তোমার ধন রত্ন আমাকে দেও, না হলে দেবতা নিজেকে সেদিন জোর করে নিয়ে যাবেন সেদিন কি ভয়ানক হবে—সেই কথা মনে হলে আমার ভারি ভয় হয়—পিতা এই ব্যালা আমার কথা শোনো, তোমার শত্রু হয়ে আমাকে না আস্তে হয়—  
(ক্রন্দন)

রাজা। হা হা হা হা—তুই স্বপ্নময়ি আমার শত্রু হবি ?—দেও

এক তামাসা বটে, তুই আনাকে কি ক'বে মারবি বল দিকি ?  
হা হা হা—

স্বপ্ন। পিতা তোমার পায়ে পড়ি, সে দিন যেন না আসে—  
সেই ১৫ ই তারিখ—সে কথা আমার মনে হলে হৃৎকম্প হয়—ওঃ !

রাজা। ১৫ই তারিখে তোর দেবতা এখানে আসবেন ?

স্বপ্ন। হাঁ পিতা ।

রাজা। তাঁর সঙ্গে তুইও আসবি ?

স্বপ্ন। হাঁ ।

রাজা। আচ্ছা তোর দেবতা আসুন বা না আসুন, তুই সেই  
দিন আসিস, আর দেবতা যদি আসেন তো দেখব কেমন সে  
দেবতা ।

স্বপ্ন। তবে নিশ্চয় সে দিনে আস্তে হবে ?—সে কি অশুভ  
দিন পিতা তুমি এখনও বুঝতে পাচ্চ না ।

রাজা। মা, সে দিন অশুভ নয়—সে ভারি শুভ দিন ।

স্বপ্ন। হা ! কি করলে পিতা ?

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান ।)

রাজা। (স্বগত) ১৫ ই তারিখে তবে আসবে—আর তবে  
কিসের ভাবনা—মন্ত্রীকে আবার তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে  
বলে দি । বিবাহ দিয়েই এক জন ভাল চিকিৎসক আনিয়ে  
চিকিৎসা করাতে হবে—বোধ হয় মস্তিস্কেরই রোগ । আ ! ১৫ই  
তারিখ—সে দিন কি আনন্দেরই দিন—সে দিন আস্বা মাত্র তৎ-

ক্ষণাৎ বিবাহ দিয়ে দেব—মস্ত্রি—মস্ত্রি—কে আছি! শীঘ্র মন্ত্রীকে ডেকে দে—

( রক্ষকের প্রবেশ । )

রক্ষক । যে আজ্ঞা মহারাজ । ( রক্ষকের প্রস্থান )

( মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী । আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা । এখনি আবার বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দেও ।

মন্ত্রী । সে কি মহারাজ ! রাজকুমারী কি এসেছেন ?

রাজা । হাঁ স্বপ্নময়ী এসেছিল, সে আমাকে কথা দিয়ে গেছে ১৫ই তারিখে আসবে—তাকে ধরে রেখে কোম ফল নেই—সে যখন বলে গেছে আসবে তখন অবশ্য আসবে ।

মন্ত্রী । তবে কি আবার উদ্যোগ করতে বলব ?

রাজা । হাঁ—এখনি এখনি—শীঘ্র যাও—আর তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ডাক্তে পাঠাও—আর দেখ, পাত্রটি তো ঠিক আছে ?

মন্ত্রী । হাঁ মহারাজ । সে সব ঠিক আছে ।

রাজা । দাঁত উচু—মাথায় টাক—তাতে কি এসে যায়—এতো বরং ভাল লক্ষণ—বল কি, ষড়দর্শন একেবারে কণ্ঠস্থ, আর কি চাই—

( সকলের প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



রাজবাটীর অন্তঃপুর ।

সুমতি জেহেনা ।

সুমতি । কেন ভাই উনি আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না ?—কাছে গেলে বিরক্ত হন ? আমি কি করিছি ?—(ক্রন্দন)

জেহেনা । তা আমি কি ক'রে জানব, তোমার হল স্বামী তাঁর মনের কথা আমি কি ক'রে জানব বল—

সুমতি । তোমার সঙ্গে সে দিন ভাল ক'রে কথা কইনি বলে কি তুমি ভাই রাগ করেছিলে ?—আমাকে ভাই মাপ কোরো— আমার মন সে দিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কথা কইতে পারি নি ।—উনি সেই জন্য আমাকে ধমকাচ্ছিলেন ।

জেহেনা । তুমি কথা কওনি বলে আমি রাগ করব কেন ?— আমি জানি আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার সঙ্গে কথা কইতে লোকের ভাল লাগবে কেন ? আমার কি গুণ আছে যে ভাল লাগবে ?

সুমতি । তোমার ভাই আবার গুণ নেই—তোমার সঙ্গে আবার কেউ কথা কয় না ? উনি তোমার সঙ্গে কথা কইতে কত ভাল বাসেন—তুমি যতক্ষণ থাক উনি কেমন স্নেহে থাকেন । ঐ যে ভাই উনি আসছেন । আমি চল্লম ।

জেহেনা । যাচ্চ কেন ভাই ? থাক না—তুমিও গান শিখবে এখন ।  
স্মৃতি । না ভাই কাজ নেই । ( স্মৃতির প্রস্থান )

( জগৎনারায়ের প্রবেশ । )

জগৎ । ( স্বগত ) না আজ আর নবাবের ওখানে যাব না—  
কাল যাব । আর বোধ হয় রহিমের কথাই সত্যি—বিদ্রোহ সব  
মিথ্যে । আর যদি বা সত্যি হয়, আজ না গেলে কি ক্ষতি ? আজ  
জেহেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাল যাব—নিশ্চয় কাল যাব ।  
এই যে জেহেনা ( প্রকাশ্যে ) ও কি ! কাঁদচ কেন জেহেনা ? কি  
হয়েছে ? বল না কি হয়েছে ?

জেহেনা । ( ক্রন্দন করত ) রাজকুমার আমার কি সর্বনাশ  
হয়েছে তা কি তুমি জান না ?

জগৎ । সে কথা শুনেছি বৈকি । সে কথা শুনে আমার ভয়া-  
নক কষ্ট হয়েছিল, কি করবে বল জেহেনা—আহা রহিমের মত লোক  
আর হবে না কিন্তু এত দিনেও তোমার শোক কি একটুও কমল  
না ? কি করবে বল—সকলই অদৃষ্ট—

জেহেনা । রাজকুমার আমি জানি—আমি জানি সকলই আমার  
পোড়া অদৃষ্টের ফল । তবু জেনে শুনেও প্রাণটা কেমন থেকে  
থেকে কেঁদে ওঠে । কিছুতেই নিবারণ করতে পারি নে । আবাব  
যখন ভাবি ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই, কোথায় যাই, কার  
আশ্রয়ে থাকি, একলা স্ত্রীলোক, তখন—( ক্রন্দন )

জগৎ । জেহেনা তোমার কোন ভাবনা নাই—আমি তোমাকে আশ্রয় দেব—তুমি মনে করচ ত্রিসংসারে তোমার কেউ নেই ? তা মনে ক'রো না—জেহেনা তোমার জুগে আমি কি না করতে পারি ?—জেহেনা তুমি কেঁদো না—তোমার হাতখানি দেখি—( দুজনে হাতে হাত দিয়া নিস্তক্ ভাবে উপবেশন ) ( অন্তরালে স্মৃতির প্রবেশ )

স্মৃতি । ( অন্তরাল হইতে স্বগত ) আমার মাথা ঘুৰ্চে—আর পারি নে—কেন ঘুৰ্চে শুন্তে এলুম ?—যদি শুন্তলুম তো শেষ পর্যন্ত শুনি—কিন্তু আর যে পারি নে—বুক যে ভেঙ্গে গেল—ও !—ও !—যাই যাই—না, আর একটু খানি—

জেহেনা । রাজকুমার আমাকে কি ক'রে আশ্রয় দেবে ? আমি যে মুসলমানি—তা হলে তোমার যে নিন্দে হবে—জাত যাবে—আমার যাই হোক তোমাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না—বিশেষতঃ আমার সখি একেই আমাকে দেখতে পারেন না—আবার যখন তিনি শুনবেন একজন মুসমানিকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাহলে কি আর রক্ষা থাকবে ? তা হলে, কি অপমান করে আমাকে তিনি তাড়িয়ে দেবেন না ? না রাজকুমার তা'র কাজ নেই—আমার পোড়া অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ( ক্রন্দন )

জগৎ । কি জেহেনা ? আমার স্ত্রী তোমাকে তাড়িয়ে দেবে ? তা কখনই মনে ক'র না—তাকে আমি বুঝিয়ে বলব—তোমার জন্য জেহেনা আমি কিনা করতে পারি—আমার কুল থাক, মান



যাক্, জাত যাক্, সব যাক্—তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না ।

জেহেনা । রাজকুমার, সকল পুরুষই প্রথমে ঐ রকম ক'রে বলে থাকে—কিন্তু কিন্তু—আচ্ছা রাজকুমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার স্ত্রী যখন মুখ ভারি ক'রে এসে আমার নামে তোমার কাছে কত কি বলবে তখন কার কথা তোমাব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যাবে একবার ভেবে দেখ দিকি ? না রাজকুমার, তাঁকে কষ্ট দেব কেন ? আমিই চলে যাব ( ক্রন্দন )—

জগৎ । জেহেনা তুমি যেও না—আমার কথা শোনো, যেও না—আমি তোমার সঙ্গে আলাদা বাড়ি ক'রে দেব—যাতে তুমি সুখে থাক আমি তাই করব—আমার জীব সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব থাকবে না—তঁার রাগ করার তো কোন কারণ নেই—একজন অনাথাকে কি আমি আশ্রয় দেব না ? তিনি তাতে কি বলতে পারবেন ?

জেহেনা । রাজকুমার তুমি বব্চ না—আমি থাকলে কখনই তাঁর ভাল লাগবে না—রাত দিনই তিনি মুখ ভার করে থাকবেন—সে ভারি কষ্টকর হবে—

জগৎ । মুখ ভার ? তা হতে পারে—কিন্তু তাতে কি ? কিছু দিনের পর সব সয়ে যাবে কিন্তু জেহেনা তোমাকে মিনতি কছি তুমি যেও না । তুমি একলা অনাথা স্ত্রীলোক কোথায় যাবে ? সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে দেখবে শুনবে ?—কে তোমার যত্ন করবে—

( স্মৃতির প্রবেশ । )

স্মৃতি । ( কাঁপিতে কাঁপিতে জগতের পদতলে পড়িয়া ) নাথ—  
আমার প্রভু—আমার দেবতা—আমার জুগে কিসের বাধা ? আমি  
এখনি চলে যাচ্ছি—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—তুমি আমার দেবতা—  
তোমার স্মৃতি আমি বাধা দেব ?—নাথ, তা মনেও ক'র না—আমি  
একটুও বাধা দেব না—আমি অনায়াসে সব সহ করব—আমি অনেক  
চেষ্টা করেছিলুম যাতে আমার মুখ ভার না হয়—কিন্তু কিছুতেই পারি  
নি—নাথ কি করব বল—জেহেনা কি করব বল—আমি জানি  
আমার এই অন্ধকার-মুখ তোমাদের স্মৃতির হস্তারক—কিন্তু আর ভয়  
নেই আমি যাচ্ছি, এ মুখ আর দেখতে হবে না ( উঠিয়া গমন )

জগৎ । ওকিও ?—ও কথা কেন বল্চ ?—তুমি যাবে কেন ?  
তুমি যাবে কেন ?—সে কি—

জেহেনা । তুমি কেন যাবে ভাই, আমিই যাচ্ছি ।

স্মৃতি । তুমি অনাথা স্ত্রীলোক, তুমি কোথায় যাবে জেহেনা ?  
সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে তা হ'লে দেখবে শুনবে ?—  
কে তোমাকে যত্ন করবে ?—আর তুমি গেলে ওঁকেই বা কে যত্ন  
করবে ?—আমি চল্লম, তোমরা ভাই স্মৃতি থাক । ( স্বগত ) যে  
দিকে তু চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই—অরণ্য মরু, শ্মশান  
কোথাও আর ভয় নেই ।

জগৎ । ( উঠিয়া ) যেও না যেও না—ও কি কর—

( স্মৃতির প্রস্থান । )

জেহেনা। রাজকুমার তুমি ওঁকে ধরে আনো, আমিই চলে যাই—

জগৎ। না জেহেনা তুমি থাকো—আমি বুঝিয়ে বল্লেই সব মিটে যাবে।—(স্বগত) আমাদের কথা সব শুনতে পেয়েছে—এখন বুঝিয়ে বলিই বা কি? যে কথা আমি বলিছি তা শুনলে কি আর রক্ষা আছে?—আমি কি ক’রে তার কাছে মুখ দেখাব?—নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুনতে পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে শিশিটা কোথায়—সে শিশিটা কোথায়?

জেহেনা। এই যে রাজকুমার (মদের শিশি প্রদান)

জগৎ। আ! সকল রোগের মহৌষধ—(পান) স্মৃতি আর কোথায় যাবে? আবাব ফিরে আসবে—যাক্ চুলোয় যাক্—এখন জেহেনা তুমি একটা গান গাও দিকি—আমি তা হলে সব ভুলে যাব—আমি তো তাকে কিছু বলি নি, আপনি যদি চলে যায় তো আমি কি করব—না, আমি তাকে নিয়ে আসি গে যাই, আহা বেচারী—জেহেনা তুমি কাঁদচ?

জেহেনা। রাজকুমার আমিই তোমার কষ্টের কারণ—কেন আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—আমার সংস্রবে যে আসবে সেই অসুখী হবে—সকলই আমার অদৃষ্ট—না রাজকুমার আর আমি এখানে আসব না—তুমি সখীকে ডেকে আনো (ক্রন্দন)

জগৎ। না জেহেনা—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না—তুমি এখানে থাক—তুমি যাতে সুখে থাক তাই আমি

করব, তোমার কষ্ট হবে না। একটা গান গাও না জেহেনা।

জেহেনা। রাজকুমার এই কষ্টের সময় আর কি গান গাব?  
আচ্ছা একটা দুঃখের গান গাই—

( গান । )

সিক্ত।

সজনি লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না,

সহেনা যাতনা, সহেনা যাতনা।

এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।

জগৎ। না জেহেনা বিষের কথা মনেও এনো না—এসো  
তোমার একটা থাকবার বন্দবস্ত করে দি। (স্বগত) দেখি স্মৃতি  
কোথায়—কিন্তু সে সব কথা লুকিয়ে শুনেছে—কি ক'রে তার  
কাছে মুখ দেখাব? জেহেনাকেই বা কি করে ছাড়ব—আমি  
তো তাকে তাড়িয়ে দিই নি—সে যদি আপনি চলে যায় তো  
আমি কি করব।—যা হবার তা হবে (প্রকাশ্যে) এসো  
জেহেনা।

( জেহেনা ও জগতের প্রস্থান । )



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।



দেলকোষা বন ।

স্বরজ মল্ ও শুভসিংহ ।

স্বরজ । শুভে পাচ্ছি রহিমের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা যে কাজ হবার কথা ছিল সে তা করে গেছে ।

শুভ । তার দ্বারা আবার কি কাজ হবে ? আমিতো তার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি । সে নাকি নবাবের ওখানে গিয়েছিল ?—সেখানে তার কি প্রয়োজন ?

স্বরজ । সে মশায় আমাদের অনেক কাজ এগিয়ে দিয়েছে । রাজকুমার জগৎরায় বিদ্রোহের আশঙ্কা করে নবাবকে সংবাদ দেবার জন্য তাঁর নিকট যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন কিন্তু রহিম তার যাবার পূর্বে নবাবের মনে অন্য রূপ বিশ্বাস জন্মে দেবার উদ্দেশে অগ্রেই সেখানে গিয়েছিলেন—সেই খানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এইরূপ জনরব ।

শুভ । তাতে আমাদের কাজ কি এগোলো ? জগৎরায় নবাবের ওখানে এখনও তো যেতে পারেন, আর গেলেই বা কি ? আমার ইচ্ছে এই সকল হীন ছল কৌশল ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যরূপে মোগল সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করি । আমাদের ধর্মের বজ্র—আমাদের

জলন্ত উৎসাহের বল—আমরা অল্প লোক হলেও অসংখ্য অত্যাচারী মোগলদের উপর জয় লাভ করতে পারব আমরা এই বিশ্বাস। কিন্তু এই রকম ছলনা ক'রে ক'রে আমাদের সে ধর্ম-বল হ্রাস হয়ে আসচে—আমাদের উৎসাহের খর্ব্ব হচ্ছে—কার্যকালে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর আমি এ রকম ছদ্মবেশে থাকতে পারি নে হরজ।

হরজ। মহাশয় আর কিছু কাল ধৈর্য ধরে থাকুন। যতক্ষণ না আমাদের অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে ততক্ষণ জয়ের কোন আশা নাই। আর সমস্তই প্রস্তুত। ১৫ই তারিখও নিকটবর্তী—দেই দিন বর্ধমানের রাজকোষ লুণ্ঠ করেই আমরা মোগল নৈত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করব। জগৎরায়কে আমাদের ভয় ছিল কিন্তু রহিমের কৌশলে জগৎরায় বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছেন—এখন আর কোন ভয় নেই।

শুভ। সে কি! জগৎরায় নিদ্রিত? আমার ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গে একবার আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ছেলে ব্যালায় আমরা এক গুরুর কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলাম। আমি প্রায় তাঁর কাছে হেরে যেতেম—কিন্তু এখন একবার আমি দেখতে চাই—কে হারে কে জেতে। সত্যি জগৎ বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রিত? তার সঙ্গে সে দিন তবে দেখা হবে না?—কিন্তু হরজ আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি—জগৎরায়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি দেবতার ভান করতে পারব না। আমার ছেলেবেলাকার সখা—তার সঙ্গে আমি দেবতার

ভান করব ? কি লজ্জার কথা ! আমি কি করে তার কাছে দেবতা বলে পরিচয় দেব ? সে মনে করবে, আমার নিজের কোন পৌরুষ নেই, কেবল দেবতার ভান ক'রে ছলনা ক'রে আমি জয় লাভ করছি। সে তা হলে আমাকে কতই না উপহাস করবে। না, আর যার কাছেই করি না কেন, তার কাছে আমি কখনই দেবতার ভান করতে পারব না।

স্বরজ। সে ভয় আপনাকে করতে হবে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি রহিমের স্ত্রী জেহেনাকে নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে তাঁর স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ত্যাগ করেছেন। এ সমস্তই রহিমের কৌশল।

শুভ। (স্বগত) কি ! জগৎ তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন ? আর আমাদের চক্রেই এই সমস্ত ঘটেছে ? আমরাই একটি পরিবারের সর্বনাশের কারণ ? আমাদের জন্তে এক জন সাধী স্ত্রী অনাথা হল ? পৌরুষ গেল, বীরত্ব গেল, মনুষ্যত্ব গেল, শেষে কিনা একজন স্ত্রীলোকের আশ্রয়ের উপর আমাদের জয় লাভ নির্ভর করছে ?—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করছে ?—এরূপ জয় লাভে আমাদের কাজ নাই—এরূপ স্বাধীনতাতে আমাদের কাজ নাই। বীরের মত, পুরুষের মত, মনুষ্যের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে পারি তো ভাল নচেৎ দেশ-উদ্ধার স্বাধীনতা সমস্তই রসাতলে যাক।

স্বরজ। মশায় ভাবচেন কি ? এখন কাজের সময়, আসুন সব উদ্যোগ করা যাক—

শুভ । হরজ তুমি যাও—আমি আস্চি। ( চিন্তা )

হরজ । যে আজ্ঞা । ( স্বগত ) শুভসিংহের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না—ছলনা না করলে কি উপায় আছে ? তা বুঝ্বে না—মাঝে মাঝে এক-একবার খেপে ওঠে—আর দিন কতক খামিয়ে রাখতে পারলে হয়, তার পর দেখা যাবে—

( হরজের প্রস্থান । )

শুভ । ( স্বগত ) আমি কি কচ্চি ? দেশ উদ্ধারের এই কি প্রকৃষ্ট উপায় ? প্রতারণা করা কি আত্মার হত্যা নয় ?—আত্মার যদি বল গেল তো কিসের বলে যুদ্ধ করব—অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শেষে কি না নিজেই আমি অধর্ম আচরণ কর্চি ? আমার জন্তই একজন সতী স্ত্রীর এই হৃদশা হল, অথচ আমি নিশ্চিত আছি—ধিক্!—না আর পারি না—এই হীন ছদ্ম বেশ ত্যাগ করে প্রকাশ্য ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি—হরজমলের কথা আর আমি শুনতে চাই না—জগৎ-রায়কে বলে পাঠাই—সে ১৫ই তারিখের জন্ত প্রস্তুত থাকুক—আমি হীন তন্ত্রের ঠায় অন্ধকারে আক্রমণ করতে চাই নে । স্বপ্নময়ী কখন আস্বে ?—তাকে বলি আমি দেবতা নই—না আর দুই এক দিন পরে—তাকে আমি বল্বেই—এখন জগৎরায়কে জাগাতে হবে—আহা ! সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ !—তঁার চখের তপ্ত অশ্রু কি আমাদের উপর জলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করবে না ? সেই শাপে কি আমাদের



সমস্ত চেষ্টা সমস্ত কার্য্য ধ্বংস হয়ে যাবে না?—ঐ যে স্বপ্নময়ী আস্চে। আহা, কবে ঐ সরলার কাছে মন খুলে বলতে পারব যে আমি ওর দেবতা নই, ওই আমার হৃদয়ের দেবতা—না, এখনও না—দেব, বল দাও, স্নেহের প্রলোভন হতে আমাকে রক্ষা কর।

(“দেশে দেশে আমি তব দুখ গান গাইয়ে”

এই গান গাহিতে গাহিতে স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। (স্বগত) এই যে আমার দেবতা—কি উপায়ে দাদার আবার চেতনা হয় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করি—আহা স্মৃতির হৃৎকের কথা শুনে দেবতারও হৃৎক হবে। (শুভসিংহকে প্রণাম)

শুভ। স্বপ্নময়ী একি আজ অমঙ্গল হেরি,

জগৎ তোমার ভ্রাতা আজি এ দুর্দিনে

প্রমোদে বিলাসে মগ্ন—একি হৃদদশা!

এক দিকে মায়াবিনী কলঙ্কী জেহেনা

হাসিতেছে অটুহাসি নিষ্ঠুর উল্লাসে,

অন্য দিকে পতিপ্রাণী ছুখিনী স্মৃতি

অনাখিনী পথে পথে করিছে ভ্রমণ;

এ তো আর সহেনা রে, যারে স্বপ্নময়ি,

জাগারে ভ্রাতারে তোর—যা'রে শীঘ্র করি,

বল্ তারে এই কথা—দেবের আদেশ—

“দিক্ দিক্ দিক্ ভ্রাতা, ওঠ শীঘ্র ওঠ,

ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে—

নহে উছা অঙ্গরার স্নেহেব সঙ্গীত ।  
 ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেল মালা,  
 চূর্ণ কব সুরা-পাত্র, গিভাও প্রদীপ,  
 বাঁধ কটিবন্ধ ভব, লও তলোয়াব,  
 আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,  
 বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে,  
 জলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,  
 সেই দিন সেই তিথি যেথো যেথা যেথো !”

স্বপ্ন । দেব, আজি জানিলাম অন্তর্যামী তুমি  
 অনাথার নাথ প্রভু দয়াব সাগর,  
 কি আর বলিব—হ’ল কষ্টরোধ—  
 এগনি যাইয়া আমি পালিব আদেশ ।

( শুভসিংহের প্রস্থান । )

( স্মৃতির প্রবেশ । )

স্বপ্নময়ী । ভাই স্মৃতি আমি দাদার কাছে এখনি যাচ্ছি—দেব-  
 তার প্রসাদে তোমার দুঃখ শীঘ্র ঘুচবে—

( স্বপ্নময়ীর প্রস্থান । )

স্মৃতি । স্বপ্নময়ি যেও না ভাই, আমার কথা তাঁকে কিছু  
 বোলো না—আমার যা হবার তা হয়েছে—আমার জন্তে তাঁর স্নেহে  
 যেন বাধা না পড়ে—

( আপন মনে গান । )

খট্ ।

বলি গো সজনি, যেও না যেও না—  
 তাব কাছে আর যেও না যেও না,  
 স্নেহে সে রয়েছে স্নেহে সে থাকুক,  
 মোর কথা ভারে বোল না বাণী ।  
 আমাবে যখন ভাল সে না বাসে  
 পাষে ধরিলেও বাসিবে না সে,  
 কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি  
 তার স্নেহে গঁপিয়ে আলা ।

( গাইতে গাইতে স্মৃতির প্রস্থান । )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

শুভসিংহের কুটীরের নিকট গ্রাম্য-পথ ।

ইতর লোকদিগের প্রবেশ ।

১। এবার ভাই বড় ধুম । যে দিনে বাদশার জন্ম দিন সেই  
 দিনই রাজার মেয়ের বিয়ে শুনচি ।

২। এমন ধূম তো আমার বয়সে দেখিনি। এখনও ১৫ ই আসেনি, এর মধ্যেই নহবৎ বসে গেছে। আর, নাচ তামাসা হচ্ছে, গান বাজনা হচ্ছে, ভারি ধূম।

১। তুমি ভাই সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?

২। গিয়েছিলুম বৈকি, আজ আবার যাচ্ছি। সে তো কম দূর নয়, আজ না রওনা হলে সময় মত পৌঁছুতে পারব কেন ? সমস্ত নগরে আমার দীপ জালাতে হবে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

৩। আমাদেরও ভাই ফুল মালা যোগাতে হবে।

১। তোমরা ভাই এই হাঁপাষ খুব লাভ কবে নিলে যা হোক।

২। তা ঈশ্বরের ইচ্ছে কিছু পাওয়া যাবে বটে, তুমি কি জ্ঞত যাচ্ছ ভাই ?

১। আমি এমনি যাচ্ছি—তামাসাটা ভাই দেখব না ?—বাদসার দরবার, আবার রাজার মেঘের বিয়ে—বল কি ? আগাদের ণামের আর সবাই চলে গেছে—ছেলে পিলে বিন্-বো সবাই—আঃ তাদের আমোদ দেখে কে—তোমায় বলব কি, তাদের এ কয় রাত্তির আহ্লাদে ঘুম হয় নি।

২। তা আমোদ হবে না গা, বল কি !

৩। এবার শুন্চি ভারি ঘট করে আভস বাজি হবে।

১। শুন্চি না কি একটা হিন্দুর মন্দিরের ঠাই করে তাতে বাজি পোড়াবে।

২। ঐ জন্তুই তো ভাই রাগ ধরে—হিন্দুর মন্দির নিয়ে টানা টানি কেন ? পোড়াতে হয় মসজিদ পোড়াক্‌না—

১। তা ভাই যার যে ধর্ম্ম। আমাদের হিন্দুর রাজত্ব হ'লে আমরাও মসজিদ পোড়াতেম।

৩। যা খুসি করুক্‌না দাদা, ও-সব কথায় কাজ কি, আমাদের কিছু লাভ হলেই হল। এখন চল। সময় চলে যায়—জয় বাদশার জয়—

২। না, ভাই বল্‌চি, এত জিনিস্ থাকতে হিন্দুর মন্দির পোড়া-বার দরকারটা কি ?—চল ভাই চল।

( সকলের প্রস্থান । )

( শুভসিংহের প্রবেশ । )

শুভ । ( স্বগত )—

দেখিছ না অগ্নি ভারত-সাগর, অগ্নি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,  
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে ।

অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুদ্র হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,  
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর ছুদ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে !

শুনিতেছি নাকি শত কোটি দ্রাগ, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,  
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হবো মাতিয়া উঠেছে সবে ?

শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?  
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,

তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,  
 তুমি শুনিয়াছ ক্ষত্রস্বতি-কুলে, আৰ্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,  
 তোমাতে শুধাই হিমালয় গিরি—ভরতে আজি কি স্নেহের দিন ?  
 তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভাবত গাইছে মোগলের দস,  
 বিষম নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—  
 সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,  
 তোমাতে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি স্নেহের দিন ?  
 তবে এই সব দ্বাসের দাসেরা, কিসের হ্রবে গাইছে গান ?  
 পৃথিবী কাঁপায় অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?  
 কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?  
 যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান

ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?

কুমারিকা হতে হিমালয় গিবি

এক তারে কত ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !

এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি

রোপিতে ভারতে বিজয়-প্রজা,

তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—

বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা !

মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া

ভূগণ ওই আসিছে ধাইয়া

রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল-চরণে লোটাতে শির—

অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ  
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !

হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,

কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার

পরিবারে আজি করি অলঙ্কার

গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি

মোগল রাজের বিজয় রবে ?

মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গান্ধ আমরা গাব না

আমরা গাব না হরষ গান,

এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান ।

( সুরজের প্রবেশ । )

সুরজ । কি ভাবচেন মশায় ? আজ আসুন যাত্রা করা যাক,  
নইলে ঠিক দিনে পৌঁছিতে পারা যাবে না ।

শুভ । আমি প্রস্তুত । আমাদের দল বল কৈ ?

সুরজ । তারা এল বলে—ঐ আস্চে ।

( কতিপয় অস্ত্র-শস্ত্রে-সুসজ্জিত বাগ্দি চোরাডের প্রবেশ  
ও শুভসিংহকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম । )

স্বরজ্জ । এস এস—তোমাদের জন্ত প্রভু অপেক্ষা কছেন ।

বাগ্দি । আমরা তো 'প্রভু হাজির আছি, যাঁহুকুম করবেন  
আমরা তাই করব—কোন বাড়ি লুট করতে হবে? বলুন  
এখনি যাই। আশাদের ঠাকরণ কৈ? তিনি তো এখনও  
আসেন নি—

স্বরজ্জ । তিনি পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন ।

বাগ্দি । হাঁ প্রভু, আমাদের ঠাকরণকে চাই, তিনি সামনে  
থাকলে আব আমাদের কিছুই ভয় নেই ।

একজন । তিনি সাক্ষেৎ ভগবতী—

একজন । তিনি আমাদের মা ।

( রাজবাড়ির কতিপয় পুঁইক সঙ্গে লইয়া

সর্দারের প্রবেশ । )

সর্দার । ঐ সেই সরগাসী, ওকে ধ্বংসে আবার ভয় কি—তুই  
ভারি ভিত্ত, তুই এগো না—

১। “এগো না এগো না” বলা সহজ, তুমি এগোও দিকি—  
বাবারে, কপালের চোকটা জলচে দেখ—

২। আচ্ছা ভাই আমি যাচ্ছি—



সর্দার। ভাল। মোর ভাই রে, তুমি এগোও তো—ভয় কি—  
আমি পিছনে আছি।

৩। তুমি হচ্চ সর্দার তুমি এগোলেই আমরা সবাই পিছনে  
পিছনে যাব। তুমি এগোও না দাদা।

অন্ত পাইক। হাঁ এই ঠিক কথা—এই ঠিক কথা। সর্দার  
এগোলেই আমরা যাব।

সর্দার। না না, তা হবে না—আমি এগিয়ে গেলে চলবে  
কেন—তোরা পালালে আটকাবে কে? না আমি একজনকেও  
পালাতে দেব না—মন্ত্রী মশাই কি তা হ'লে আমার মাথা বাণ-  
বেন?—ভয় কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমরা এগোও—ভালা  
মোর জোয়ানরা সব—এগোও—তলোবাবের এক ঘায়ে ওকে এখনি  
টুক্বো টুক্বো ক'রে ফেলবো—না হ'লে আমার নাম নিধিরাম  
সর্দার নয়—

স্ববজ। মশায় দাবদান, রাজ-বাড়ির নৈমিত্ত আমাদেব ধ্বংস  
এসেছে, দেখছেন না উঁকি খুঁকি মাঝে—

শুভ। দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জ্বলে

অনিতে কে যাবি তোরা

এই বেলা আয় রে—

মাঘের আঁধার ভারে পরাবি ও রক্তখানি,

কে আসিবি আয় তোরা

নিছা দিন যায় বে।

স্বমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার

মাড়াইতে হবে বটে

রক্তময় চরণে

কিছু রে কিসের ভয়, আশুক সহস্র বাধা,

মাতৃ-মুখ উজ্জলিবি,

কি ভয় রে মরণে ।

বাগ্দিগণ । আমরা সবাই যাব—আমরা সবাই যাব ।—কি  
ভয় রে মরণে—মা কালীর জয়—মহাপ্রভুর জয় !—ভগবতীর জয়—  
স্বরাজ । রাজবাড়ির সৈনিকেরা প্রভুকে ধ্বংসে এসেছে—  
তোমরা পথ পরিকার কর—

বাগ্দিগণ । কি ! আমরা থাকতে আমাদের প্রভুকে ধ্বংসে ?  
ধব্—ধব্—মার—মার—( কোলাহল )

পাইকগণ । পালা রে পালা বে—মেলে রে মেলে রে—আমা-  
দের সর্দার কোথায় ? ও নিধিরাম—ও নিধিরাম—সর্দার পালিয়েছে  
রে পালিয়েছে—

বাগ্দিগণ । মার—মার—ধব্—ধব্—

( মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান ও

পাইকদিগের পলায়ন । )

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।

# পঞ্চম অঙ্ক ।



## প্রথম গভাক ।



জগৎরায়ের উদ্যান-বাটী ।

জেহেনা ও জগৎরায় মহলন্দ বিছানার উপর  
গেদাঁ ঠেসান দিয়া পাশাপাশি আসীন ।

মদের পেয়ালা সম্মুখে—

জগৎ । জেহেনা, তুমি একটু খাও—( মদের পেয়ালা জেহেনার  
মুখের নিকট ধারণ )

জেহেনা ।—আমার নেশা হুয়েছে—আর ভাই না—আচ্ছা তুমি  
দিক্ত একটু খাই ( পান )

জগৎ । ( জেহেনার হস্ত ধরিয়া )—জেহেনা তোমার তো কোন  
কষ্ট নেই ?—তোমার এখানে ভাল লাগ্চে তো ?

জেহেনা । জগৎ ছি ভাই—ও রকম করে আমাকে কষ্ট দিও  
না—ও কথা বল্ল বরং আমার কষ্ট হয়—তোমার কাছে আবার  
স্বামার কষ্ট ? তবে, তোমার বোধ হয় ভাল লাগ্চে না, তাই  
ও কথা তোমার মনে হয়েছে ।

জগৎ । আমার আবার ভাল লাগবে না ?—জেহেনা তোমাকে  
আর কি বলব—এ স্বর্গ-সুখ । মনে করচ আমি স্মৃতির কথা ভাবি ?  
একবারও না । আমি তো তাকে গেতে বলিনি—সে যদি আপনি  
ষায় তো আমি কি করব । (মদ্য পান) সে কথা থাক—জেহেনা  
তুমি একটা গান গাও—

জেহেনা । (গান)

কালাংড়া—আড়থেমটা ।

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোর।

নাধের কাননে মোর,

(আমার) নাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,

মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—

(সেথা) জোছনা ফুটে,

তটিনী ছুটে,

প্রমোদে কানন ভোর ।

এস এস সখা এস গো হেথা

দুজনে কহিব মনের কথা,

তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—

(সুখে) গাঁথিব মালা,

গণিব তারা,

করিব রজমী ভোর ।

এ কাননে বসি গাহিব গান  
 সুরের স্বপনে কাটাব প্রাণ  
 খেলিব দুজনে মনের খেলারে—  
 ( প্রাণে ) রহিবে মিশি  
 দিবস নিশি  
 আধ আধ ঘুম ঘোর ।

জগৎ । ( মদ্য পান করিয়া ) আহা ! কি কথাই বলেছে—

“প্রাণে রহিবে মিশি  
 দিবস নিশি  
 আধ আধ ঘুম ঘোর ”

ঠিক—ঠিক—আচ্ছা জেহেনা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?—  
 তুমি আমাকে সত্যি কি ( চমকিত হইয়া ) জেহেনা দেখ দেখ—  
 ও কে ?—ওকে ?—সুমতির মত কাকে দেখলুম—কেও ?—  
 কেও ?—

জেহেনা । কৈ ? কৈ ?—জগৎ তুমি পাগল হয়েছ, তোমার মনের  
 ভিতর সারা দিন সুমতি জাগ্চে কিনা তাই—

জগৎ । না জেহেনা আমি পাগল হই নি, সত্যি সুমতি—  
 এখানে কেন ? এখানে কেন ?—একি !—এখানকার সম্মান কোথা  
 থেকে পেলো ?

জেহেনা । তাই তো !—এ কি !—

( স্মৃতির প্রবেশ ও দূরে দণ্ডায়মান । )

জ্ঞেহেনা । সখি এসো, অনেক দিনের পরে তোমাকে দেখছি—

জগৎ । এসো না—কোথায় ছিলে এত দিন ?—বোসো না ।

তুমি চল, আমি যাচ্ছি—বস্বে কি ?

জ্ঞেহেনা । সখি বস্বে না ?

জগৎ । স্মৃতি তুমি দাঁড়িয়ে কেন ?—আমি উঠব ? আমাকে

গোপনে কিছু বলবে ?

স্মৃতি । ( গান )

রাগিণী সর্ষদ ।

নিভান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,

দ্যাপো বা না দ্যাখো আমাব দেখিব ও মুখখানি ।

মনে কবি আসিব না, এ-মুখ আর দেখাব না,

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি ।

এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কুথা,

সাধিব না কাঁদিব না—যাব এখনি ।

যেথাই আছো সেথাই থাকো, আর কাছে যাব না কো,

চোখের দেখা দেখব শুধু—দেখেই যাব অমনি ।

( স্মৃতির প্রস্থান )

জগৎ । ( স্বগত ) একি ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি !—যাই একবার বুঝিয়ে বলিগে—কি বোকাব ?—বোকাবার আছে কি ?—কিন্তু কিন্তু—

জ়েহেনা । জগৎ আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিলুম, এ হতভাগি-  
নীর সঙ্গে কেন তোমার দেখা হয়েছিল ? বেশ সুখে থাকতে, আমিই  
তোমার সুখ নষ্ট করেছি, যাই এখনি আমি দখীকে ডেকে আন্চি,  
আমাকে বিদায় দেও ( ক্রন্দন )

জগৎ । সেকি জ়েহেনা, আমার কোন কষ্ট নেই । কেমন আমার  
সুখে ছিলাম, মাঝ-থেকে একটা ব্যাঘাত হল, তাই মনটা কেমন এক  
রকম হয়ে গেল—আসলে কিছুই নয়, এখনি সব সেবে যাবে । জ়েহেনা  
তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না ( মদ্যপান ) এই  
দেখ আমার সব সেরে গেছে—কৈ সে নাচ-ওয়ালিরা কোথায় ?—  
এখনও এল না কেন ? এই বার নাচ হোক, আজ সমস্ত রাত নাচ  
গান হবে, জ়েহেনা তুমিও একটু খাও—( মদিরার পেয়াল জ়েহেনার  
মুখে ধারণ )

জ়েহেনা । ( পান করিয়া ) ঐ যে নাচ-ওয়ালিরা এসেছে ।

( নর্তকীদিগের প্রবেশ । )

জগৎ । তোমরা আর বস্তে পারবে না, নাচ আরম্ভ করে  
দেও—এখনি—এখনি—আর দেরি না—একটা সুখের গান—একটা  
সুখের গান—শীঘ্রি—শীঘ্রি—

জেহেনা । এ তোমার ভাই অল্হায়—অত দূর থেকে এসেছে,  
ওরা একটু বসবে না ?—বোসো তোমরা, একটু বোসো ।

জগৎ । বসবে ? আচ্ছা বোসো । •

জেহেনা । ( কর্ণমূলে মুছবারে ) দেখেছ ঐ ছুঁড়িটার ঠোঁট কি  
মোটা ?

জগৎ । হাঁ ঠোঁটটা মোটা বটে ।

জেহেনা । আর দেখেছ, ওর দাঁত উঁচু, তাই রুমাল দিয়ে  
মুখটা সারা দিন ঢাকতে ।

জগৎ । কিন্তু উদিকে যে বসে আছে ওর মুখটা দেখতে নেহাৎ  
মন্দ নয় ।

জেহেনা । মুখটা নিতান্ত মন্দ নয় বটে কিন্তু ওর বয়েস কত জান ?

জগৎ । কত ?

জেহেনা । পঞ্চাশের কম নয়—রং টং দিয়েছে বলে বয়েস অল্প  
দেখাচ্ছে ।

জগৎ । সত্যি নাকি ? আশ্চর্য্য !

জেহেনা । আচ্ছা বেটীরাদের দেখলে বড় মজা হয় ! রাত দিন  
পরের মন যোগাতে হচে—ভাল বাসুক না বাসুক, ভাল বাসা  
দেখাতে হচে—কিন্তু কি ক'রে ওরকম ওরা পারে তাই আমি  
ভাবি—বাইরে এক রকম, ভিতরে আর এক রকম ।

জগৎ । জেহেনা তোমার মত সরলা কি সবাই হবে ?  
ওদের পেয়াই হল ঐ ।



জ্ঞেহেনা । না তাই বল্টি, ও-দের দেখলে ভারি মায়া করে ।

( উচ্চৈঃস্বরে ) আচ্ছা তোমরা এখন তবে নাচো ।

জগৎ । নাচো নাচো—একটা সুখের গান—শীঘ্রি শীঘ্রি

( মদ্যশান )—

জ্ঞেহেনা । হাত ধরাধরি করে নাচো ।

নর্তকীগণ । আচ্ছা তাই হবে ( নৃত্য ও গান )

ছায়ানট ।

আয় তবে সহচরি,

হাতে হাতে ধরি ধরি

নাচিবি ঘিরি ঘিরি,

গাহিবি গান ।

আন তবে বীণা,

সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।

পাশরিব ভাবনা,

পাশরিব যাতনা,

রাখিব প্রমোদে ভরি

মন প্রাণ দিবা নিশি,

আন তবে বীণা,

সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।

ঢাল' ঢাল' শশধর,  
 ঢাল' ঢাল' জোছনা !  
 সমীরণ বহে যা'রে,  
 ফুলে ফুলে চলি চলি ;  
 উলসিত তটিনী,

উখলিত গীত-রবে খুলে দেরে মন প্রাণ ।

জগৎ । বাহবা ! বাহবা ! বেশ ! বেশ ! ( ফুলের তোড়া  
 নিক্ষেপ )

জেহেনা । তুমি এইবার একটু খাও ( মদের পেয়ালা জগতের  
 মুখের নিকট ধারণ )

জগৎ । ( পান করিয়া ) আ ! আ ! এমন মিষ্টি আর কখন লাগে  
 নি । তুমিও ভাই একটু খাও ( জেহেনার মুখে পেয়ালা ধারণ )

জেহেনা । এই খাচ্চি ( পান ) ।

জগৎ । ওকে ?—ও আবার কে ?—আবার ব্যাঘাত ? একি !  
 স্বপ্নময়ী !—স্বপ্নময়ী এখানে !—আজ হচ্ছে কি !—এখানে কেন ?—  
 আঃ ভারি উৎপাত !—একি !—

( স্বপ্নময়ীর প্রবেশ । )

জগৎ । স্বপ্ন—তুই এখানে কেন ?—জ্যা ?

স্বপ্ন । ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভাই, ওঠো শীঘ্র ওঠো,  
 ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে

নহে উহা অপ্সরার স্মৃতির সঙ্গীত,  
 ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু ছিঁড়ে ফেল মালা ।  
 চূর্ণ কর সুরা-পাশ, নিভাও প্রদীপ,  
 বাঁধো কটি-বন্ধ তব, লও তলোয়ার,  
 আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,  
 বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝাবে  
 জলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,  
 সেই দিন সেই তিথি সেখা সেখা যেখা !

( স্বপ্নময়ীর প্রস্থান । )

জগৎ । ( স্বগত ) একি !—কি কথা বলে গেল ?—আগামী নবমী  
 তিথি, চারি দণ্ড নিশি—বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝাবে ! এর  
 অর্থ কি ?—বিদ্রোহটা সত্যি হয়েছে না কি ?—আমি তো সেই অবধি  
 আর কোন খবর রাখি নি—এখনি যাই—কি সর্বনাশ !—আঃ বিধাতা  
 আমাকে নিশ্চিত হয়ে স্বধ-ভোগ করতে দিঘেন না ।—( উঠিয়া )

জ্ঞেহেনা । ওকি জগৎ উঠ্চ কেন ?—ঐ পাগলির কথায়  
 আবার তোমার ভাবনা হল ?—

জগৎ । পাগলি বটে কিন্তু ওর পাগলামিতে অর্থ আছে ।  
 জ্ঞেহেনা তুমি একটু বোসো—আমি আস্চি—( স্বগত ) ওঃ—স্বপ্ন-  
 ময়ীর কথাগুলি আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে ।—যাই দেখে  
 আসি । ( নর্তকীদের প্রতি ) যাও তোমরা যাও—

( নর্তকীদের প্রস্থান, পরে জগতের প্রস্থান । )

জ্বহেনা । ( স্বগত ) যাও—কিন্তু স্মৃতি আমার লম্বা রয়েছে,  
ভাবনা নেই—বড়শি খুব লেগেছে—আব ছাড়াতে পারবে না—  
( মদ্য পান ) মনে কবেছ তোমাকে আমি হৃদয় দিবেছি ?—না, ঐট  
ছাড়া আর সব ।—দেখি না, আবও কত হৃদয় নুট্ করতে পারি—  
এই বয়সে এত হৃদয় জয় কবেছি যে তা একত্র কবে একটা মালা  
গেঁথে গলায় পরা যায় ।—দীর্ঘ্য একটু নেশা হয়েছে—কেউ কোথাও  
নেই, এইবার একটু মন খুলে গাই—( ভাব ভঙ্গী সহকারে গান )

বাগেশী—গেম্‌টা ।

কে সেত্‌তিন্‌ আগবে হেথা, হৃদয় থানি যা-না দিয়ে ।

বিস্ময়ের হাসি দেব, স্মৃতি দেব, মধুমাখা জুগ দেব,

হৃদয়-অঁখিব অশ্রু দেব

অভিমান মাখাইয়ে ।

অচেতন করব হিমে, বিয়ে মাখা স্মৃতি দিয়ে

নয়নের কালো আলো

মবনে ববসিয়ে ।

হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,

মৃগাল-বাছ দিয়ে নাথের বাঁধন বাঁধে দেব,

চোখে চোখে রেখে দেব,

দেব না হৃদয় শুধু

আর সকলি যা না নিয়ে !

( গাহিতে গাহিতে প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



দেলকোষা বন ।

স্বমতির প্রবেশ ।

স্বমতি । ( স্বগত ) - কেন মব্বে আবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম ?—সে দৃশ্য দেখে এখনও কি ক'রে বেঁচে আছি ?—আর আমার কোন আশা নেই—আগে কল্পনাতেও এক একবার স্থখের আশা হত—আবার মিলনের আশা হত—কিন্তু সে আশাও আর নেই—এখনও কেন তবে তাঁকে ভুলে যেতে পারিচি নে ?—কেন সেই মুখ রাত-দিন আমার মনে আসে ?—নানানা—কেনই বা ভুলব ?—তিনি আমাকে ভুলুন, আমি তাঁকে প্রাণ থাকতে কখনই ভুলতে পারব না । নাথ, হৃদয়েশ্বর, জন্ম জন্ম তুমি স্থখে থাক—আমার স্থখে কাজ নেই—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—আমার আবার স্থখ কি ?—যে ক দিন বাঁচি তোমার প্রতিমাখানি বুকে ক'রে রেখে দেব—তোমারই চরণ পূজা করব—( গান )—

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয় ধনে ?

শূন্য হৃদয় লয়ে কি স্থখে বাঁচিব প্রাণে ?

আশাতে নিরাশা বলে, তোমাতে কি যাব ভুলে,  
সে তো নয় রে ভালবাসা, সুখ-আশা সংগোপনে ।  
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভাল বাসা,  
ভাল বেসেই ভাল রব মনে মনে ।  
প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হৃদয়ে আনি  
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে ।

( গাইতে গাইতে প্রস্থান ) ।

রহিমের প্রবেশ ।

রহিম । ( স্বগত ) কে না জানি আমার মৃত্যু রটিয়েছে—তাকে যদি পাই তো আমি তার জিবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে কুকব খেয়াল দেব খেতে দি । আমার সঙ্গে ঠাট্টা ?—বাড়ি গিয়ে দেখি—গৃহ-শূন্য, ইঁহুঁব চামচিকেতে ঘর ছেয়ে গেছে, ভান্সা ছাদের উপর বোসে পেঁচা ডাক্চে—ঘরের কপাট গুল পর্য্যন্ত চোবেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে—আর সেই পাণীয়সী বিশ্বাসঘাতিনী<sup>১</sup> শুন্চি না কি ভগভের উপ-পত্নী হয়েছে—এ কথা যদি সত্যি হয় তো আমি যে কি করব ভেবে পাচ্চিনে—হুজুনকে জবাই করব—তুষের আঙুনে জ্যাঙ্তো পোড়াব—কাঁটা দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলব । কোথায় না জানি তারা আছে—একবার সন্ধানটা<sup>২</sup> পেলে হয়—তার স্ত্রীকে নাকি ভাড়িয়ে দিয়েছে—শুন্চি এই বনে থাকে—কিন্তু কৈ তাকে তো দেখ্তে পাচ্চিনে—তাকে দেখ্তে পেলেই সব সন্ধান পাব—একবার

রাজ-বাড়িতে যাই—সেখানে হয়তো সব খবর পাওয়া যাবে—  
আঃ!—

( রহিমের প্রস্থান । )

( স্মৃতির প্রবেশ । )

স্মৃতি । কি সৰ্কানাশ !—রহিম ফিরে এসেছে !—তবে তার  
মব্বাব খবর সব মিথ্যে—রহিম নেই মনে কবে উনি নিশ্চিত হয়ে  
সুপভোগ কবচেন—কিন্তু যদি রহিম দখান পেয়ে সেখানে গিয়ে  
পড়ে তা হলে সৰ্কানাশ উপস্থিত হবে—রক্ত-পিনাস পাঠান-জাত  
প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না—কি একটা খুনোখুনি করে  
বসবে—আমি এই বেলা গিয়ে তাঁকে সাবধান কবে দিয়ে আনি—  
আমি যাবার আগেই যদি তাঁর কোন অনিষ্ট করে—ভগবান যেন  
তাঁকে রক্ষা করেন—কি হবে ?—আমাকে যদি ঘরে ঢুকতে না  
দেন—এই ব্যালা যাই ।

( স্মৃতির তাড়াতাড়ি প্রস্থান । )

---

## তৃতীয় গভীর্ক ।



ভগবৎসিংহের নিভৃত উদ্যান-বাটী ।

জেহেনা ।

জেহেনা । (স্বগত) সেই যে গেছে এখনও এলো না—আবার তার মন বদলে গেল না কি ? সুমতির চোখের জলে তার মন আবার গোলে গেল না কি ! না, বোধ হয় এখনি আসবে—আমাব জালে একবার যে পড়েছে তাকে আবার পাবাতে হয় না । ও কে ? সুমতি যে ! এ সময়ে কেন ?

(সুমতির ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রবেশ ।)

সুমতি । জেহেনা বাঁচতে চাও তো পালাও—তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি—তিনি ফিরে এসেছেন—

ভগৎ । (ঘরের পর্দার অন্তরাল হইতে) এ কি ! সুমতি জেহেনা—সুমতির কাছে কি ক'রে মুগ দেখাব ? এইখান থেকে শুনি—

জেহেনা । (ভীত ও বিস্মিত হইয়া) কি ! আমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি ?—ফিরে এসেছেন ? কে তোমাকে বলে ?



স্মৃতি ১০ আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখিছি, তিনি এখানে এলেন বলে, এই ব্যালা পালাও—

জ্বাহেরা। তোমার মিথ্যা কথা—আমি আর তোমাব ফাঁকির বুঝি নে ? তুমি মনে করচ ঐ বোলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে তুমি স্বচ্ছন্দে আবার সুখ ভোগ করবে—কিন্তু তর জন্মে তো মিথ্যে কথা কবার কোন আবশ্যক নেই—আমি তো এখান থেকে গেলে বাঁচি—তোমার স্বামীই তো আমাকে ধরে রেখেছেন। আগে যদি জান্তেম তিনি অমন খারাপ লোক—তা হ'লে কি তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতুম ? তুমি কেন এমন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলে ? দেখ দিকি তাঁর জন্ত কি কাণ্ড হল—যদি সত্যিই আমার স্বামী কিরে এসে থাকেন, তা হ'লে কি হবে বল দেখি।

স্মৃতি। (কিছু কাল নিস্তব্ধ ও অবাক ভাবে থাকিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য অবশেষে আমাকেই অপরাধী ক'বে ! আমি সমস্তই জানি, অথচ আমাবই মুখের সামনে এই সব কথা বলতে সাহস ক'ড়ে—মনে ক'বেছিলুম কোন কথা কইব না—কিন্তু আর না বোলেও থাকতে পাব'চি নে। (প্রকাশ্যে) নিল'জ্জ ! শেষে আমিই অপরাধী ? তোমার কোন অপরাধ নেই ? আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের বন্ধু মনে ক'রে বিশ্বাস ক'রে আমার সর্বস্ব ধনকে একলা ফেলে তোমার কাছে রেখে যেতুম, তাই কি আমার অপরাধ ? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ এনে দিয়ে কে তাঁর সর্বনাশ করলে ? পানের

উপর তাঁর নাম লিখে, ভালবাসা দেখিয়ে কে তাঁর মন হরণ করলে ?—আর যিনি, সমস্ত পবিত্র্যাগ করে ত্রোব চরণে তাঁর সর্বস্ব বিসর্জন করলেন, তাকে তুই কি না, খাবাপ নোক বলি বিশ্বাস-ঘাতিনি, না আমি মিথ্যে বলিনি—আমি শপথ করে বল্চি, বহিম খাঁ ফিরে এসেছে। যদি প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয় জেহেনা, তে। এখনও পালাও।

জেহেনা। আনার স্বামী যদি এনে থাকেন, সে ভালই হয়েছে। আমি পালার কেন ? তিনি আসুন, আমি তাঁকে বলব, জগৎ আনাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—জগৎ আনার সর্বনাশ করেছে—তা হলো নিশ্চয় তিনি আনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন, আর জগৎকেও এর উচিত শাস্তি দেবেন।

সুমতি। (জেহেনার পায়ে পড়িয়া) জেহেনা—তুমি আনার সর্বস্ব নেও কিন্তু তাঁকে প্রাণে বেবো না—তিনি আনার কে ? জেহেনা, তিনি তোমাবই—তাঁকে তুমি বাঁচাও—আব আমি কিছু চাইনে—তিনি এখনও তোমাকে ভাল বাসেন, ঘেঁটে থাকেন চিরকাল তোমাকেই ভাল বাসবেন—জেহেনা তোমার স্ত্রীর কাছে তাঁর নামে ও রকম করে বোলো না, তাহলে আব বন্দা থাকবে না—আমি শপথ করে বল্চি, আনা-হতে তোমার কোন ভয় নেই—তিনি বেঁচে থাকলে নিকটকে তুমি তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারবে, আমি কোন বাধা দেব না। আবও যদি চাও, আমি শপথ করচি, বিবাহ-ব্রত ভঙ্গ করে—সেই সমস্ত পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে তোমার হাড়েই

তঁাকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে যাব—তঁার উপর আমার কোন অধিকার থাকবে না—আর কি চাও জেহেনা ? এতেও কি হবে না ? ঐ তোমার স্বামী তলোয়ার, হাতে ক'রে এই দিকে আস্চে—কি হবে !—কি হবে !—জগৎ তো এখানে আসেন নি ?—ঐ যে তিনি এসেছেন, তবেই তো সর্বনাশ !

( নিক্ষেপিত তলোয়ার হস্তে রহিমের প্রবেশ । )

রহিম । কৈ কৈ ? বিশ্বাসঘাতিনি—

জেহেনা । ( দোড়িয়া গিয়া রহিমের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন )  
নাথ আমাকে রক্ষা কর, আনাকে এখান থেকে উদ্ধার কর—জগৎ  
আনাকে এখানে বন্দী করে বেখেছে—আমি অমন ছুই লোক—  
অমন খারাপ লোক আর কখন দেখিনি ।

স্মৃতি । রহিম থাঁ, তুমি ওর কথা শুনো না, তিনি ওকে বন্দী  
ক'রে রাখেন নি, সব মিথ্যা কথা ।

রহিম । আমি তোমাকে শীঘ্রই উদ্ধার করছি—আমি মনে কবে-  
ছিলুম, তোকে দেখা মাত্রই এই তলোয়ার দিয়ে কুটকুটি ক'রে  
কাটব, কিন্তু না তাতেও তোব যথেষ্ট শান্তি হবে না, আবও কিছু চাই ;  
একটু বোস্, আমি তোকে ভাল ক'রেই উদ্ধার করছি—আগে তোর  
প্রাণকান্তকে শেষ ক'রে আসি ( স্মৃতির প্রতি )—তুই জগতের  
স্ত্রী ? বল কোথায় তোঁর স্বামী ?

জগৎ। (নেপথ্য হইতে) রহিম আমি আস্চি।

রহিম। কোথায় ? কোথায় ? (স্মৃতির প্রতি) দেখিয়ে দে—  
কোথায়—

স্মৃতি। (স্বগত) এখন কি কবি—আর তো কোন উপায়  
নেই—ঐ গুপ্তকূপের ফাঁদ-দরজাটা দেখিয়ে দি (একটা ফাঁদ-দরজা  
দেখাইবা দিয়া প্রকাশ্যে) এই সে—এই যে—এই দিকে—ঐ দরজা  
দিয়ে ঢুকলে একটা মিড়ি পাবে।

রহিম। এ যে অন্ধকার—বাই, ঘোর পাতালের ভিতর থাকলেও  
আজ আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

(রহিমের প্রস্থান।)

নেপথ্যে—গেলুম গেলুম নলুম। (রহিমের গুপ্ত কূপ মধ্যে  
পতন ও নৃত্য)

স্মৃতি। জেহেনা, আমার কাজ ফুবোলো, তুমি এখন নিকটকে  
স্বথভোগ কর।

(স্মৃতির প্রস্থান।)

জেহেনা। (স্বগত) আ! বাঁচা গেল!

(জগতের প্রবেশ ও জেহেনার নিকট আসিয়া)

এক দৃষ্টে ভ্রুকুটি বগরিয়া দৃষ্টিপাৎ।)

জেহেনা। যাও না, যেখানে তুমি সুখে ছিলে সেই থানে  
যাও না—এ দুখিনীর কাছে কেন? আমি যে তোমাকে দেখবার

জ্ঞান স্বামীব কথাও শুনলেন না—তিনি আমাকে বাড়ি যাবার জ্ঞান এত কবে বরেন, তবু সে আমি গেলেম না, তারই কি এই প্রতিফল ? আমি তাঁর সঙ্গে গেলেই (ক্রন্দন) ভাল হত, তা হলে আর কিছু না হোক, তুমি সুখী হতে পারতে (ক্রন্দন)

জগৎ। কীর্তি? হা হা হা হা হা—আমি যে তোকে চিনিটি!

জেহেনা। আমার ছুপ গেগে হান্ট জগৎ?

জগৎ। আমি হাসব না? আমার মত ছুই লোক, আমার মত খাবাপ লোক তো আর নেই—আমিই তো তোকে এখানে বন্দী ক'বে রেখেছি—

জেহেনা। সে কি! সে কি! এসব কথা তোমাকে কে বলে? তে আমার নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছে?

জগৎ। কেউ বলে নি, আমি স্বকর্ণে সব শুনেছি।

জেহেনা। আ?—আ?—কি!—

জগৎ। জীহ্বাতির কলঙ্ক—দূর্ব হ এখান থেকে—তোর জঘন্য রক্তে আমার অঙ্গ, কলঙ্কিত করতে চাই নে—দূর্ব হ দূর্ব হ এখনি—

জেহেনা। আমি চলেম, আমি জানি, যাকেই আমি ভাল বাসব সেই আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করবে—সে আমার পোড়া অদৃষ্ট—কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, এব জ্ঞান এক দিন তোমাকে অহুতাপ করতে হবে! আমি চলেম—তুমি সুখে থাক।

(জেহেনার প্রস্থান।)

জগৎ । ( স্বগত ) উঃ শেষ পর্য্যন্ত ছলনা !—না জানি কি  
উপাদানে বিধাতা ওকে গড়েছিলেন—আ !—স্মৃতি দেবতা—আমি  
পিশাচ—কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব ?—আমি তাঁর কি সর্ব্ব-  
নাশই করিছি !—স্মৃতি আনার জন্যে কি না বলেছেন—তিনি  
কি মার্জ্জনা করবেন না ?—করবেন—করবেন—তিনি করুণাময়ী  
দেবী—কোথায় তিনি ?—যাই—

( জগতের প্রস্থান । )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

বারাণসী-যুক্ত রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ কুলমালা

ও মোগল-পতাকা-শোভিত বহিরঙ্গন ।

রাজ', মন্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশ ।

রাজা । আ ! আজ কি আনন্দের দিন ! মন্ত্রী নহবৎ বাজাতে  
বলে দাও—এখনো আলো সব জ্বলেনি কেন ?—এখনি জ্বালতে  
বলে দাও—তত্ত্ববাগীশ মহাশয় লগ্নের আর কত বিলম্ব ?

তত্ত্ব । মহারাজ, আর বড় বিলম্ব নাই ।

মন্ত্রী । কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী যে এখনও আসেন নি ।

রাজা । তাব জন্ত ভেবো না মস্ত্রি, সে সব ঠিক আছে । সে নিশ্চয় আসবে, আমার কাছে বলে গেছে । অচ্ছা বরং এক জন লোক এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুক, বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে । সে জন্ত তোমরা ভেবো না । পাত্রটি তো ঠিক আছে ?

মন্ত্রী । মহারাজ, পাত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই ।

রাজা । পাত্রের জন্যই চিন্তা—পাত্রটি হাতছাড়া হলে অমন পাত্র আর পাওয়া যাবে না—বল কি, যড়দর্শন কণ্ঠস্থ ! মস্ত্রি, তার জন্য এক-প্রস্ত দর্শন শাস্ত্র আনিয়ে রেখেছ তো ? আমার গ্রন্থ-গুলি নিয়ে টানাটানি করলে চলবে না—আর, সে-সব অতি জীর্ণ হয়ে পড়েছে—এক-প্রস্ত নূতন গ্রন্থ তার জন্য আনিয়ে দিও—বুঝলে মস্ত্রি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা মহাবাজ, সে-সমস্তই প্রস্তুত আছে ।

রাজা । তোমরা স্বর্ণ-মণি-মুক্তাব দান-সামগ্রী হাজির দাও না কেন—আমি বেশ বলতে পারি, সে-সকল তার মনে ধরবে না । যার শাস্ত্রে মতি হয়েছে, বিশেষতঃ যার যড়দর্শন কণ্ঠস্থ, গুরুপ নম্বর পদার্থে তার আস্থা হবে কেন ? তা হতেই পারে না—কি বল তত্ত্ব-বাগীশ মহাশয় ?

তত্ত্ব । তাব সন্দেহ কি মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—“জ্ঞানাত্ পরতরং নহি ।”

মন্ত্রী । তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, লগ্নের তো সময় হয়ে এল ।

রাজা । সময় হয়েছে না কি ?

তব। আজ্ঞা প্রায় হল বৈ কি ।

রাজ্ঞা। সময় হয়েছে? বল কি, লগ্নের সময় হয়েছে? কি আশ্চর্য্য। এখনও তবে স্বপ্নময়ী এলনা কেন? কেন এলনা সে? আমাকে সে যে বলেছিল আসবে—তবে কেন এল না?—এ তার ভারি অন্যায়। কে আছিস্ শীঘ্র তাকে ডেকে নিয়ে আয়—মস্ত্রি তুমি যাও—তত্ত্ববাগীশ্ তুমিও যাও—শীঘ্র শীঘ্র আর বিলম্ব নয়—এমন অব্যর্থ মেয়েও তো দেখিনি, তাব কথার স্থিৰ নেই? কে আছিস্? (নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল—ভেঙ্গে ফ্যাল—ছিঁড়ে ফ্যাল—মোগল-পতাকা সব উড়ে ফ্যাল) ও কি! ও কি! কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী। তাই তো! কিসের কোলাহল?

তব। আমি একবার দেখে আসি।

( তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান। )

( রক্ষকের দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ। )

রক্ষক। মহারাজ—রাজকুমারী আস্‌চেন—বড় হাঁপ ধরেছে—জিব শুকিয়ে গেছে—বলচি।

মন্ত্রী। রাজকুমারী?

রাজ্ঞা। স্বপ্ন এসেছে?—আ! বাঁচা গেল—আমিতো বলেই ছিলেম মস্ত্রি যে, তার জন্য ভাবনা নেই—সে তেমন মেয়ে নয় যে একবার কথা দিয়ে আবার লঙ্ঘন করবে—মন্ত্রী শীঘ্র ঘির বাজনা



বাজাতে বল—অন্তঃপুরে ছলুধনি করুক—পাত্রকে শীঘ্র আনা হোক—

মন্ত্রী। অমন কচ্চিস্ কেন ? (নেপথ্যে পুনর্বার কোলাহল)  
ও কিগের কোলাহল ? রাজকুমারী কি আসেন নি ?

রক্ষ। বল্চি মহারাজ বল্চি—আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে—  
ফাঠকের কাছে এসেছেন—তলোয়ার হাতে করে—তিনি—এগিয়ে  
এগিয়ে আসছেন—আব তাব পিছনে মশাল হাতে করে ডাকাতের  
মত হাঁক দিতে দিতে অনেক লোক আস্চে—

রাজা। কি ! তলোয়ার হাতে ?

মন্ত্রী। কি ! মশাল জালিয়ে !

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ঐ বারাণ্ডায় উঠে দেখুন না, সব  
দেখতে পাবেন।

রাজা। চল চল মন্ত্রি দেখিগে—কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে  
পাচ্চিনে—

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ। কি সর্বনাশ !

(নিক্রান্ত হইরা প্রাসাদের বারাণ্ডায় উঠিয়া উভয়ের দণ্ডায়মান  
ও অবলোকন—কোলাহল আরও নিকটবর্তী)

রাজা। উঃ—কি কোলাহল !—ও কি সব ভাঙচে ?—তাইতো  
কি সর্বনাশ ! মন্ত্রি ব্যাপারটা কি ? কৈ স্বপ্নময়ী কোথায় ?—সব  
মিথ্যে—ওদের মধ্যে স্বপ্নময়ী কি করে থাকবে ?

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি কোথাও নড়বেন না—এইখানে

থাকুন—আমি দেখে আসি। এ আর কিছু না এ বিদ্রোহ, আর স্বপ্ন-ময়ী তার নেতা।

রাজা। কি! বিদ্রোহ! স্বপ্নময়ী বিদ্রোহের নেতা! স্বপ্ন তার পিতার বিরুদ্ধে?—বল কি মজি, তা কখনই হতে পারে না। দেখলেও আমার প্রত্যয় হবে না।

মন্ত্রী। ঐ রাজকুটারী—কি সৰ্কনাশ! আপনি এখানে থাকুন, কোথাও নড়বেন না—কি জানি, বিপদ হতে পারে, আমি দেখে আসি—(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

রাজা। (স্বগত) কি! স্বপ্নময়ী—আমার ছুধের মেয়ে—তাকে আমি ভয় করব? দেখি সত্যি কিনা—কি ভয়ানক কোলাহল!

(স্বপ্নময়ীর নিক্ষেপিত তলোয়ার-হস্তে, “দেশে-দেশে আমি”

এই গান গাইতে গাইতে ও তাহার পশ্চাতে শুভ সিংহ  
সুরজ মল ও মহা কোলাহল\* করিতে করিতে বাগ্দিদের  
প্রবেশ।)

স্বপ্নময়ী। সব ছিঁড়ে ফ্যাল—ভেঙ্গে ফ্যাল—পিতার আলরে  
মোগল-ধ্বজা? (স্বপ্নময়ীর স্বহস্তে মালা ছিন্ন করণ ও ধ্বজা  
উৎপাটন।)

বাগ্দি। ছিঁড়ে ফ্যাল—ভেঙ্গে ফ্যাল—মার মার—সব ছারখার  
করে দে (মালা ছিন্ন করণ ও ধ্বজা উৎপাটন।)

রাজা। (বারাণ্ডা হইতে) একি! সত্যইতো স্বপ্নময়ী! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! স্বপ্নময়ীর এই কাজ!—স্বপ্নময়ী আমার শত্রু?—স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ি! স্বপ্নময়ি!—

( বারাণ্ডা হইতে নীচে অবতরণ। )

বাগ্দিগণ। ভগবতি, এইবার হুকুম দাও, আমরা লুট পাট আরম্ভ করি। প্রভু, হুকুম দাও, সব ছার খার করে দি।

স্বপ্নময়ী। চুপ মূঢ় বর্করেবা!—দেখ্‌চিস্নে তোদের মহারাজ— আমার পিতা ( ভূমিষ্ঠ প্রণাম ) ( বাগ্দিগেরও ভূমিষ্ঠ প্রণাম )

রাজা। তুই স্বপ্নময়ি তুই? তুই আমার প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করেচিস্? তুই নেত্রী হয়ে তোর পিতার বাড়িতে এই দস্যুদের এনেচিস্? তুই আমার বার্ক্কোর অবমাননা করচিস্? কোন্ দৈত্য তাকে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত কবেছে? কোন্ দৈত্য তোর হৃদয়ের ধর্ম নষ্ট করেছে? বল্। আ! স্বপ্নময়ি— বাছা—তাকে যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বানি—তুই যে আমার বার্ক্কোর আশা—কষ্টের সান্ত্বনা-স্থল—আমার হৃদয়ের পুন্তলি—নয়নের মণি—তোর এই কাজ? আ!—( ক্রন্দন )

স্বপ্নময়ী। পিতা—পিতা—আর বোলো না—আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে ( ক্রন্দন ) আমি কি করব—( শুভসিংহের প্রতি ঘোড় হস্তে ) দেবতা আমাকে মার্জনা কর—আমার পিতাকে মার্জনা কর—উনি কখনই শত্রু নন—পিতা, তোমার ধন রত্ন দেশের জন্ত,

জননী রক্ত দাও না পিতা—তাঁ হলে সব মিটে যায়—আমি কি করব ? দেবতা ! পিতাকে শুভ বুদ্ধি দাও, আমাকে রক্ষা কর—  
আমাকে রক্ষা কর—

শুভ । (স্বগত) এ দৃশ্য আর দেখা যায় না—মহাদেব, হৃদয়ে  
বল দাও ।

রাজা । কে তোর দেবতা ?

স্বপ্ন । (শুভসিংহকে দেখাইয়া) ঐ দেখ পিতা—ঐ আমার  
দেবতা—পিতা উনি দয়ার সাগর—

রাজা । কি বলি স্বপ্নময়ি,—আমার অদৃষ্টের শনি,—আমার শুভ  
যশের কলঙ্ক, ঐ তোর দেবতা ?—ও তোর দৈত্য !—ছলনাময়  
নিষ্ঠুর দৈত্য !—কি ! শুভসিংহ, তুমি মনে করেছ, আমি তোমাকে  
চিন্তে পারি নি ? তুমি এই বালিকাকে—এই সরলা বালিকাকে  
ছলনা করেছ ? কথা কচ্চ না যে ?

স্বপ্ন । পিতা, কর কি, কর কি, দেবতাকে ও রকম ক'রে বোলো  
না, এখনি সর্বনাশ হবে ; পিতা, উনি শুভ সিংহ নন, উনি মাছুষ নন,  
উনি দেবতা ।

রাজা । কি ! শুভসিংহ দেবতা ? একজন সামান্ত তালুকদার—  
সে দেবতা ? শুভসিংহ তোর মন হরণ করেছে ? স্বপ্নময়ি—  
মা—তোকে মিনতি করচি, এমন ভয়ানক কলঙ্কে আমাদের উচ্চ  
বংশকে—আমার বার্কিক্যকে—আমার গৌরবকে কলঙ্কিত করিস  
নে, করিস্ নে—হা ভগবান ! কি লজ্জা ! স্বপ্নময়ি তুই—তুই আমার

এই শেষ দশায় আমাকে এই যন্ত্রনা দিলি ? আমি যে তোকে এত স্নেহ-মমতা করেছি, তারই কি এই পুরস্কার ? স্বপ্নময়ি, মা, তোর পিতার চেয়েও কি ঐ তালুকদার—কোথাকার অপরিচিত একজন সামান্য তালুকদার—তোর কাছে বড় হল ? চুপ্ করে রয়েচিস্ যে ? কি ভয়ানক কাজ করেচিস্, এখন বুঝি বুঝতে পেরেচিস্ ?—এখন অহুতাপ হচ্ছে বুঝি ?—আ !—তাহলে আমি সব মার্জ্জনা করচি—সব ভুলে যাচ্চি—আয় মা, আমার সঙ্গে আয়—ঐ দৈত্যকে ত্যাগ কর ।

স্বপ্ন । পিতা, আমার প্রাণের ইচ্ছে, তোমার কথা শুনি—কিন্তু এষে দেবতার আদেশ পিতা, দেবতা যে পিতার চেয়েও বড়, মাতার চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে বড়—কি ক'রে তাঁর কথা এখন—দেবতা, দেবতা, তুমি পিতাকে বুঝিয়ে বল, আমাকে রক্ষা কর ।

রাজা । বিধাতঃ—এ সংসার কি তুমি কঠোর লোকদের জন্তই সৃষ্টি করেছে ?—এ সংসারে কঠোর না হলে কি কেউ কারও বাধ্য হয় না ?—আচ্ছা আজ থেকে আমিও কঠোর হব, স্নেহ মমতা বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ে আর থাকবে না । স্বপ্নময়ি শোন, আমি চল্লি সূর্য্যকে সাক্ষী করে এই অভিশাপ দিচ্ছি যে, এক দিন, ঐ তোর দেবতা ঐ তোর প্রণয়ী, এক দিন আমার হয়ে তোর উপর প্রতিশোধ তুলবে—এই সকল নীচ প্রণয়, জ্ঞানিস স্বপ্নময়ি, অবশেষে ছলনাতেই পরিণত হয়—ছলনাই যেন তোদের এই জঘন্য মিলনের শেষ ফল হয়—ছলনাতে যার জন্ম, ছল-

নাতেই তার শেষ!—আমাকে যেমন এই শেষ দশায় কষ্ট দিলি, তুইও সেই রকম সমস্ত জীবন—স্বপ্নময়ি, মা-আমার কঁাদচিস? না আমি তোকে কিছু বলিনি—তুই আমার হৃথের বাছা, ননির পুতলি—তোকে অভিসম্পাৎ করে এমন কঠোর প্রাণ কার?—না না না। তুমি কি চাও মা?—তুমি আমার শত্রু হয়ে এসেছ?—তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে—দাও মা (ক্রন্দন)

স্বপ্ন। পিতা—পিতা—ও কথা বোলোনা পিতা—তোমার একান্ত দুহিতাকে এখনি বধ কর—আর সহ হয় না (ক্রন্দন) দেবতা তুমি আমাকে বধ কর—আর আমি পারিনে—আমি কি করব—

রাজা। শুভ সিংহ, দেখ আমার আর কোন অস্ত্র নাই—পিতৃ-হৃদয়ের অশ্রুজলই আমার একমাত্র অস্ত্র—তোমার কি একটুও দয়া হচ্ছে না? আমি বৃদ্ধ—আমি অবমানিত—স্বপ্নময়ী, যাকে আমি বড় ভাল বাসি, সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে—আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ কর্জি—তুই ধন নে, রত্ন নে—আমার সর্ব্বই নে—কিন্তু আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দে—যে কুহকে তুই ওর মন হরণ করিচিস্, সে কুহক ভেঙ্গে দে—আমার শুভ্রকেশের অবমাননা করিস নে—নিষ্ঠুর, কিছুই উত্তর দিচ্চিস্ নে?

শুভ। রাজন, তোমার দুহিতা তুমি ফিরে নেও, তোমার ধন রত্ন জননীর কাছে সমর্পণ কর।

স্বপ্ন। পিতা, জননীকে ধনরত্ন দেও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

রাজা । মা, তুমিই তো আমার জননী—তুমি আমার ধন রত্ন চাচ্চ ?—এখনি লও—এই লও আমার চাবি—তুমি আমার সর্বস্ব লও—তোমার পিতার ধন তুমি নেবে না মা ? তার জন্ত এত কেন সজ্জা ? এখনি তোমাকে দিচ্ছি, চল—কেবল মা, আমাদের বংশকে কলঙ্কিত ক'র না, এস মা এস !

স্বপ্ন । দেখ দেবতা, আমার পিতা শত্রু নন ।

( রাজার প্রস্থান ও স্বপ্নময়ীর অনুগমন । )

বাগ্দিগণ । প্রভু হুকুম দাও, আর আমরা চুপ্ করে থাকতে পার-  
চিনে ।

( বেগে জগৎরায়ের প্রবেশ । )

জগৎ । কৈ, আমাদের দেবতা কোথায় ? শুভসিংহ নাকি দেবতা সেজেছে ? এই যে শুভ, ভাল আছ তো ? ভুল হয়েছে, তোমাকে যে প্রণাম করতে হবে, তুমি যে দেবতা, ছোট-বেলাকার তলোয়ারের দাগ গুল কি দেবতার গায়ে এখন আছে ? আর এক-বার বাহুবল পরীক্ষা করবার কি সাধ হয়েছে ? তাই কি আসা হয়েছে ? আমি প্রস্তুত, আছি এসো, তোমার ভয় কি, তুমি দেবতা, অজ্ঞাঘাত তো তোমার শরীরে লাগবে না—ভীক, এই তোর সাহস ? বীরের মত শিক্ষা পেয়ে শেষে কিনা তন্দ্রবৃত্তি অবলম্বন করিচিস, থিক্ ! তোর সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি ? প্রাণ নিয়ে পালা, আমি কিছু বলব না ।

শুভ । শোন জগৎরায়, আমি দেবতা নই—আমি সকলের  
সাক্ষাতে স্পষ্টাক্ষরে বল্চি, আমি দেবতা নই, আমি বিদ্রোহী শুভ-  
সিংহ—একজন সামান্য তালুকদার । আমার ললাটে এই যে একটা  
কৃত্রিম নেত্র জল্চে, যা দেখে তোরা সবাই আমাকে দেবতা বলে  
ভয় করতিস্—এই দেখ, সে কি জিনিস ( বাগ্দিদের নিকট নিক্ষেপ )  
স্বরজ-মল, আজ হতে আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ, আর আমি দেবতা  
নই, আমার সেই কপটতার কলঙ্ক—আমার ললাটের সেই উজ্জল  
কলঙ্ক, ঐ দেখ, আমি অপনীত করলেম !

স্বরজ । ওকি কথা মশায় ? ওকি কথা মশায় ? আপনার সঙ্কল্প  
কি ভুলে গেলেন ? কি বল্চেন, ভাল ক'রে বুঝে দেখুন—

বাগ্দিগণ । ওরে ভাই, যা মনে করেছিলুম তা নয়রে—ওটা  
একটা ফাঁকি জুকি—কপালের চোক নয় ।

শুভ । স্বরজ আমি বুঝেই বল্চি—শোন জগৎরায়, তুমি যদি  
মায়ের সুপুত্র হও তো এখনি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তোমাদের  
ধন রত্ন জননী'ব চরণে, জন্মভূমির টরণে এখনি সমর্পণ কর, তা যদি  
না কর তো এসো, একবার দেখি, ছেলেবেলাকার অশ্রুশিক্ষা কার  
কত মনে আছে ।

জগৎ । এখন তোমার দেবত্ব ঘুচেচে, এখন শুভসিংহ এসো,  
একবার দেখা যাক—

( উভয়ের অসিযুদ্ধ । )

স্বরজ । শুভসিংহ আজ হতে আমি তোমাব শত্রু হলেম ।



শুভ । শক্রই হও বাই হও—আর ছলনা নয় ।

( জগতের সহিত অসি যুদ্ধ করিতে করিতে প্রশ্নান । )

স্বরজ । ( বাগ্দিদের প্রতি ) আজ হতে আমি তোদের সরদার হলেম, আয় লুট পাট, কর, বাড়িতে আগুণ লাগিয়ে দে, সব চুর মার ক'রে ফ্যাল—সব ছার খার করে দে ।

বাগ্দিগণ । হাঁ এই তো সদারের যুগ্মি কথা, আয় ভাই আর, সব ছারখার করে দি—

১ । দেখ দিকি ভাই, আমাদের বলে কি না চুপ করে থাক, আমরা কি চুপ্ ক'রে থাকবার জন্ত এখানে এসেছি ?

২ । এত দিন আমাদের ভোগা দিয়ে এসেছে, পাজি জুয়াচোর, ও আবার দেবতা !

৩ । তাইতো হারার ব্যামো সারতে পারিনি ।

৪ । তাইতো রেধোর বাত আরাম করতে পারলে না—ও আবার দেবতা ! আমাদের বড় ঠকান-টাই ঠকিয়েছে—পাজি জুয়াচোর কোথাকারে—

৫ । আয় ভাই, ওকে আজ না মেরে যাচ্চিনে ।

সকলে । আয় সবাই, মার মার, সব ভেঙ্গে ফ্যাল—সব পুড়িয়ে দে—সব ছারখার করে দে—রে রে রে রে ।

( কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রশ্নান । )

( মন্ত্রীৰ বেগে প্ৰবেশ । )

মন্ত্রী। প্ৰাসাদে আঙুন লেগেছে—সৰ্বনাশ হয়েছে, সৰ্বনাশ হয়েছে—মহাৰাজ শীঘ্ৰ নেবে আত্মন—শীঘ্ৰ নেবে আত্মন—

( ৰাজাৰ প্ৰবেশ । )

ৰাজা। ( বাৰাণ্ডাৰ উপৰে )—এ কি!—কোন দিক দিয়ৈ বেরোৱাৰ উপায় নাই—চাৰি দিকেই আঙুন—কোন দিক দিয়ৈ যাই—কি সৰ্বনাশ!—

মন্ত্রী। মহাৰাজ নেবে আত্মন—নেবে আত্মন—এখনি সমস্তই অগ্নিতে গ্ৰাস কৰবে। বিলম্ব কৰবেন না।—ওৱে শীঘ্ৰ জল নিয়ে আয়—মহাৰাজকে উদ্ধাৰ কৰ—মহাৰাজকে উদ্ধাৰ কৰ—

( মন্ত্রীৰ প্ৰস্থান । )

ৰাজা। আমাৰ কোন দিক দিয়ৈ যাবাৰ পথ নেই—কে আমাকে উদ্ধাৰ কৰবে?—যে আমাকে উদ্ধাৰ কৰবে, তাকে আমাৰ সমস্ত ৰাজত্ব দেব—আমাৰ সৰ্বস্ব দেব—আমি বৃদ্ধ—আমাকে উদ্ধাৰ কৰ—আমাকে উদ্ধাৰ কৰ।

( ৰক্ষকগণেৰ প্ৰবেশ । )

ৰক্ষকগণ। মহাৰাজ চাৰি দিকেই আঙুন—আমরা এখন কি কৰে প্ৰবেশ কৰি। কেউ ঘাৰি? ঘানা, অনেক টাকা পাৰি।

অন্য রক্ষক । আমাদের টাকার কাজ নেই—প্রাণ গেলে টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? না আমরা যেতে পারব না ।

( সকলের প্রস্থান । )

রাজা । কেউ উদ্ধার করলি নে ?—কারও মনে দয়া হল না ?  
ওঃ দগ্ধ হলেম—দগ্ধ হলেম ! এই কি তোদের প্রভু-ভক্তি ?—  
এই কি তোদের রাজ-ভক্তি ? স্বপ্নময়ী তুই কি করলি ?

( রক্তময় তলোয়ার হস্তে শুভ সিংহের প্রবেশ । )

শুভ । ( স্বগত ) পাষণ্ড হরদ্র—উচিত প্রতিফল দিয়েছি—  
মহারাজ কোথায়—মহারাজ কোথায় ?

রাজা । কি ! শুভসিংহ পাষণ্ড দৈত্য তুই ! আবার তলোয়ার হাতে—আমাকে দগ্ধ করেও তোর আশ মিটল না ?—এই বুদ্ধকে বধ করে তোর কি পৌরুষ ?—ও গেলুম ! গেলুম !

শুভ । ( রাজাকে দেখিতে পাইয়া ) মহারাজ ?—ঐখানে ?

( বেগে প্রস্থান । )

( উপরের বারাণ্ডার প্রবেশ । )

রাজা । কি ! তুই পাষণ্ড, আমাকে বধ করবি !—অগির আঘাতে শীঘ্র বধ কর, আমাকে দগ্ধে মারিস্ নে ।

শুভ । মহারাজ, আপনার প্রাণ নিতে আসিনি—আমার প্রাণ

দিতে এসেছি। আপনাকে উদ্ধার করতেই এসেছি—চলুন, আর অন্য কথা না।

(অগ্নির মধ্য হইতে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।)

(শুভসিংহের সহিত রাজার প্রবেশ।)

রাজা। আ! ঠাটনেয়, শুভসিংহ, তুমি আমার পরিব্রাতা? পুরাতন বন্ধুবাও এই বিপদের সময়ে আনাকে ত্যাগ করেছে কিন্তু তুমি আমার ষড়্ধ হসে আনাকে উদ্ধার করলে—তুমি সামান্য মনুষ্য নও, এনো বংশ, অসিদ্ধ করি (অসিদ্ধন) তুমি যেন জন্মান্তরে দেবলোকবাসী হও—বৃদ্ধের এই আশীর্বাদ!

শুভ। মহারাজের আশীর্বাদ শিরোধার্য।

(দুই চারিজন বাগ্দির প্রবেশ।)

বাগ্দিগণ। মাঝ মাঝ, কাই কাই, ওই সেই জুয়াচোর!

রাজা। শুভসিংহ, ওকি!

শুভ। মহারাজের কোন ভয় নাই, আমি থাকতে আপনার একটি কেশও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, এখনও তোরা আছিস্?

(অসিদ্ধ ও বাগ্দিদের পলায়ন।)

(নেপথ্যে আবার কোলাহল—সব পুড়িয়ে দে—ভেঙ্গে ফ্যাল, ছার খার করে দে)

রাজা। আমার স্বপ্নময়ী কোথায় ?—দেখ বৎস—তাকে উদ্ধার কর—তোমাকে সে দেবতা বলে, তাকে উদ্ধার কর—যাও বৎস, যাও, সে তোমারি।

শুভ। মহারাজ, আমি এখনি যাচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন (যাইতে যাইতে) সুরজ পাৰও—নিরস্ত হ—নিরস্ত হ—প্রাসাদে অগ্নি দিয়ে নিরর্থক কেন অত্যাচার করচিস্—প্রতিশোধ নিতে হয় তো আমার উপর প্রতিশোধ নে—আয়, তলয়ার নিক্ষেপিত কর—আমি প্রস্তুত।

( শুভসিংহের নিক্ষেপিত অসি হস্তে বেগে প্রস্থান। )

নেপথ্যে। মার মার—আগুন লাগা—ভেঙ্গে ফাল, সব চূর মার কবে ফাল, গেল গেল গেল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল।

রাজা। কি! সব পুড়ে গেল—সব পুড়ে গেল—ঐ ভেঙ্গে পড়চে—কোথায় পলাই—( প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া রাজার উপর পতন )

( স্বপ্নময়ীর ধনরত্ন লইয়া প্রবেশ। )

স্বপ্ন। কোথায় পিতা কোথায় ?—আমি ধন রত্ন সমস্তই এনেছি ( ভগ্নাবশেষের মধ্যে মৃতবৎ রাজাকে দেখিয়া ) পিতা পিতা একি ! একি !—এ কি হল !—পিতা, উত্তর দাওনা পিতা—

রাজা। মা, মা, তুমি কি করলে মা ?—আমি তোমার কি করে-ছিলেম ? আ ! শুভ সিংহকে—বাছা—বাছা তুই——(মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, তোমার কি হল পিতা? কোথায় গেলে পিতা?  
(মুচ্ছিত হইয়া পতন)

(শুভ সিংহের প্রবেশ।)

শুভ। কৈ, স্বপ্নময়ী কোথায়? একি! এখানে? হা! সমস্ত  
শেষ হয়ে গেছে? না এখনও জীবিত, নিঃশ্বাস পড়ছে—ওকে?  
মহারাজ?—ভগ্নাবশেষের মধ্যে? হা! মহারাজ গতপ্রাণ! কৈ  
জীবনের তো কোন লক্ষণ নেই, স্বপ্নময়ী তবে কি মুচ্ছা গেছে?  
স্বপ্নময়ি স্বপ্নময়ি—

স্বপ্নময়ী। (চেতনা লাভ করিয়া) আ! দেবতা!—দেবতা!  
প্রভু! তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর, সর্বনাশ হয়েছে—আমার পিতা  
আর নাই—(ক্রন্দন) আমার পিতা—আমার অমন পিতা—আমার  
বৃদ্ধ পিতা—আমার বেহের পিতা—প্রভু দেখ কি হয়েছে—দেখ  
কি হয়েছে—দেবতা, আমার পিতাকে ফিরে দেও, আমার পিতাকে  
বাঁচাও—

শুভ। হা অদৃষ্ট! আমার জন্য এক জন স্ত্রী অনাথা হল—  
এক জন বীর অধঃপাতে গেল—একটি দুহিতা পিতৃহীন হল—আমা  
অপেক্ষা পাষাণ আর কে আছে?

স্বপ্ন। সে কি প্রভু, তোমার জন্ত আমি পিতৃহীন হলেম,  
তোমার জন্ত?

শুভ। হাঁ স্বপ্নময়ি, আমিই সমস্তের মূল।

স্বপ্ন। প্রভু তুমি দেবতা, তুমি আমার পিতার প্রাণ এনে দাও, তুমি কি না পার? পিতা তো তোমার শত্রু নন, দেখ প্রভু, তুমি যা চেয়েছিলে, তিনি সমস্তই দিয়েছেন। তবে কেন ওঁর প্রাণ নিলে? তুমিই যদি ওঁর প্রাণ নিয়ে থাক, তুমিই আবার ওঁর প্রাণ ফিরে দাও—প্রভু তুমি দেবতা, তোমার অসাধ্য কি আছে? প্রভু আনাকে রক্ষা কর, আমার পিতাকে ফিরে দাও (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে আর প্রবঞ্চনা করব না, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য—

স্বপ্ন। কি! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? তুমি প্রভু, তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য?—তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? প্রভু আমাকে কি পরীক্ষা করচ?

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি দেবতা নই, আমি একজন সামান্য মনুষ্য, আমি দেবতা নই—আমার নাম শুভসিংহ।

স্বপ্ন। কি! শুভসিংহ? পিতা যার কথা সে দিন বলেছিলেন সেই তালুকদার শুভসিংহ?

শুভ। হাঁ আমি সেই।

স্বপ্ন। না প্রভু, তুমি তা নও—নিশ্চয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করচ—প্রভু আমার পিতাকে ফিরে দাও—

শুভ। স্বপ্নময়ি, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তা সাধ্যাতীত। আমি দেবতা

নই, তার প্রমাণ চাও ? দেখ, আমার কপালে সে চোক্ জলতো—  
সে চোক্ আর নেই—সে কৃত্রিম চোক্ আমি দূরে নিক্ষেপ করেছি ।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে অমন কারাগার থেকে কি ক'রে  
আমাকে উদ্ধার করলে ?

শুভ। এখানকার অনেক লোকেই আমাকে দেবতা বলে  
জানতো, কারাগারের রক্ষকেরা আমাকে দেবতা মনে ক'রে  
আমার সেই ললাটচক্ষু দেখে ভয় পেয়ে আনাকে দ্বার খুলে দিয়ে-  
ছিল ।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে স্মৃতির ছংখের কথা কি ক'রে জানতে  
পারলে ?

শুভ। আমি স্বয়ংজন্মের কাছ থেকে আগে থাকতে জেনে-  
ছিলুম ।

স্বপ্ন। কি ! আমাকে তবে তুমি বরাবর ছলনা ক'রে এনেছ ?  
তুমি দেবতা নও ? তুমি মানুষ ? তুমি প্রবঞ্চক ? তুমি প্রতারক ?  
তুমিই আমার পিতার মৃত্যুর কারণ ? তুমি—সত্যি তুমি ?

শুভ। হাঁ সকলই সত্য, স্বপ্নময়ি আর আমি, তোমাকে ছলনা  
করব না—তোমার নিকট একটুও গোপন করি নি ।

স্বপ্ন। কি ! যাকে আমি দেবতা বলে এত দিন পূজা করে  
এসেছি, সে একজন ভীষণ দৈত্য ! 'পিতা, তোমার কথাই ঠিক, তুমি  
যা অভিশপ্ত করেছিলে, তাই ঠিক হল—ঐ পাষণ্ড দৈত্যের ছলনায়  
আমি কি কাজ না কবেছি। আমি তোমার হৃদয়ে আঘাত



দিয়েছি, আমি তোমার শত্রুতা করেছি, আমি তোমার ধন রত্ন সর্বস্ব লুট করেছি, শেষে আমারই জন্য তোমার প্রাণ পর্যন্ত গেল, পিতা এখন তুমিই আমার একমাত্র দেবতা—বল, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? বল কি করব, এখনি তা করচি—কি বল্চ ? কি ? কি ? পিতা, কি বল্চ ? ঐ পাষণ্ডকে বধ করে তোমার প্রতিশোধ নেব ?—এখনি এখনি—

শুভ । স্বপ্নময়ি, আমার মৃত্যুই শ্রেয় ।

স্বপ্ন । প্রভু, দেবতা, কি বল্চ ? আমি তোমাকে বধ করব ? আমার এত বড় যোগ্যতা ?—প্রভু, বল তুমি দেবতা, আমাকে আর ছলনা কর না—আমার পিতাকে ফিরিয়ে দেও—প্রভু ওঁর কোন অপরাধ নেই ।—উনি আমার বৃদ্ধ পিতা—উনি আমার স্নেহের পিতা ( ক্রন্দন )

শুভ । স্বপ্নময়ি, আমি দেবতা নই—তুমিই আমার দেবতা, আমাকে মার্জনা কর—

স্বপ্ন । পিতা, পিতা, মার্জনা করবে কি ?—“না পিতৃহত্যার মার্জনা নাই—প্রতিশোধ নে, প্রতিশোধ নে, শীঘ্র প্রতিশোধ নে”—ঐ শোন পাষণ্ড, তোর মার্জনা নাই—এখনি এখনি—না-না-না পিতা, পারচিনে পিতা—ওকেই আমি দেবতা বলে পূজা করেছিলেম—দেখ পিতা, বড় কাতর দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে—মার্জনা কর পিতা—মার্জনা কর—“কি ! পিতৃহত্যার মার্জনা !”

শুভ । স্বপ্নময়ি !—

স্বপ্ন । না, আমি তোকে পূজা কবি নি—আমাব সে দেবতা কোথায় ?—আমাব সে প্রভু কোথায় ? না, তুই আমার সে দেবতা নোস্ ? তুই তো পিশাচেরও অধম ( উপবে দৃষ্টি কবিয়া ) আমার দেবতা, কোথায় তুমি ? আমি যে তোমার উপর আমার সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেছিলাম, আমাব চন্দ্র সূর্য্য, আমার গ্রহ নক্ষত্র যে তোমাতেই ছিল, আমাব আশা ভরসা, আমাব স্তম্ভ ভূগর্ভ যে তোমাতেই ছিল ! আমার প্রভু, দেবতা, আমার হৃদয় শূন্য করে তুমি কোথায় পালালে ? আমি কি নিবে এখন বেঁচে থাকব ? কি বল্চ পিতা, মার্জ্জনা নাই ? পিতা, মার্জ্জনা কর, আমার দেবতাকে আমি কি করে বধ কব্ব ?—কে দেবতা ? কে দেবতা ? আমার সে দেবতা কোথায় ?—আমার দেবতা নাই—( ক্রন্দন )

শুভ । ( স্বগত ) আমি হতে জননী'ব কোন কাজ হল না, আমার জীবনের সঙ্কল্প বিফল হল—আমাব সহচরদেবতাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল, অবশেষে, মনে মনে খাঁর চরণে আমাব হৃদয় উৎসর্গ কবে-ছিলাম, সে স্বপ্নময়ী'ব কাছেও আমি এখন দূষিত—এ অপন্যার্থ জীবনে আর কি ফল ? ( স্বপ্নময়ীর নিকট নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে ) স্বপ্নময়ি, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই আমাব মার্জ্জনা নাই, আমাব জহুই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জহুই এই সূন্দর প্রাণদ্য ভয়দায়ক হল, এ পাশও দৈত্যে'ব প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে ? আমি এই জঘন্ট প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিদর্জ্জন করচি—

স্বপ্ন। হা!—একি!—ওকি!—আমার দেবতা—আমার দেবতা—  
 শুভ। স্বপ্নময়ী,—(অগ্নির দ্বারা আক্লিষ্টা) আমাকে মার্জনা—  
 (মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, একি হল! হতভাগ্য কেন এ কাজ  
 করলি? পিতা তেঁকে মার্জনা করতেন, আমি বল্টি তেঁকে  
 মার্জনা করতেন—আমার দেবতা কোঁরে গেল? হা! আমি  
 তেঁকে কিছু বলিনি—দেবতা প্রাণ, একি তোমার দশা হল?  
 হা! আমার পিতা নাই, মা! দেবতা নাই—স্মৃতি নেগে যাও,  
 কি কাণ্ড হল—দান নেগে যাও, কি কাণ্ড হল—আমার পিতা!—  
 আমার দেবতা!—

( স্বপ্নময়ীর বেগে প্রস্থান। )

( জগৎ ও স্মৃতির প্রবেশ। )

জগৎ। একি! কি সর্বনাশ!—স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী,—পিতার এই  
 দশা—এদিকে মৃত ঘ্রোহ—ওদিকে মৃত লেহ—একি! শুভনিংহ!—  
 শুভনিংহের মৃত দেহ! এমন সুন্দর প্রাণাদ সমস্তই ভয়সাগর—  
 হা!—আমার জগৎ এই সমস্ত শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে! আমি যদি  
 না উন্মত্ত হতাম, তা হলে এসব কিছুই ঘটে না।

স্মৃতি। ( নীরবে ক্রন্দন )

জগৎ। স্মৃতি, দেখুওতো কি কাণ্ড হয়েছে আর হৃথের আশা

করো না। স্নেহের নাম মুখে আনাও এখন পাপ ; বাহিরে যে রকম ভগ্ন দশা দেখেছ আনিব অন্তরেও তাই—যা গেছে, তা আর ফেরবার নয় ; যা ভেঙ্গেচে, তা আর জোড়বার নয় ; বাহিরে শ্মশান, অন্তরেও শ্মশান। নন্দন কাননে তোমার সঙ্গে মিলন না হয়ে অদৃষ্টক্রমে আজ এই শ্মশানে মিলন হল ! ( স্মৃতিকে আনিঙ্গন কবত ) স্মৃতি, তুমি দেবতা, আমি অতি নবাবদ, আমি তোমাকে কতই যত্নশীল দিয়েছি—আমাকে মার্জনা কব ।

স্মৃতি । ( জগতের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীববে ক্রন্দন )

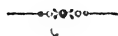
জগৎ । এসো, শ্রাদ্ধশান্তি শেষ ক'বে আমরা পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করি, এখানে আর কি হবে ?

( ক্রন্দন করিতে করিতে স্মৃতি ও

জগতের প্রস্থান । )



## শেষ দৃশ্য ।



পুরুষোত্তমের সমুদ্র তীর ।



সুমতি ও জগতের নৌকারোহণ ।

( দুইজনে গান )

বাগেশী ।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,  
 গেছে তুখ, গেছে স্নখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ।  
 সম্মুখে অনন্ত বাহ্রি, আমরা হুজনে যাত্রী,  
 সম্মুখে শরান সিদ্ধ, দিগ্বিদিক হারাইয়া !  
 জলধি বয়েছে স্থির, ধু ধু করে সিদ্ধ তীর,  
 প্রশান্ত স্নানীল নীর, নীল শূন্তে মিশাইয়া ।  
 নাহি দাড়ি, নাহি শব্দ, মস্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,  
 রজনী আসিছে ধীরে, হুই বাছ পসারিয়া ।

সীমা হীন বারি-রাশি, নীরবে ঘাইব ভাসি,  
সীমাহীন, শূন্য পানে নীরবে রহিব চাহি ।  
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,  
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া ।

---

ষবনিকা পতন ।













